শিবি

নাটক

প্রমথনাথ কাব্যতীর্থ-প্রণীত

(শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের
বান্ধব-নাট্য সামতিতে অভিনীত)

কলিকাতা ;
পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং
৭নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, যোড়াসাঁকো।
১৩৩৪

গ্রন্থকারের

জয়দেব ১॥০

Published by R. C. Dey for PAUL BROTHERS & Co.
7, Shibkrishna Daw's Lane, Jorasanko, Calcutta.
Printed by L. M. Ray, LALIT PRESS.
8, Ghose Lane, Calcutta.

1927

উৎসর্গ

যাঁহার পবিত্র নাটক সমূহ
বঙ্গসাহিত্যের অমূল্যরত্ন,
যাঁহার সুরচিত সুচরিতাবলী
সুধীবর্গের হৃদয়াসনে
সুপ্রতিষ্ঠিত,
সেই নাট্যসাহিত্যের মহারথ
পরম শ্রদ্ধেয় কবি
৺ মনোমোহন বসু
মহোদয়ের
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে
এই অকিঞ্চিৎকর নাট্যগ্রন্থ
সশ্রদ্ধ উৎসর্গীকৃত
হইল।

মন্তব্য।

মহাভারতের আদি, বন ও শান্তিপর্ব্বের শিবি-বৃত্তান্ত এবং পুনা প্রদেশে প্রচলিত অগ্নিপুরাণ ও শিবিরাজার আখ্যায়িকা অবলম্বনে পরম বৈষ্ণব চন্দ্রবংশীয় মহারাজ শিবির পবিত্র চরিত্র কল্পনার তুলিকায় চিত্রিত করিয়া নাট্যামোদী শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে ধরিলাম। ইহাতে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুসমাজের অনুরাগ ও অনুগ্রহ আকর্ষণ করিতে পারিলে শ্রম সফল ও সৌভাগ্য জ্ঞান করিব। শিবি-চরিতের একদিকে দেবতার ছলনা, অন্যদিকে শিবির অবিচলিত কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও ধর্ম্মবিশ্বাস তুল্যভাবে প্রদর্শন করাই মহাভারত প্রণেতা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। শিবি-চরিতের ইহাই অভিনেয় বিষয়। শিবির নিজ হস্তে পুত্রহত্যা ও শ্যেন কপোত উপাখ্যানটি অভিনয়ের অনুরোধে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

অক্ষয় তৃতীয়া
২১শে বৈশাখ, ১৩৩৪ — গ্রন্থকারস্য

নাটকীয় চরিত্রগণ।

পুরুষ।

নারায়ণ (শ্রীকৃষ্ণ)। মহাদেব। ইন্দ্র। অগ্নি। ধর্ম্ম। মদন। বসন্ত। নারদ। নন্দী। ষড়ৈশ্বর্য্য। বৈকুণ্ঠবাসীগণ। দেবগণ। চরবালকগণ। শিবপার্ষদগণ।

শিবি	চন্দ্রবংশীয় রাজা।
বিকর্ত্তন (রাজকুমার)	ঐ শিশুপুত্র।
জয়সেন	সেনাপতি, রাজ জামাতা।
সুষেণ	ঐ পুত্র।
চণ্ডবিক্রম	ঐ সহকারী সেনাপতি।
পৃথুপাল	কেরল অধিপতি।
শক্তি, শান্তি	ঐ শিশুপুত্রদ্বয়।
কীর্ত্তিসিংহ	ঐ সেনাপতি।
শ্যেন (প্রকাণ্ড পক্ষিমূর্ত্তি)	ছদ্মবেশী।

শিবি-মন্ত্রী, কেরল-মন্ত্রী, দৌবারিক, দূত, জনৈক ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণকুমার, পথিক, পাগল, চণ্ডাল, কুম্ভকার, বধির, ঢেঁড়াওয়ালাদ্বয়, ঋষিগণ, ঋষিবালকগণ, মুনিকুমারগণ সখাগণ, বৈতালিকগণ, শিবি-সৈন্যগণ, কেরল-সৈন্যগণ, ভৃত্যগণ প্রভৃতি।

স্ত্রী।

ভগবতী। লক্ষ্মী। রাজলক্ষ্মী। রতি। ভক্তি। মুক্তি। দয়া। দেববালাগণ। আত্মহত্যা। উর্ব্বশী তিলোত্তমাদি অপ্সরাগণ। মায়াকুমারী-গণ। যোগিনীগণ।

রাণী	শিবির পত্নী।
সুশীলা (রাজকুমারী)	ঐ কন্যা।
জয়ন্তী	কেরল-রাজপত্নী।

চণ্ডালিনী, সখীগণ, সহচরীগণ, বেশ্যাগণ ইত্যাদি।

শিবি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বৈকুণ্ঠধাম।

রত্নসিংহাসনে লক্ষ্মী নারায়ণ উপবিষ্ট।

বৈকুণ্ঠবাসিগণের প্রবেশ।

বৈকুণ্ঠবাসিগণ।—

গান।

রতন আসনে যুগল মূরতি নেহার কেমন শোভিছে রে।
নবজলধর, স্থিরা দামিনী, আহা কি মাধুরী ধ'রেছে রে॥
তমাল উপরে কনক-লতিকা,
নীল আকাশে উজল তারকা,
নীল কমল পীতকমল বিমল সরসে ফুটেছে রে॥
অচল উপরে শারদ জ্যোছনা,
যামিনীর সনে উষা মনোরমা,
ভ্রমর পাশে নলিনী শোভিছে, ভুবনে তুলনা না আছে রে॥

[প্রস্থান।

ভক্তি ও মুক্তির প্রবেশ।

ভক্তি। হের মুক্তি প্রাণের ভগিনি!
বৈকুণ্ঠের রত্নসিংহাসনে
বিরাজিত লক্ষ্মী নারায়ণ।
আহা, কি মধুর মূর্ত্তি!
নব জলধর জিনি সুনীল বরণ,
গলে দোলে বনফুল হার,
করে শোভে মধুর মুরলী,
পরিধান পীতধড়া,
শিরোপরে শিখিপুচ্ছ-চূড়া,
রতন কুণ্ডল দোলে শ্রবণ যুগলে।
সঙ্কুচিত কৃষ্ণ কেশপাশ,
মৃদুল মধুর হাস মধুর অধরে।
পদ যুগে রতন নূপুর,
ছল্ ছল্ বঙ্কিম নয়ন,
বামভাগে বিরাজিতা
সিন্ধু-সুতা মহালক্ষ্মী কনকবরণী।
রূপের প্রভায় আলোকিত দশদিক্;
অপূর্ব্ব এ রূপের মাধুরী,
হের নয়ন ভরিয়া।
আমি ভক্তি চিরদাসী যেই পদযুগে,
সেই পদে করি প্রণিপাত। [প্রণাম]

মুক্তি হের, দিদি! মধুর মিলন।
নবীন নীরদে যেন শোভিছে বিজলী;

নব দূর্ব্বাদলে যেন
পড়েছে গো শারদ-জ্যোছনা।
তমাল পাদপে যেন
বিজড়িত কনক-লতিকা।
যেন দিদি !
স্বর্গধামে সুরধুনী-যমুনা-সঙ্গম।
শান্তিময় বৈকুণ্ঠ-ভবনে
কিবা শান্তিময়ী মূর্ত্তি ভুবনমোহিনী !
আমিও তোমার মত চিরদাসী
ওই রাঙা পায়,
সেই পদে করি প্রণিপাত। [প্রণাম]

নারায়ণ। ধরাতলে জীবগণে করিতে উদ্ধার,
তোমায় সৃজিনু ভক্তি মম বক্ষ হ'তে।
মুক্তি তব কনিষ্ঠা ভগিনী,
চিরদিন তব সহচরী।
দয়া, শ্রদ্ধা সখী তব,
পুণ্য তব অনুগামী দাস ;
ধর্ম্ম তব নিয়ত রক্ষক।
তবে কেন ধরাতল ছাড়ি' ম্লানমুখে
মুক্তি সনে হেথা ভক্তি এসেছ চলিয়া ?

ভক্তি। পিতঃ ! তোমার আদেশে
ধরাতলে দেশে দেশে ভ্রমি আমি সদা,
তোমার ভক্তের মুখে
দ্বারে দ্বারে গাই তব নাম।

অসংখ্য অসংখ্য পাপী তোমার ইচ্ছায়
আমাকে আশ্রয় করি'
মুক্তি সহ আসিয়াছে বৈকুণ্ঠ-ভবনে।
কিন্তু—দয়াময় !
এবে মোর এসেছে দুর্দ্দিন।

লক্ষ্মী। কেন ভক্তি ! কেন তব এসেছে দুর্দ্দিন ?
এখনো ত কলিযুগ আসে নি ধরায় ;
প্রতিদিন মুনিগণ
এখনো ত পূজিছেন
নারায়ণে ভক্তিপূর্ণ মনে ;
প্রতিদিন রাজগণ
এখনো করিছে দান দীন-হীন জনে।
এখনো করিছে সবে পর-উপকার ;
ধর্ম্মপথে থাকি'
এখনো করিছে সবে জীবন যাপন ;
এখনো গায়িছে সবে
সুমধুর সুপবিত্র হরিনাম গান।
বৈকুণ্ঠে বসিয়া আমি
প্রতিদিন এই দৃশ্য করি দরশন।
তবে, বৎসে ! কেন তব আসিল দুর্দ্দিন ?
ধরার দুর্দ্দিন কথা
তব মুখে করিয়া শ্রবণ,
কাঁপিছে হৃদয় মোর
নারায়ণ-বিচ্ছেদ শঙ্কায়।

ঘুচাইতে তোমার দুর্দ্দিন,
ভয় হয় কোন্ দিন পতি মোর,
ধরাতলে লভেন জনম।
শান্তিময় বৈকুণ্ঠ-ভবনে—
ভয় হয়, পাছে পড়ে অশান্তির ছায়া!
বৈকুণ্ঠের রত্ন-সিংহাসন—
ভয় হয়, পাছে শূন্য হয়!
তাই বলি, শীঘ্র বল
কেন তব আসিল দুর্দ্দিন।

ভক্তি। ভয় নাই, অভয়দায়িনি!
ততদূর ঘটে নি এখনো।
[নারায়ণের প্রতি]
দয়াময় পিতঃ! মুনিগণ এখনো আমারে
সমাদরে রেখেছেন তাঁদের হৃদয়ে।
কিন্তু দেব! রাজগণ ভক্তি নাহি চায়,
রাজগণ প্রজার শিক্ষক।
যেই কার্য্য করে রাজা,
তাহার অনুকরণ করে প্রজাগণ।
এবে পিতঃ, রাজগণ
অহঙ্কারে উন্মত্ত সতত।
গর্ব্ব অহঙ্কার আদি দুষ্ট রিপুগণ
তাহাদের করেছে আশ্রয়—
তাদের হৃদয়ে আর
নাহি দেখি আমার আশ্রয়।

প্রজাকুল মত্ত অভিমানে,
কেহ নাহি চাহে মোরে।
করে সবে পর-উপকার,
করে সবে দীনজনে দান,
করে সবে যাগ যজ্ঞ, দেব-আরাধনা ;
কিন্তু একমাত্র উদ্দেশ্য সবার,
নিজ নিজ গর্ব্ব-প্রদর্শন।
নিষ্কাম অন্তরে কেহ
নাহি করে সুপথ আশ্রয়।
তাই বলি, জগতের পিতা,
ভক্তির দুর্দ্দিন এবে এসেছে ধরায়।
কর—দেব দয়াময়!
দয়া ক'রে উপায় ইহার।

নারা। [সহাস্যে]
এই ভয়ে তুমি ভক্তি, এতই আকুল ?
ভয় নাই—বৎসে, তব।
চন্দ্রবংশে শিবি নামে
পরম ধার্ম্মিক রাজা জন্মেছে ধরায়।
সেই রাজা—পত্নী, পুত্র, জামাতার সনে
হরিভক্তি করিবে প্রচার।
তাহার ঔরসে এক
হরিভক্তিপরায়ণা জন্মেছে তনয়া।
শিবির দৃষ্টান্ত দেখি'
পৃথিবীর রাজগণ নিষ্কাম অন্তরে

হরিভক্তি করিবে আশ্রয়।
সূর্য্যোদয়ে কুহেলিকা প্রায়,
অভিমান গর্ব্ব আদি
সব যাবে দূরে পলাইয়া।
রাজার কর্ত্তব্য যাহা,
কর্ত্তব্যের পথে থাকি' অটল হৃদয়ে
শিবি তাহা দেখাবে জগতে।
ত্যজ এবে বৃথা চিন্তা,
হরিনামে পূর্ণ হবে ভুবনমণ্ডল।
বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'য়ে
শিবির অদ্ভুত কার্য্য
দেবগণ দেখিবে চাহিয়া।
যাও ভক্তি, যাও মুক্তি,
যাও সবে নিজ নিজ কাজে।

ভক্তি। প্রাণের ভগিনী মুক্তি!
যাহাদের পিতা হরি গোলোকবিহারী,
ত্রিলোকের ভবভয়হারী,
মহালক্ষ্মী মহাশক্তি জননী যাদের,
কি ভয় তাদের বোন্?
আয় মুক্তি, যাই ধরাতলে,
এইবার পৃথিবীতে
মহানন্দে হরিনাম করিগে প্রচার।

মুক্তি। দিদি! চিরদিন আমি তব দাসী।
যেথায় থাকিবে তুমি যাইব সেথায়,

তোমার ছায়ার মত
আমি তথা করিব গমন।

ভক্তি। জানি আমি, প্রাণের ভগিনি!
বড় ভালবাস তুমি মোরে।
তোমার নিমিত্ত মুক্তি,
ধরাতলে আমার আদর।
তুমি মুক্তি, যদি নাহি সঙ্গে থাক মোর,
তবে মোরে কেহ নাহি চায়।
চন্দন পাদপ আমি,
তুমি মুক্তি সুগন্ধ তাহার।
চন্দ্র আমি, তুমি তার অমল জ্যোছনা।
নদী আমি, তুমি মুক্তি—
সুশীতল জলধারা তার।
বিষ্ণুর চরণ আমি,
বিষ্ণুর চরণামৃত তুমি।
সাধিবারে ত্রিলোকের হিত
বাঞ্ছাকল্পতরু হরি,
তাঁহার চরণ-বৃন্তে,
ভক্তি মুক্তি দুই ফুল দিয়েছে ফুটায়ে।
পাপের দুর্গন্ধ করি' দূর—
ভক্ত মধুকর মন করি' আকর্ষণ,
হরিনাম বায়ুভরে দুলিয়া দুলিয়া,
কাল পূর্ণ হ'লে পুনঃ
ধীরে ধীরে হরিপদে পড়িবে ঢলিয়া;

ইহাই মোদের—বোন্, জীবনের ব্রত।
বৃক্ষ হ'তে ক্ষুদ্র তৃণ কীটাণু প্রভৃতি,
সাধিছে যাহার কার্য্য
সুশৃঙ্খলে নীরবে নীরবে,
আয়, বোন্! আয়, মুক্তি!
আয়, মোর প্রাণের ভগিনি!
আমরাও দুইজনে
তাঁর কার্য্য করিগে সাধন।

ভক্তি ও মুক্তি। জয় জয় লক্ষ্মী-নারায়ণ! [প্রণাম]

গান।

ভক্তি।—হের রে যুগল নয়ন মদন-মোহন।
মুক্তি।—বামে কমলা সাগরবালা শোভেন কেমন॥
উভয়ে।—জয় জয় লক্ষ্মী-নারায়ণ, দেখ্ রে বিশ্ববাসিগণ,
ভক্তি।—মধুর মুরলী বনমালা ধরি ব্রহ্মসনাতন।
মুক্তি।—কমলধারিণী কনকবরণী মূর্ত্তি অনুপম,
উভয়ে।—আঁখি ভরি' করি দরশন॥
ভক্তি।—সর্ব্বপাপ ত্রিবিধ তাপ মোহ নিবারণ,
মুক্তি।—অপার ভব-সাগর তারণ কারণ,
উভয়ে।—নমো নমো লক্ষ্মী-নারায়ণ॥

নারদের প্রবেশ।

নারদ। আহা! শান্তিপূর্ণ বৈকুণ্ঠ-ভবনে রত্নাসনের উপর নিরুপম রত্ন যুগল দশদিক্ আলোকিত ক'রে বিরাজ কর্‌ছেন! আহা, যেন নীলমণির পাশে হেমকান্তমণি! নয়ন! এই অপূর্ব্ব মণিকাঞ্চনের যোগ তুই প্রাণভ'রে আশা পূর্ণ ক'রে দেখে নে। ত্রিভুবনের কোথাও এমন মধুর রূপ আর দেখ্‌তে পাবি নে। শান্তিধামে শান্তিময়ীর

পার্শ্বে ঐ শান্তিদাতা হরি বিরাজ কর্‌ছেন। অশান্তি ছায়া, তুমি আমার হৃদয় হ'তে দূর হও। আর এ হৃদয়ে তোমার স্থান নাই। [অগ্রসর হইয়া উভয়ের প্রতি] শান্তিদাতা দয়াময়! শান্তিময়ী মা! তোমাদের চির শান্তিপূর্ণ পদে দাস অসংখ্য প্রণাম কর্‌ছে। [প্রণাম]

নারা। পরমভক্ত নারদ, এসেছ? এস বৎস, আশীর্ব্বাদ করি, তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ হ'ক্।

নারদ। ওটা, প্রভু! বল্‌বার আগেই হয়েছে। কল্পতরুর নিকটে চাইলে তবে ফল পাওয়া যায়, আর তুমি যে প্রভু বাঞ্ছাকল্পতরু। তোমার কাছে বাঞ্ছার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ফল লাভ।

লক্ষ্মী। বৎস নারদ! বহুদিন তোমাকে ত দেখি নাই? এতদিন কোথায় ছিলে, বৎস?

নারদ। মা! যেখানে তোমরা রেখেছিলে, দাস সেইখানেই ছিল। তোমরা দুজনে যে মহাচক্রী। জীবগণ তোমাদের ক্রীড়ার দ্রব্য, তোমাদের এ চক্রে প'ড়ে জীবগণ যে নিয়ত ঘুর্‌ছে, মা! যাকে যে ভাবে ঘোরাও, সে সেইভাবে সংসার-চক্রে ঘোরে। চন্দ্র ঘোরে, সূর্য্য ঘোরে, অনন্ত আকাশ ঘোরে, অসংখ্য তারকা ঘোরে, আর নদ নদী, গিরিমালা, পশু পক্ষী বক্ষে ধারণ ক'রে নীরবে নীরবে পৃথিবীও ঘোরে; আর মানবগণ কেউ রাজা, কেউ প্রজা, কেউ ভিখারী, কেউ পণ্ডিত, কেউ মূর্খ, কেউ শত্রু, কেউ মিত্র, কেউ সাধু, কেউ পাপী, কেউ সংসারী, কেউ সন্ন্যাসী হ'য়ে কর্ম্মক্ষেত্রে কেবল ঘুরে ঘুরেই বেড়ায়। আর মা, আমিও তাদের সঙ্গে নিয়ত ঘুরে ঘুরেই বেড়াচ্ছি। কিন্তু মা, বার বার ঘুরে ঘুরে শরীর অবসন্ন হ'য়ে পড়েছে, আর কতকাল ঘোরাবে, মা?

নারা। নারদ! এই সংসার-ঘূর্ণিপাকে যতকাল প'ড়ে থাক্‌বে, ততকাল কেবল ঘুর্‌তেই হবে।

নারদ। প্রভু! এই ঘূর্ণিপাকে আমাকে ফেল্‌লেন কেন ? ঘুরে ঘুরে যে ঘূর্ণি রোগ হয়েছে, প্রভু! এখন দয়া ক'রে এই ঘূর্ণি রোগটার যাতে প্রতীকার হয়, তার একটা ঔষধ ব'লে দাও; আর যে ঘুর্‌তে পারি না।

নারা। নারদ! তুমি ত মহাদেবের প্রিয় শিষ্য, রোগের ঔষধ তিনিই ত বিশেষ রূপেই জানেন, তবে আর তোমার চিন্তা কি, বৎস? তিনি তোমার কর্ণে যে ঔষধ ঢেলে দিয়েছেন, তাতে আর তোমার রোগের ভয় ত নাই। তবে বৃথা ভয়ে ভীত হও কেন, নারদ?

নারদ। [স্বগত] এতক্ষণে বুঝ্‌তে পার্‌লেম, হরিনাম পরিত্রাণের উপায়, এই কথাটি ভগবান্ নিজ মুখে প্রকাশ কর্‌লেন না, তা' হ'লে আত্ম প্রশংসা হবে কি না! হাঃ-হাঃ-হাঃ ভাল ভাল। ছলনাময়! আজ তোমার সঙ্গে আমিও ছলনার এক খেলা খেল্‌ছি। দেখি, কেমন তুমি নিজ মুখে নিজের মাহাত্ম্য প্রকাশ না ক'রে থাক্‌তে পার? [প্রকাশ্যে] প্রভু, সন্দেহভঞ্জন! বহুদিন থেকে মনের মধ্যে এক বিষয়ের একটা বড় সন্দেহ রয়েছে, কোন ক্রমেই তার মীমাংসা কর্‌তে পার্‌ছি না, প্রভু আজ আমার সে সন্দেহটি তোমাকে ভেঙে দিতে হবে।

নারা। [সহাস্যে] কি সন্দেহ, নারদ?

নারদ। প্রভু! এই অনন্ত বিশ্বের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় কে?

নারা। [সহাস্যে] এই সন্দেহ, নারদ! এর মীমাংসার জন্য এত চিন্তা? আচ্ছা নারদ, সকলে সকল বিষয়েই নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে একটা মীমাংসা ক'রে থাকে ত? তা' হ'লে এ বিষয়ে তোমার নিজের কি মত, নারদ?

নারদ। প্রভু! কীটাণুকীট অণু-পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র, অতি নীচ কি কখন উচ্চ বিষয়ের মীমাংসা কর্‌তে পারে, প্রভু? তবে যাঁরা ভূবিদ্যা-বিশারদ তাঁরা বলেন—পৃথিবীই সর্ব্বাপেক্ষা বড়, তার কারণ পৃথিবীর একটি নাম অনন্ত।

• লক্ষ্মী। না, নারদ! তার চেয়ে সাগর বৃহত্তর ; কারণ সাগর সেই পৃথিবীকে পরিবেষ্টন ক'রে আছে।

নারদ। [সহাস্যে] হাঃ-হাঃ-হাঃ ! মা, তুমি সাগরের কন্যা কি না, তাই আপনার পিতাকে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দেখ। তা মা, এ রোগটা স্ত্রীলোক মাত্রেরই আছে। আপন আপন পিতাকে বড় কর্‌তে তাঁদের সর্ব্বদাই চেষ্টা। কিন্তু মা, যে অগস্ত্য মুনি নিমেষ মধ্যে সেই সাগরকে গণ্ডূষে পান করেছিলেন, তিনি ত তা' হ'লে সাগরের অপেক্ষা বৃহৎ, মা ?

লক্ষ্মী। কিন্তু তাই বা কেমন ক'রে হবে, নারদ ? অনন্ত আকাশ সেই অগস্ত্য ঋষি অপেক্ষাও বৃহত্তর, কারণ—সেই অনন্ত আকাশে অগস্ত্য ঋষি একটি ক্ষুদ্র তারকা হ'য়ে খদ্যোতের ন্যায় বিরাজ কর্‌ছেন।

নারদ। কিন্তু মা, এখনও হ'ল না। আকাশ যদি সর্ব্বাপেক্ষা বড় ব'লে তোমার সিদ্ধান্ত হয়, তবে যে ভগবানের এক পদে বামন অবতারে এই আকাশ ব্যাপ্ত হয়েছিল, সেই হরিপদ তবে সর্ব্বাপেক্ষা মহান্। [নারায়ণের প্রতি] দয়াময় ! সন্দেহভঞ্জন ! এ কথার এ মীমাংসার সত্য-মিথ্যা তুমি নিজ মুখে একবার বল, প্রভু ! আজ তোমার মুখে এর সিদ্ধান্ত শুনে আমি ত্রিলোকে সেই কথা প্রচার করি গে।

নারা। নারদ ! এখনও কি তোমার প্রশ্নের মীমাংসা বুঝ্‌তে বাকী আছে ? যে হরির পদে বলি রাজার যজ্ঞে এই অনন্ত আকাশ ব্যাপ্ত হ'য়েছিল, সেই হরিই যে তোমার হৃদয়ের এক নিভৃত কন্দরে সর্ব্বদা বিরাজ কর্‌ছে, নারদ ! অতএব তোমার মতে তুমিই সর্ব্বাপেক্ষা মহান্।

নারদ। [অধোবদনে স্বগত] দর্পহারী মধুসূদন ! তুমিই ধন্য ! যিনি ভক্তের গৌরব বৃদ্ধির জন্য বক্ষে ভৃগুপদচিহ্ন ধারণ করেছেন, ভক্ত যাঁর প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়, অথবা ভক্তই যাঁর প্রাণ, মন, হৃদয় ; ভক্তের অস্তিত্বে যাঁর অস্তিত্ব, তাঁর মুখে এ কথা শুন্‌তে বড়ই মধুর। [প্রকাশ্যে]

প্রভু! ছলনাময়ের সঙ্গে ছলনার খেলা খেল্‌তে গিয়ে তার উপযুক্ত প্রতি-ফল পেয়েছি। আর একটি নিবেদন আছে, প্রভু!

নারা। কি, নারদ?

নারদ। আজ যখন আমি বৈকুণ্ঠে আসি, তখন পৃথিবীর শিবি রাজার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি অত্যন্ত ধার্ম্মিক, তিনি কি ভাবে সাধনা কর্‌লে হরিভক্তি লাভ হয়, তার পরামর্শ আমায় জিজ্ঞাসা করেছেন। তাঁকে আমি কি উত্তর দেবো, প্রভু? বৈকুণ্ঠধাম হ'তে প্রত্যাগমন কালে তাঁর বাক্যের উত্তর দিতে আমি প্রতিশ্রুত হ'য়ে এসেছি; কিন্তু যে স্বয়ংই অসিদ্ধ, সে পরকে কেমন ক'রে সিদ্ধ কর্‌তে পার্‌বে? এখন শিবি রাজাকে কি উত্তর দোব, সেইটা দয়া ক'রে আমায় ব'লে দাও, প্রভু!

নারা। নারদ! জানি আমি শিবিরাজে,
শিবি রাজা পরম ধার্ম্মিক।
ব'লো তারে হরিভক্তি লভিবারে
মহেশের করিতে সাধনা;
যে মহেশ তব গুরু,
তিনিই শিবির গুরু হবেন, নারদ!
শিবের নিকটে শিবি
হরিমন্ত্রে হইয়া দীক্ষিত,
ধরায় অদ্ভুত কার্য্য করিবে সাধন।
হরিনাম লক্ষ মুখে হবে প্রচারিত।
ভবিষ্যৎ জীবন তাহার—
দেখ বৎস, ধ্যানস্থ হইয়া;
দিব্যদৃষ্টি দিলাম তোমারে।

[নারদের গাত্র স্পর্শ করণ]

নারদ। [ধ্যাননেত্রে]
কি অদ্ভুত দৃশ্য, প্রভু !
একদিকে হরিভক্তি,
অন্যদিকে প্রলোভন, কর্ত্তব্যপালন ;
একদিকে মায়ার সংসার,
অন্যদিকে গোলোকের
সর্ব্ব-উচ্চস্থান ;
একদিকে জ্ঞানের আলোক,
অন্যদিকে দেবের ছলনা !
কিন্তু শিবি !
ধন্য ধন্য—শত ধন্য তুমি !
ছলনা সাগরে পড়ি'
তোমার কর্ত্তব্য বুদ্ধি
অটল পর্ব্বত সম আছে স্থিরভাবে।
আমা হ'তে শ্রেষ্ঠ ভক্ত তুমি,
আমা হ'তে শ্রেষ্ঠলোকে তোমার আসন।
বহু ভাগ্য—বহু ভাগ্য মম,
পাপময় পৃথিবী মাঝারে
তোমা সম শ্রেষ্ঠ ভক্তে পাব পরশিতে।
ধন্য হরি দয়াময় !
লক্ষ্মী-নারায়ণ পদে অসংখ্য প্রণতি।
চলিলাম ধরাতলে,
শিবিরাজে শুনাইতে তব উপদেশ।

[প্রস্থান।

ষড়ৈশ্বর্য্যের প্রবেশ।

ষড়ৈশ্বর্য্য —

গান।

বিশ্বেশ্বর বিশ্বপাবন, সৃজন-পালন-লয়-কারণ,
সুরাসুরনর-পূজিত-চরণ অপরূপ রূপধারী।
পীতাম্বর পরমেশ্বর, দুরিতদলন দামোদর,
মদনমোহন মহিমাসাগর মধু-মুর-নরকারি ॥
ভূধর সাগর, ব্যোম চরাচর,
বাসর যামিনী, মাস বৎসর,
তিথি, ঋতু, কাল, অনল অনিল,
নিখিল-নিয়মকারী ॥
পরমব্রহ্ম প্রকৃত পরেশ,
পরমানন্দ পরম পুরুষ,
করুণা কর হে হৃষীকেশ,
কেয়ূর কিরীটিধারী ॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অমরাবতী—মন্ত্রণাকক্ষ।

ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। অমরাবতীর সিংহাসন,
দেবমাঝে আধিপত্য লাভ,
উর্ব্বশী মেনকা আদি অপ্সরার সঙ্গীত-লহরী,
কেবল ইহারা সদা সুখের কারণ।
সুখের সামগ্রী এরা, কিন্তু নহে সুখ-হেতু।
সাগরে মুকুতা থাকে,
মহামূল্য মণি থাকে ফণিনীর শিরে,
তা ব'লে কি অপার সাগর কিংবা বিষধর ফণী,
সুখের নিদান দুই জন ?
কভু নহে—কভু নহে।
মুক্তালাভ আশে কত জীব
সিন্ধুবক্ষে হারায় জীবন ;
ভুজঙ্গ দংশনে কত জীব ত্যজিছে পরাণ।
সুখের অমরাবতী
কতবার কত দৈত্য লইল কাড়িয়া।
অসুরের পরাক্রমে হ'য়ে পরাজিত,

গহন কানন মাঝে,
উত্তুঙ্গ পর্ব্বত-চূড়ে,
নির্জ্জন গহ্বর মধ্যে বন্য পশু সম
কতবার শচী সনে রহিনু গোপনে ;
অসুর সমরে কতবার,
সহিলাম কতই লাঞ্ছনা !
সুরপতি হ'য়ে কতবার
ঘৃণিত শৃগাল-বৃত্তি করিয়া আশ্রয়,
পলাইনু যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে।
কিন্তু—কিন্তু এতদিন পরে—
এইবার নিষ্কণ্টক এ অমরাবতী।
নাহি উপদ্রব, নাহি আর দৈত্যভয়,
শরতের নীলাকাশ সম
হাসিছে অমরা পুরী শান্তির কিরণে ;
বহিছেন মন্দাকিনী সুমধুর তর তর স্বরে।
নন্দন-কানন মাঝে
পারিজাত হাসিছে ফুটিয়া,
মানস-সরসী নীরে
রাশি রাশি স্বর্ণ পদ্ম দুলিছে পবনে ;
স্বর্গের বিহঙ্গগণ কলকণ্ঠে
গান করি' উড়িছে আকাশে।

অগ্নির প্রবেশ।

অগ্নি। না—না, সুরপতি !
এখনো নিষ্কণ্টক নহে রাজ্য তব,

শরতের সুনীল আকাশে
বহুদূরে একপ্রান্তে
হয়েছে হে একখণ্ড মেঘের সঞ্চার।
কে জানে, অমরনাথ!
এই মেঘ ক্রমে ক্রমে হ'য়ে বিবর্দ্ধিত
ভীষণ ঝটিকা তুলি'
স্বর্গ রাজ্য ছারখারে করে বা কখন্!
দেবতার ভবিষ্যৎ এবে অন্ধকারময় ;
কিবা হবে পরিণাম কে পারে বলিতে ?
মহা ঝটিকার পূর্ব্বে সিন্ধু জলরাশি,
যেরূপ প্রশান্ত ভাব করিয়া ধারণ,
লোকচক্ষুঃ করে বিমোহিত,
সেইরূপ বোধ হয় তুমিও, সুরেশ!
ভাবিছ অমরাবতী এবে শান্তিময়।
ভাবিছ নির্ব্বিঘ্ন এবে দেবতামণ্ডলী,
ভাবিছ, নন্দনবনে
ফুল্ল পারিজাত মালা দোলায়ে গলায়
কুঞ্জবনে শচী সনে
সুকণ্ঠ-অপ্সরা-গীত করিবে শ্রবণ ;
ভাবিছ, দেবেশ! মন্দাকিনী তীরে বসি'
মধুর লহরী লীলা করিবে দর্শন—
সুখ-স্বপ্নে হ'য়ে আত্মহারা
সুখের কল্পনা মনে কতই করিছ।
কিন্তু দেবরাজ! সাবধান—সাবধান!

এই সুখ স্বপ্ন তব
দুঃখে পরিণত যেন না হয়, সুরেশ!

ইন্দ্র। কেন—কেন, হে অনল!
কি ঘটেছে বল সবিশেষ।
আবার কি কোন দৈত্য
স্বর্গরাজ্য আক্রমিতে করে আয়োজন?
কিংবা দেব চতুর্ম্মুখ তপস্যায় তুষ্ট হ'য়ে
কোন বা অসুরে
করেছেন দেবের অজেয়?
তাই যদি হ'য়ে থাকে, কি ভয় তাহাতে?
প্রলয়ের মূর্ত্তি ধরি'
এস হে সকলে মিলি' করি সৃষ্টি নাশ।
দ্বাদশ আদিত্য তরে
ভীম তেজে বিশ্বদাহে হ'ন্ সমুদিত।
ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু বেগে
ভীমরোলে বিলোড়িত হ'ক্ সিন্ধুজল।
পুষ্কর প্রভৃতি মেঘ
মুষলধারায় এবে করুক বর্ষণ।
তুমিও প্রলয় মূর্ত্তি ধরি'
ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বল, হে অনল!
আমিও বিদ্যুৎ তেজে চক্ষু ঝলসিয়া,
ঘর্ঘর নিনাদে কর্ণ করিয়া বধির,
ভীম বলে নিক্ষেপি এ বজ্র অস্ত্র মোর।
দেখা যাক্, দৈত্যগণ

কোন্ শক্তি বলে এবে পায় পরিত্রাণ।
কি ঘটেছে শীঘ্র বল মোরে?

অগ্নি। শোন, সুরপতি!
অপ্সরা সকলে মিলি'
গিয়েছিল হিমালয়ে পূজিতে শঙ্করে;
স্বর্গপুরে আসিবার কালে তারা
দেখিয়াছে একজন অদ্ভুত তাপসে।
চন্দ্রবংশে জনম তাহার,
মহারাজ চক্রবর্ত্তী, শিবি নামে খ্যাত।
তৃণ সম তুচ্ছ করি' পৃথিবীর আধিপত্য সুখ,
কৈলাসের নিভৃত প্রদেশে
করিছে কঠোর তপ;
জান কি হে সুরেশ্বর!
কেন করে শিবি রাজা কঠোর তপস্যা?
বহুভাগ্যে—অতি ঘোর তপস্যার ফলে
বহুকালে লব্ধ হয় যাহা,
রাজ-বংশে লভিয়া জনম,
শিবি তাহা পূর্ব্বেই পেয়েছে।
পরম সুন্দর রূপ,
ধর্ম্ম-বুদ্ধি, সদাচার, দেবতার দয়া
সকলি ত আছে তার,
তবুও করিছে কেন এ কঠোর তপ?
অবশ্যই আছে কোন নিগূঢ় ব্যাপার।
কঠোর তপস্যা করি লভি' দৈববল

ত্রিলোকের আধিপত্য লাভে
বোধ হয়, শিবি রাজা হয়েছে উদ্যত।
তাই বলি, দেবরাজ !
মোদের অদৃষ্টাকাশে হইয়াছে মেঘের সঞ্চার।
পাঠায়েছি চরগণে সত্যাসত্য করিতে নির্ণয়।
ওই দেখ আসিছে তাহারা ;
চর-মুখে শোন সমাচার।

চর বালকগণের প্রবেশ।

বালকগণ।—

গান।

হিমালয় শিরে, গোমুখী নির্ঝরে
এক যোগিবরে করেছি দর্শন।
বিভূতি-ভূষিত, জটা-বিমণ্ডিত,
মেঘে আচ্ছাদিত যেমন তপন ॥
সতীহীন হ'য়ে যেন পশুপতি,
কঠোর শাসনে দিয়েছেন মতি,
কিংবা রতিহারা হ'য়ে রতি-পতি,
সন্ন্যাস-আশ্রম করেছেন গ্রহণ ॥
কিবা সুগভীর বদন-মাধুরী,
হেন রূপ নাহি ত্রিভুবনে হেরি,
তরঙ্গবিহীন স্থির সিন্ধু-বারি,
পূর্ণচন্দ্র-করে শোভিছে যেমন ॥
এমন কঠোর তপস্যা যাহার,
ত্রিভুবন মাঝে কি অসাধ্য তাহার,
ধর্ম্ম অর্থ, কাম মোক্ষ কোন্ ছার
ব্রহ্মার ব্রহ্মাস্ত্র তার লব্ধধন ॥

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। এই তব চিন্তার কারণ?
বৃথা চিন্তা ত্যজ, বৈশ্বানর!
পরম ধার্ম্মিক সেই শিবি মহারাজ।
দেবর্ষি নারদ মুখে শিবির বৃত্তান্ত
আমি করেছি শ্রবণ।
শিবির তপস্যা নহে
দেবতার চিন্তার কারণ।
বিষ্ণু-ভক্তি লভিবারে,
বৈকুণ্ঠপতির উপদেশে
শিবি রাজা শঙ্করের করিছে সাধনা।
বিষ্ণুভক্ত জনের নিকটে
ত্রিলোকের আধিপত্য পথের ধূলির সম,
তৃণ সম অতি তুচ্ছ। দেব হুতাশন!
ব্রহ্মানন্দে মত্ত যেই জন,
সে কি চায় সুরাপানে পুনঃ মত্ত হ'তে?
হৃদয়ের তারে যার
হরিনাম দিবানিশি হতেছে ধ্বনিত,
সে কি চায় শুনিবারে
অপ্সরার প্রেমের সঙ্গীত?
কোটী শশধর সম
লক্ষ্মী-নারায়ণ মূর্ত্তি
যাহার হৃদয়াকাশে সদা বিরাজিত,
নন্দনবনের শোভা
সে কি চায় নিরখিতে কভু?

বিষ্ণু-পদ শতদলে
সদা সুরভিত যার হৃদি-সরোবর,
নন্দনের পারিজাত
সে কি চায় করিতে আঘ্রাণ ?
বিষ্ণুভক্তি-তরঙ্গিণী
শিরায় শিরায় যার সদা প্রবাহিতা,
মন্দাকিনী-কলস্বর নহে তার লোভের কারণ।
বৃথা চিন্তা ত্যজ, বৈশ্বানর !

অগ্নি। না—না, দেবরাজ !
পৃথিবীর রাজগণ বড়ই মায়াবী—
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব লাভে
সদাই চেষ্টিত তারা।

ইন্দ্র। বৈশ্বানর ! আপনি বৃথা আশঙ্কায় শঙ্কিত হ'চ্ছেন কেন ? দৈত্যগণ যদিও আমাদের অদৃষ্টাকাশে ভীষণ ধূমকেতুর ন্যায় উদিত হ'য়ে আমাদের বহুবার অমঙ্গল আকণ্ঠ নিমজ্জিত করেছে বটে, তথাপি এবারে উদ্বেগের কোন কারণ নাই। চন্দ্রবংশের ক্ষত্রিয়গণ—দৈত্যগণ নয়, এটা মনে দৃঢ় বিশ্বাস রাখ্‌বেন। বিশেষতঃ পরম ধার্ম্মিক উশীনর পুত্র শিবির ত কথাই নাই।

অগ্নি। সুরপতি ! মহাভ্রান্তি জন্মেছে তোমার।
মনে কি পড়ে না, সুরেশ্বর !
উত্তানপাদের পুত্র
পঞ্চম বর্ষীয় ধ্রুব সরল বালক
তপস্যায় তুষ্ট করি' বৈকুণ্ঠপতিরে
শেষে রাজ্য ভিক্ষা চেয়েছিল বিষ্ণুর নিকটে ?

দিলীপের পুত্র রঘু, অশ্বমেধ করি'
চেয়েছিল তব সম হ'তে ?
সগর নামেতে রাজা পরম ধার্ম্মিক
অশ্বমেধ করেছিল
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব লভিবারে ?
সে কথা কি মনে নাই, দেব পুরন্দর ?
তাহারাও পরম ধার্ম্মিক বলি'
খ্যাত ছিল বিশ্ব চরাচরে ;
তবে তোমার ইন্দ্রত্ব লাভে
কেন তারা ছিল সবে সতত চেষ্টিত ?
বলিতে কি পার, দেবরাজ,
যুক্তিযুক্ত হেতু কি ইহার ?
প্রথমে মন দিয়া শোন মোর কথা,
পরে যাহা তব অভিরুচি ক'রো, হে বাসব !

ইন্দ্র। ভাল—ভাল, আপনার কথাই শোনা যাক্। আর এ বিষয়ে যে, আমার মঙ্গলের জন্যই আপনারা সতত চেষ্টিত, তার আর কোন সন্দেহ নাই। আপনাদের সাহসে—আপনাদের অসামান্য পরাক্রমে—আপনাদের অদম্য উৎসাহে—আর আপনাদের দূরদর্শিনী বুদ্ধির প্রভাবে স্বর্গের গৌরবান্বিত সিংহাসনে ইন্দ্র উপবেশন ক'রে সুরপতি ব'লে বিখ্যাত।

অগ্নি। দেবরাজ ! এক আকাশে দুই সূর্য্য উদিত হন্ না, তারকা-সভায় যেমন এক চন্দ্রই বিরাজ করেন, সেইরূপ ত্রিলোক মধ্যে দুই জনের আধিপত্য শোভা পায় না। সুতরাং একজন অপরজনকে ছলে-বলে-কৌশলে পরাজয় করতে চেষ্টা ক'রে থাকে। এই জন্য রাজগণ পৃথিবীর আধিপত্যে সন্তুষ্ট না হ'য়ে, বলে হ'ক—ধর্ম্মে হ'ক—দানে হ'ক, যে কোন

প্রকারে আপনার সমান হ'তে চেষ্টা ক'রে থাকে। এবং এই জন্যই তাদের তপস্যা—বিশেষতঃ শিবের আরাধনা। ভোলানাথ সর্ব্বদাই ভোলানাথ। তিনি তপস্যায় তুষ্ট হ'লে তখন আর দেবতাদের মঙ্গলামঙ্গল বিবেচনা করেন না। যে, যে বর প্রার্থনা করেন, তিনি এক তথাস্তু ব'লে তাই দিয়ে বসেন। এ দিকে পাগলটিও যেমন, পাগ্‌লীটিও ততোধিক—বর দানের সময়ে একবারে মুক্তহস্তা। এক হাতে বর নিয়েই দাঁড়িয়ে আছেন। তার পর দেবতাদের অদৃষ্টে যা-ই কেন থাকুক না। ইন্দ্র উৎসন্ন যাক্—দেবগণ শৃগালের দাসানুদাস হ'য়ে দেব নাম সাগরের অতল জলে ডুবিয়ে দিগ্, শচী অসুরের দাসীর কার্য্য ক'রে নয়নজলে দিবারাত্র ভাস্‌তে থাকুক, তাঁদের তাতে কিছু যাবে বা আস্‌বে না। তাঁদের সিদ্ধির পরিমাণ বা ধুতুরা ফলের সংখ্যা তাতে কম হবে না। তার পর যখন দেখ্‌বেন বড় বেগতিক, তখন আর কথাবার্ত্তা নাই। একেবারেই প্রলয় কর্‌তে উদ্যত। তখন এদিকে শত্রুকে সাম্‌লাবেন, না ঘরের লোককে সাম্‌লাবেন? তাই বল্‌ছি—দেবরাজ, এখনও সময় আছে, শিবিরাজের তপস্যার কারণটা ভাল ক'রে জানুন, ও তার প্রতিবিধান করুন; পরে যেন পরিতাপ কর্‌তে না হয়।

ইন্দ্র। ভাল—ভাল, দেব বৈশ্বানর!
কি উদ্দেশ্যে শিবি করে তপ,
পাঠায়ে অপ্সরাগণে
সবিশেষ তথ্য তার করিব সংগ্রহ।
হরিভক্তি লভিবারে
নিষ্কাম তপস্যা যদি হয় হে তাহার,
কার সাধ্য বিঘ্ন করে তার?
আর যদি সুখ আশে
হয় তার তপস্যা সাধন,

তবে শিবি অপ্সরার রূপের সাগরে
কোথায় ভাসিয়া যাবে,
হীনবল লঘু তৃণের মতন।
শুনিলাম নারদের মুখে,
নারদের চেয়ে হরিভক্ত হবে সেইজন।
নারদ অপেক্ষা উচ্চলোকে
শিবি রাজা পাইবে আশ্রয়;
সত্য মিথ্যা পরীক্ষিতে হইবে ইহার।
শত প্রলোভনে বিষ্ণুভক্ত মনে
কভু নাহি হয় বিকার সঞ্চার;
শত পরীক্ষায় কভু
কর্ত্তব্যের পথ হ'তে
নাহি টলে বিষ্ণুভক্ত জনের মানস।
যথার্থই শিবি রাজা হয় যদি
বিষ্ণুভক্ত পরম ধাৰ্ম্মিক,
তবে তার উপযুক্ত পুরস্কার দিব সবে মিলি।
নতুবা আপন পাপে
পাপী আপনি মজিবে।
হেথায় বিলম্বে আর নাহি প্রয়োজন,
চল, অপ্সরা প্রেরিতে তথা, করি আয়োজন।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

নন্দনকানন।

উর্ব্বশী, তিলোত্তমা মেনকা, মিশ্রকেশী,
রম্ভা ও সুকেশীর প্রবেশ।

সকলে।—

নৃত্যগীত।

চাঁদের কিরণে, নন্দন বনে, কি শোভা হয়েছে সই।
সুবাস ঢালিয়ে, দুলিয়ে দুলিয়ে, পারিজাত হাসে ওই॥

নীল গগন গায়, চাঁদ ভাসিয়ে যায়,
বহিছে মৃদুল বায়, অমিয় ক্ষরিছে তায়,
কুসুম-কুঞ্জে ভ্রমর গুঞ্জরে,
হেরিয়ে বিবশা হই॥

কোকিল গায়িছে গান, পাপিয়া ধরেছে তান,
হৃদয়ে ডাকিছে বান, শিহরি উঠিছে প্রাণ,
প্রাণ-সজনি মরম-কাহিনী
বল-না কাহারে কই॥

রম্ভা। দেখ দেখ, সখিগণ!
বসন্তের নীলাকাশে
ধীরে ধীরে উঠিছেন পূর্ণ শশধর।
পুণ্যের হৃদয়ে যেন ধর্ম্মের পবিত্র জ্যোতিঃ,
স্বচ্ছ সরোবরে যেন ফুল্ল শতদল;
বিধাতার কি সৃষ্টি সুন্দর!

তিলো। কিবা মনোহর, সখি!
নির্ম্মল জ্যোছনারাশি
ফুটিতেছে ধীরে ধীরে শোভার আধার।
কিবা মনোহর শোভা তারকায় তারকায়,
ত্রিলোকে কোথাও নাই তুলনা ইহার ;
ধন্য সৃষ্টি বিশ্ব বিধাতার!

মিশ্র। শীতল বসন্ত বায়ু ধীরে ধীরে অতি ধীরে,
কেমন বহিছে সখি, সুখের আকর।
সমীরণ পরশনে ফুটিছে কুসুম রাজি,
কাঁপিছে নন্দনবন মরি কি সুন্দর ;
ধন্য সেই সৃষ্টির ঈশ্বর!

সুকেশী। মন্দাকিনী জলে সখি, মৃদুল হিল্লোল মালা
জ্বলিছে কেমন দেখ লভি চন্দ্র-কর।
বহিছেন মন্দাকিনী গাহি মৃদু কল গান,
বসন্ত বায়ুর সনে মিশাইয়া স্বর।
ধন্য সৃষ্টি তব সৃষ্টিধর!

উর্ব্বশী। এস সখীগণ, কুসুম তুলিয়া
যতনে গাঁথিয়া হার।
মন্দাকিনী জলে দিই ভাসাইয়া,
চরণে নমিয়া তাঁর ;
ঘুচিবে দুঃখের ভার।

মেনকা। ও বোন্ মিশ্রকেশি! শুন্‌লি—শুন্‌লি? উর্ব্বশী বুঝি শেষে সন্ন্যাসিনী হ'য়ে পড়ে।

মিশ্র। কেন বোন্! আবার কি কোন নূতন সন্ন্যাসী জুটেছে

নাকি ? হ্যাঁ বোন্ উর্ব্বশি ! সে সন্ন্যাসীটি স্বর্গের না মর্ত্তের কিংবা পাতালের ? বল্ না বোন্।

তিলো। না-বোন্ মিশ্রকেশি ! এখনো জোটে নি, জুটব-জুটব হয়েছে। তা যতদূর শুন্‌লেম, তাতে কেউ বাদ যাবে না ; সকলের ভাগ্যেই ভাগ্য জুটবে বোন্!

উর্ব্বশী। না—বোন্ তিলোত্তমা, ভাগে মেনকার মন উঠ্‌বে না। ওর যে সন্ন্যাসী মহল একবারে একচেটে, বোন্! বিশ্বামিত্র ঋষির বিষয় কি এর মধ্যে ভুলে গেলি নাকি ?

মেনকা। তা বোন্, তোমার মত রাজরাজ্‌ড়া কি আর সকলের ভাগ্যে যোটে ! তবে আমার মত এই—"দেবকার্য্য সাধনের জন্যই যখন আমাদের জন্ম, যখন পরের মন হরণ করা রূপ পাপকার্য্যই আমাদের জীবনের ব্রত, যখন পবিত্রকে অপবিত্র করাই আমাদের লক্ষ্য ; তখন বোন্ এ পাপ-জীবনে মুনি ঋষির সেবা করা, যদি কখন কিছু দিনের জন্য জুটে যায়, তবে সেটা সৌভাগ্য ভিন্ন দুর্ভাগ্যের কথা নয়, বোন্!

উর্ব্বশী। আবার সময়ে সময়ে ঋষি ঠাকুরদের কোপে প'ড়ে কখন ঘোড়া—কখন ভেড়া—কখন মাছ—কখন পাথর—কখন মানবী—কখন দানবী হওয়াটা আরও সৌভাগ্যের কথা !

মেনকা। যখন দেবকার্য্য সাধন করাই আমাদের কার্য্য, তখন সুখ-দুঃখের প্রতি তত লক্ষ্য কেন, বোন্ ? দেবগণ যে অবস্থায় রাখ্‌বেন, যে পথে নিয়ে যাবেন, যাতে তুষ্ট হবেন, তাই করাই আমাদের কর্ত্তব্য। যখন এ পাপ-জীবনের অবসান নাই, তখন যন্ত্রণারও শেষ নাই, এ কথাটাও সত্যই।

উর্ব্বশী। এখন দেখ্‌লি, মিশ্রকেশি ! কে পরম সন্ন্যাসিনীর ন্যায় নিষ্কাম ধর্ম্মের ফোয়ারা হুড়্ হুড়্ ক'রে চালাচ্ছে ? সাবাস্, বোন্ মেনকা ! তুই যে বিদ্যেয় বেদব্যাস ঠাকুরকেও হারিয়ে দিলি, বোন্!

মিশ্র। চুপ কর্ বোন্, চুপ কর্। বোধ হয় দেবরাজ আস্ছেন।

তিলো। দেবরাজ যে আস্বেন, তা আমি অনেক আগেই জান্তাম্। সেইজন্যই বল্‌ছিলাম বোন্, এবার বোধ হয় সকলের ভাগ্যেই ভাগ জুটবে।

মেনকা। আমিও কতক কতক অনুমান কর্‌তে পারি, বোন্!

তিলো। তা ত পার্‌বেই, মেনকা সন্ন্যাসীর খবর আর তোমার চেয়ে বেশি কে রাখে? তা এবারকার সন্ন্যাসীটি না হয় তুমি একলাই নিয়ো, বোন্! আমাদের তবে মধ্যে মধ্যে দু'চারটে ওষুধ পত্র আর দু'দশটা ভেল্কি শিখিয়ে দিয়ো, বোন্।

মেনকা। যে ওষুধ আর ভেল্কি আমরা জানি, এতেই ত্রিলোকের প্রাণ ওষ্ঠাগত; এর ওপর আর কিছু যোগ হ'লে বিধাতার সৃষ্টি ছারখার হ'তে বেশি বিলম্ব লাগ্‌বে না, বোন্!

ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। শোন শোন বিদ্যাধরীগণ!
দেবকার্য্য সাধিবারে
তোমাদের সৃজিলেন ধাতা—
তোমরা দক্ষিণ হস্ত দেবতাগণের।
তোমাদের সহায়তা বলে
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব পদ এখনো রয়েছে।
আমার বজ্রের চেয়ে
সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষ বাণ তোমা সবাকার
বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, ইহা জানি সুনিশ্চয়।
মহাভয়ে যে হৃদয় নহে বিচলিত,
সংসার-সিন্ধুর শোক তরঙ্গ আঘাতে
তুঙ্গ শৈল সম যে হৃদয়

স্থির ভাবে থাকে,
অতুল ঐশ্বর্য্য লোভে সে হৃদয়
ক্ষণতরে আকৃষ্ট না হয়,
তোমাদের কটাক্ষের শরে
তাহা কভু নাহি হয় বিচলিত।
তারা তুচ্ছ করি' সংসারের সুখ,
তুচ্ছ করি' সিংহ ব্যাঘ্র শ্বাপদের ভয়,
নিবিড় অরণ্য মাঝে
অনশনে ধ্যানে মগ্ন থাকে নিরন্তর।
আর তোমাদের রূপমোহে পড়ি'
ক্ষণেকের মধ্যে যারা
হ'য়ে যায় ইন্দ্রিয়ের বিক্রীত কিঙ্কর,
তোমাদের সহায়তা বলে
বিনা যুদ্ধে হেন কত শত্রু করেছি বিজয়;
সমস্তই জান্‌ত তোমরা।
আবার সুন্দরীগণ, বহুদিন পরে
সাধিতে দেবতাকার্য্য
তোমাদের এসেছে সুযোগ।

মেনকা। দেবরাজ! আজ্ঞা দিন্, আপনার কোন্ কার্য্য আমাদের দ্বারা সম্পন্ন হ'তে পারে; তা জান্‌তে পার্‌লে অবিলম্বে সে বিষয় চেষ্টা কর্‌তে পারি।

ইন্দ্র। হিমালয় গিরিবরে
পবিত্র জাহ্নবী-ধারা
সুমধুর ঝর্ ঝর্ স্বরে

যেথা হ'তে হতেছে পতিত,
গোমুখী তাহার নাম ;
সেই স্থান পরম পবিত্র তীর্থ।
তথায় তপস্যা করি'
কত মুনি লভেছেন শঙ্করের দয়া।

মিশ্র। দেবরাজ! আমরা সেই পবিত্র তীর্থ বিশেষ জানি। আমরা কতদিন সেই তীর্থে স্নান ক'রে কৈলাসে হর-পার্ব্বতী দর্শন কর্‌তে গিয়েছি।

উর্ব্বশী। আর কতদিন গোমুখী তীর্থ থেকে বনফুল তুলে এনে আমরা ইন্দ্রাণীকে মনের মত ক'রে সাজিয়েছি। গোমুখীর বনফুল দেবী ইন্দ্রাণী বড়ই ভালবাসেন।

ইন্দ্র। চন্দ্রবংশে উশীনর রাজার ঔরসে,
দৃশদ্বতী মহিষী উদরে,
শিবি নামে একজন লভিয়া জনম
হয়েছে সে পৃথিবী-ঈশ্বর ;
জান কি তোমরা তারে?

উর্ব্বশী। দেবর্ষি নারদের মুখে মধ্যে মধ্যে আমরা শিবিরাজার নাম শুন্‌তে পাই বটে।

ইন্দ্র। অতুল ঐশ্বর্য্য তার প্রবল প্রতাপ ;
যা কিছু সুখের দ্রব্য আছে ধরাতলে,
সমস্তই তার করগত।

মিশ্র। এ কথাও আমরা বহুবার শুনেছি। আমরা শুনেছি— তিনি অত্যন্ত বীর, পৃথিবীতে তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নাই। আর তাঁর জামাতা জয়সেন এখন তাঁর প্রধান সেনাপতি। তাঁরও অসাধারণ বীরত্ব।

ইন্দ্র। সম্প্রতি সে শিবি রাজা
রাজ্য সুখ ছাড়ি'
পবিত্র গোমুখী তীর্থে
করিছে কঠোর তপ।
কি উদ্দেশ্যে করে তপ,
কেহ নাহি জানে তার নিগূঢ় সংবাদ।
কেহ বলে শিবিরাজা
হরিভক্তি লভিবারে
করিতেছে শিব-আরাধনা ;
কেহ বলে—আমার ইন্দ্রত্ব লাভ
তপস্যার উদ্দেশ্য তাহার ;
কেহ বলে—অমরত্ব লভিবারে
শিবিরাজা করিছে সাধনা।
যে উদ্দেশ্য হউক্ তাহার,
তাহার তপস্যা কিন্তু
আমাদের উদ্বেগের হেতু।
তাই বলি, বিদ্যাধরীগণ !
এখনি গোমুখী তীর্থে
সবে মিলি যাও ত্বরা করি ;
শিবির তপস্যা ভঙ্গ করি'
নাশ মোর উদ্বেগের হেতু।
বিশ্ব-বিমোহিনী শক্তি
তোমা সবাকার,
আবার দেখাও ধরাতলে।

মেনকা। আপনার আদেশ আমাদের শিরোধার্য্য। কিন্তু সুরপতি! আপনার পদে আমাদের এক নিবেদন আছে।

ইন্দ্র। এখনি বল্‌তে পার।

মেনকা। যদি শিবির তপস্যা হরিভক্তি লাভের জন্যই হয়, তা' হ'লে সে তপস্যা ভঙ্গ করি, এমন শক্তি আমাদের নাই; আর ত্রিলোকে কারও আছে ব'লে বিশ্বাসও হয় না। যিনি প্রকৃত হরিভক্ত, তিনি আমাদের প্রলোভনে কিংবা মায়ার কুহকে পদাঘাত করেন। মহাঝটিকার বেগে তরু-শাখা ভগ্ন হয় ব'লে কি পর্ব্বতের কোন অনিষ্ট হ'য়ে থাকে?

ইন্দ্র। ভয় নাই, বিদ্যাধরীগণ!
ঋতুরাজ বসন্তেরে
অগ্রে তথা করিব প্রেরণ।
মদন রতিরে ল'য়ে বসন্তের সনে
তথা করিয়ে গমন,
শিবি-হৃদে পুষ্পশর হানিবে সবেগে।
তার পর তোমরা যাইয়া
দারুণ কটাক্ষ-শর করিও বর্ষণ।

অপ্সরাগণ। যথা আজ্ঞা, সুরপতি!
তব পদে করি প্রণিপাত। [প্রণাম]

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

গোমুখী তীর্থ।

মুনিকুমারগণের প্রবেশ।

মুনিকুমারগণ।—

গান।

পোহায়াছে নিশি, রবি সমুদিত গগনে।
কুসুম কলিকাগুলি ফুটে আছে কাননে॥
ধীরি ধীরি সবে মিলি, এস এস ফুল তুলি,
তরুলতা যেন ব্যথা নাহি পায় পরাণে॥
যাঁর ফুল তাঁরে দিয়ে, যাব ভাই কৃতার্থ হ'য়ে,
বড় দয়াময় তিনি, নমি তাঁর চরণে॥

[প্রস্থান।

ফুলের সাজি হস্তে তপস্বিবেশে শিবির প্রবেশ।

শিবি। একে একে ছয় বর্ষ হইল বিগত।
কালসাগরের জলে ছয়টি বুদ্বুদ্ যেন
ধীরে ধীরে গেল মিশাইয়া।
পবিত্র গোমুখী-ধারা ছয় বর্ষ ধরি'
দয়ার নির্ঝর সম,
কত জাহ্নবীর জল

ঢালি দিল পাপপূর্ণ পৃথিবী হৃদয়ে ;
সেই জলে স্নান করি' ছয় বর্ষ
কত পাপী হইল উদ্ধার।
গগনের রাশি-চক্র মাঝে
কত গ্রহ উপগ্রহ হইয়া উদিত
মিশাইল অনন্ত আকাশে।
কিন্তু হায়! হতভাগ্য আমি
না লভিনু তপস্যার ফল।
দয়াময় ব্যোমকেশ
অভাগা শিবির প্রতি নিতান্ত নিদয়।
অথবা নিতান্ত অজ্ঞান আমি
নাহি জানি পূজিতে শঙ্করে ;
তাই বুঝি অধমের কাতর প্রার্থনা
নাহি যায় দয়াময়-পদে।
বল বল, হিমালয়!
ব'লে দাও, গোমুখীর ধারা!
অনন্ত তুষারমালা, ব'লে দাও মোরে,
বল বল, মেঘগণ!
কোন্ ভাবে পূজিলে শঙ্করে
পাইব তাঁহার দয়া ;
শুনিব শঙ্কর-মুখে
হরিভক্তি লাভের উপায়।
লোকসাক্ষী দেব দিবাকর!
দয়া করি' ব'লে দাও মোরে,

কেমনে লভিব শঙ্করের দয়া ?
প্রফুল্ল কুসুমকুল !   ব'লে দাও মোরে
কোন্ ফুলে পূজিলে শঙ্করে
আশুতোষ লভেন সন্তোষ।
দয়াময় !   পশুপতি !   ভকত-বৎসল !
অজ্ঞানের ঘোর অন্ধকারে
সমাচ্ছন্ন আমার হৃদয়,
তাই নাথ, তোমার পবিত্র মূর্ত্তি
হৃদিমাঝে পাই না দেখিতে।
মহেশ্বর !   জ্ঞান-দীপ দাও হে জ্বালিয়া,
পলাইয়া যাক্ দূরে
অজ্ঞানতা, অন্ধকার জাল ;
দয়াময় নাম তব কর হে সার্থক।
দয়াময় !   স্মরিয়া তোমায়
পুনরায় বসিলাম ধ্যানে।
হয় হরিভক্তি পাব,
নয় ত্যজিব এ পাপ প্রাণ।
নাহি যাব লোকালয়ে আর,
পাপমুখ দেখাতে সকলে। [ধ্যানস্থ]

বসন্তের প্রবেশ।

বসন্ত।—

গান।

ফুল্লকুসুমে, নবীনভূষণে সাজাইয়ে রেখেছি বন।
ফুলবাস ভরে বহে ধীরে ধীরে মলয় মৃদু পবন ॥

ভ্রমরে দিয়েছি কুসুমের কোলে,
লতায় দিয়েছি তরুকোলে তুলে,
চাঁদের কিরণে, কোকিলের গানে,
ঢেলেছি সুধা কেমন ॥
শ্যামল বসনে মধুরা ধরণী,
তারাহার গলে মধুরা যামিনী,
প্রেমে ঢল ঢল, নরনারীদল,
সবে সুখে নিমগন ॥

[প্রস্থান।

ফুলসাজে সজ্জিত মদন ও রতির প্রবেশ।

উভয়ে।—

নৃত্যগীত।

হাসে ফুল কামিনী।

মদন।—প্রেমের রাণী, সোহাগিনী, হাস লো ফুল-হাসিনী।
রতি।—প্রেমের রাজা, প্রাণের রাজা, তুমি আদরের খনি ॥
মদন।—তুমি হৃদি-সরোজিনী অমূল্য রতন,
রতি।—আমি তোমার দাসী, তুমি হৃদয়ের ধন,
মদন।—শোভাহীন আমি সহকার, তুমি মোর মাধবীহার ;
রতি।—তুমি আমার, আমি তোমার আর কিছু নাহি জানি ॥
তোমার হাতে ফুলধনুর্ব্বাণ, দেখে হয় ভয়,
মদন।—তোমার নয়নবাণের কাছে এ ত কিছুই নয় ;
রতি।—সুধামাখা কথার ছলে, অধরে জ্যোছনা খেলে,
মদন।—গলে গলে হেলে দুলে এস কই প্রেম-কাহিনী ॥

রতি। দেখ দেখ, প্রাণেশ্বর !
সম্মুখে বসিয়া ওই
ধ্যানমগ্ন শিবি মহারাজ।

আহা, কি গম্ভীর মূরতি !
কেমন গাম্ভীর্য্যময় বদন-মাধুরী !
রক্ত করতল দুটি
রক্ত শতদল সম ক্রোড়ে শোভিছে কেমন !
মস্তকের কেশজাল
মলয় সমীর ভরে
উড়িছে-পড়িছে আসি মুখের উপর।
প্রফুল্ল কমল 'পরে
মধু লোভে যেন ওড়ে মধুকর দল।
নিমীলিত বিস্তৃত নয়ন
মধুপানে মত্ত হ'য়ে
দুইটী ভ্রমর যেন
পদ্মমাঝে পড়েছে ঘুমায়ে।
চল যাই প্রাণেশ্বর, সুরপুরে ফিরি ;
কাজ নাই ধ্যান ভঙ্গ করিয়া শিবির।
সৌন্দর্য্যে গোমুখী তীর্থ আলোকিত করি'
ধ্যানমগ্ন বলদেব সম
শিবিরাজা শিলা 'পরে
থাকুক্ বসিয়া।

মদন। কেন রতি ! এত ভয় তব ?

রতি। শিবিকে দেখিয়া—
সেই পুরাতন দৃশ্য মনে পড়ে, নাথ !
স্মরি' সে ভীষণ দৃশ্য
এখনো কাঁপিয়া উঠে হৃদয় আমার।

মদন। কোন্ দৃশ্য মনে পড়ে, রতি ?

রতি। হায়, নাথ! কহি তা কেমনে ?
ভাঙিতে শিবের ধ্যান একদা আমরা
এই হিমালয়ে এসেছিনু যবে,
তখন এরূপ গম্ভীর মূর্ত্তি
হেরেছিনু, নাথ ;
তাই বলি, ধ্যান ভঙ্গে
কাজ নাই আর।

মদন। ভয় নাই—ভয় নাই, রতি !
শিব আর শিবি
দু'য়ে অনেক প্রভেদ।
ওই দেখ, প্রিয়তমে !
ফুলসাজে হ'য়ে বিভূষিত
আসিছে অপ্সরাদল হেথা।
পদতলে বাজিছে নূপুর।
মৃদুল মলয় বায়ে
উড়িতেছে দেহের বসন।
এখনি এ বনদেব কামদেব শরে
প্রেমিক দেবের মূর্ত্তি করিবে ধারণ।
যোগাসন ত্যাগ করি'
অপ্সরার সনে
প্রেমগানে হইবে বিহ্বল।
ওইখানে দাঁড়াইয়া
দেখ রতি, প্রতাপ আমার।

অপ্সরাগণের প্রবেশ।

অপ্সরাগণ।—

নৃত্যগীত।

বহিছে মৃদুল মলয় বায়, দোলায়ে দোলায়ে ফুললতায়।
তপন-কিরণ গগন গায়, ভেসে ভেসে ভেসে খেলে বেড়ায়॥
হাসে তরুলতা ফুলভূষা পরি'
ধরি সুকোমল নবীন মাধুরী,
ভ্রমর ভ্রমরী গুণ গুণ করি'
সোহাগের ভরে চুমিছে তায॥

মদন। গাও সবে প্রেম গান,
শিবিরাজে ঘেরি নৃত্য কর হাব ভাব সহ।
আমিও সন্ধান করি
শরাসনে বিশ্বজয়ী সম্মোহন বাণ। [শরত্যাগ]

অপ্সরাগণ।—[শিবিকে ঘিরিয়া নৃত্যসহ পূর্ব্ব গীতাংশ]
নাচে ধীরি ধীরি ময়ূর ময়ূরী,
রূপের প্রভায বন আলো করি,
বকুলের ডালে, নাচে তালে তালে,
কোকিলের সনে কোকিলা গায়॥
আয় আয, সখি! আয় উপবনে,
হেরি লো নবীন পুরুষ-রতনে,
প্রেমিকের কাণে প্রেমগীত গানে,
প্রেমের তুফানে ভাসি লো আয়॥

মদন। [সবিস্ময়ে]
একি! একি! একি হ'ল?
এখনো রয়েছে শিবি নীরব নিশ্চল?

ব্যর্থ হ'ল মদনের সম্মোহন বাণ?
পরম আশ্চর্য্য এ ব্যাপার!
পুনঃ গাও, বিদ্যাধরীগণ!
এইবার উন্মাদন বাণ শরাসনে করিব সন্ধান।

অপ্সরাগণ।—

নৃত্যগীত।

মেলিয়ে নয়ন পুরুষ রতন
একবার দেখ চাহিয়ে।
নব অনুরাগে, জগত সবেগে
প্রেম-স্রোতে যায় ভাসিয়ে॥
কেন আছ বসি' কঠিন পাষাণে,
মুদিয়া নয়ন কি ভাবিছ মনে,
প্রেম-পারাবারে, ভাসাব তোমারে,
নব প্রেমতরী সাজাইয়ে॥

মদন। তথাপি নিশ্চল শিবি?
ব্যর্থ হ'ল উন্মাদন বাণ?
যাক্—যাক্, বৃথা চিন্তা।
এইবার দেখা যাবে,
কতবল ধরে শিবি রাজা?
এইবার একেবারে
শোষণ, স্তম্ভন আর আপন নামেতে
অবশিষ্ট তিন বাণ করিব সন্ধান।
পুনঃ নাচ পুনঃ গাও, বিদ্যাধরীগণ।

[শরত্যাগ]

অপ্সরাগণ।— [পূর্ব্বগীতাংশ]

একবার চাহি দেখ দেখ বঁধু,
কুঞ্জকাননে গায় পিক বধূ,
ফুলে ফুলে অলি, পড়ে ঢলি ঢলি,
প্রেমের পুলকে মাতিয়ে॥

মদন। তথাপি নিশ্চল শিবি?
ওহো! একি ইন্দ্রজাল সম্মুখে আমার!
মদনের পঞ্চবাণ
ব্যর্থ হ'ল নরের নিকটে?
দেবাসুর, যক্ষ রক্ষঃ, গন্ধর্ব্ব কিন্নর
যার বশে জরজর হ'য়ে
কতই কুৎসিত কার্য্য করেছে সাধন;
তুচ্ছ হ'ক্ অপরের কথা,
ব্রহ্মাও যাহার বলে বিমোহিত হ'য়ে
ধাইয়াছিলেন বেগে কন্যার পশ্চাৎ।
যে বাণের করিয়া প্রয়োগ,
শিবের সমাধি যোগ দিলাম ভাঙিয়া,
সেই বাণ—সেই পঞ্চবাণ
ব্যর্থ হ'ল হীনবল নরের নিকটে?
ওহো! ওহো! জাগ্রত কি আমি?
অদ্ভুত—অদ্ভুত এ ব্যাপার।
কিংবা বুঝি প্রাণশূন্য শিবির শরীর!
রক্ত মাংসময় দেহে
এতদূর সহিষ্ণুতা কভু না সম্ভবে।

না—না, তাও নয়—তাও নয় !
এতাদৃশ তেজঃপুঞ্জময়
কভু নহে মৃতের শরীর।
অহো ! বুঝেছি—বুঝেছি—
বৃথা মোর অহঙ্কার—বৃথা ফুলধনুঃ !
বৃথা মোর পঞ্চশর !
দূর হও শর, দূর হ'—দূর হ' শরাসন !

[ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ]

চল সবে ফিরে যাই
দেবরাজ ইন্দ্রের নিকটে।

মেনকা। রতিপতি ! আমার এক নিবেদন আছে, যদি শোনেন, ত বল্‌তে সাহস করি।

মদন। কেন, মেনকা ! তোমার কাছে আমার পঞ্চবাণের চেয়ে তীক্ষ্ণ কোন গুপ্ত অস্ত্র আছে নাকি ? ভাল—ভাল, যদি তাই থাকে, তবে তার পরীক্ষাটাও এইখানে হ'য়ে যাক্। রতি! আমি ত সম্পূর্ণ-রূপেই পরাজিত হয়েছি ; এখন তুমি অপ্সরাসৈন্যের সেনাপতিত্ব কর।

মেনকা। রতিপতি ! আপনি যথার্থই অনুমান করেছেন, আমার কাছে পঞ্চবাণের চেয়েও তীক্ষ্ণ অস্ত্র আছে ; এ অস্ত্রটি আমি দেবর্ষি নারদের কাছে পেয়েছি। দেবর্ষি বলেন—হরিভক্তের হৃদয়ে হরিনাম ভিন্ন অন্য কোন অস্ত্রই প্রবেশ কর্‌তে পারে না। এই জন্যই হিরণ্যকশিপুর পুত্র হরিভক্ত প্রহ্লাদ জলে, অনলে, গরলে, হস্তিপদে, অস্ত্রাঘাতে কিছুতেই মরেন নি। তাই বলি—রতিপতি, যদি অনুমতি করেন, তবে একবার হরিনাম বাণ ত্যাগ ক'রে দেখা যাক্ ; শিবিরাজার ধ্যানভঙ্গ হয় কি না হয় ?

মদন। ভাল—ভাল, উত্তম পরামর্শ।

মেনকা। এস তবে সহচরীগণ!
হরিনামে দিগন্ত কাঁপা'য়ে,
হিমালয়ে—প্রত্যেক গহ্বরে
জাগা'য়ে সুষুপ্ত প্রতিধ্বনি,
মুগ্ধ করি' বন লতা, তরুরাজি, পশুপক্ষিগণে,
পবিত্র গোমুখী তীর্থে এস করি হরি-সংকীর্ত্তন।
শিবিরাজ হৃদয়-কন্দরে
দেখি তার প্রতিধ্বনি ওঠে কি না ওঠে।

অপ্সরাগণ।—

সংকীর্ত্তন।

আনন্দে বল হরিবোল।
হরিনামে ঘুচে যাবে ভবের গণ্ডগোল॥
ওরে তরু, ওরে লতা,
আনন্দে দুলিয়ে মাথা,
গাও হরিনাম গাথা
হইয়ে বিহ্বল॥
ফুলের সুবাস অঙ্গে মাখি,
গাও গাও বনের পাখী,
তোল রে সরিৎ সাগর
হরিনামের রোল॥
যে যাবি রে ভবপারে,
বল হরি প্রেমের ভরে,
তিনি যে দীন দয়াল হরি
দীনে দেবেন কোল॥

[সকলের অন্তরালে অবস্থিতি]

শিবি। [উঠিয়া] একি! একি!
কে শুনালে সুমধুর হরিনাম গান?
হরিনাম সুধাধারা, কাণের ভিতর দিয়া
কে ঢালিল হৃদয়ে আমার?
[দেখিয়া] কই? কেহই ত নাই হেথা?
জনশূন্য হিমালয়
নীলাকাশে শির তুলি রয়েছে দাঁড়ায়ে।
গোমুখী-নির্ঝর কেবল ঝর্ঝর রবে
ঢালিছে পবিত্র বারিধারা।
তবে কি এ ভ্রম মম,
কিংবা স্বপনের ঘোর? না—না—না!
তবে কি এ অবিদ্যার খেলা?
অথবা এ সুপ্রসিদ্ধ শৈল-মরীচিকা;
অথবা অপ্সরাগণ হরিনাম গায়িতে গায়িতে
যোগবলে শূন্যপথে গেছেন চলিয়া।
আহা কি মধুর কণ্ঠ! কিবা মধুময় হরিনাম!
এখনো বাজিছে কানে সেই সুধাস্বর।
এখনো হৃদয়ে মোর জাগে প্রতিধ্বনি।

[অপ্সরাগণ সহ মদন, রতি ও বসন্তের শিবি-সম্মুখে আগমন]

মদন। মহারাজ শিবি!
পুনঃ কি শুনিবে হরিনাম?
এই মোর সুধাকণ্ঠী সহচরীগণ
হরিনাম শুনায়েছে তোমারে, রাজন্!

শিবি। কে আপনি মহাশয়? এঁরাই বা কারা?

মদন। 　　কে আমি কহিব পরে।
কিন্তু রাজা, যদি শোন বচন আমার,
হইবে পরম সুখী।
নরের দুর্লভ যাহা,
অনায়াসে লভিবে তা তুমি।
তপস্যায় কিবা প্রয়োজন ?
মোর সনে এস, মহারাজ !
মনোরম কুসুম-কাননে
আছে মোর সুন্দর ভবন ;
মধুর বসন্ত তথা চির-বিরাজিত—
দুঃখের চিহ্নও সেথা নাই।
এই যে সুন্দরীগণে দেখিছ সম্মুখে,
এরা তব কিঙ্করী হইয়া
দিবানিশি সেবিবে তোমারে ;
শুনাইবে হরিনাম কিংবা প্রেমগান,
যাহা তব অভিরুচি হয়।
এই যে বনিতা মোর,
ইনি ত্রিলোকের মধ্যে প্রধানা রূপসী ,
স্বহস্তে মল্লিকা-মালা গাঁথি ইনি
প্রতিদিন পরাবেন তোমা'।
সুখের স্বপন সম
মহাসুখে কাটাবে সময়।
ইচ্ছা যদি হয়, মহারাজ !
এস তবে মোর সনে আমার আবাসে।

শিবি। বুঝেছি—বুঝেছি!
দয়াময় মহাদেব মোহন-মূরতি ধরি'
ছলিতে আমারে বুঝি এসেছ হেথায়?
ভীষণ ত্রিশূল ছাড়ি'
ফুলধনুঃ ফুলশর লয়েছ হে করে?
ছাড়িয়া পিঙ্গল জটা,
ধরেছ ভ্রমরকৃষ্ণ স্নিগ্ধ কেশপাশ।
ব্যাঘ্রচর্ম্ম ছাড়ি'
রাজবেশ পরেছ, ভবেশ!
অস্থিমালা, সর্পভূষা ছাড়ি'
পুষ্পমালা পুষ্পভূষা করেছ ধারণ;
সাজায়েছ ভবানীকে মোহিনীর সাজে।
সঙ্গিনী যোগিনীগণ,
রূপসী নর্ত্তকীবেশে সেজেছে সুন্দর।
শশিকলা স্থানে, প্রভু!
কপালে তিলক রেখা শোভিছে সুন্দর।
দয়াময় পিতঃ পশুপতি!
দয়াময়ী জননী শঙ্করি!
হতভাগ্য শিবি এই নমিছে শ্রীপদে। [প্রণাম]
দয়া করি যদি দেব, দিলেন দর্শন,
তবে প্রভু, ব'লে দাও
হরিভক্তি লাভের উপায়।

মদন। মহারাজ!
নহি আমি মহাদেব কৈলাসের পতি।

মদন আমার নাম,
ইনি মোর প্রিয়া রতিদেবী ;
আর এ সঙ্গিনীগণ অপ্সরার দল ।
সুখভোগে যদি থাকে অভিলাষ তব,
এস তবে মোর সাথে ;
হরিভক্তি লাভের উপায়,
নহে রাজা, আমার অধীন ।

শিবি । তবে তুমি রতিপতি !
হেথা হ'তে শীঘ্র গতি যাও চলি' ।
সুখভোগ অভিলাষে
নাহি করি শিব-আরাধনা ।
সুখের সামগ্রী মোর আছে হে প্রচুর ।
পতিব্রতা প্রণয়িণী,
স্নেহাধার তনয়-তনয়া,
রত্নপূর্ণ কোষাগার,
ভক্তিপূর্ণ প্রজাবৃন্দ,
বীরত্বের প্রতিকৃতি যুবা সেনাপতি,
ভূতলে অজেয় সৈন্যগণ,
বৃহস্পতি সম মন্ত্রী,
সুবৃহৎ সুন্দর প্রাসাদ,
বিনা তপস্যায়
দযাবান্ ভগবান্ দিয়েছেন মোরে ।

মদন । কিন্তু চাহ না কি, মহারাজ,
যুবতী সুন্দরী এই বিদ্যাধরীগণে ?

দেখ—দেখ, কেমন সুন্দর রূপ !
কিবা প্রেমে ঢল ঢল অঞ্জনগঞ্জন আঁখি !
দেখ—দেখ, কি সুন্দর
মৃণালকোমল ভূজলতা !
কাদম্বিনী জিনি
কি সুন্দর কৃষ্ণ-কেশদাম !
কোমল বঙ্কিম ভুরু,
পূর্ণচন্দ্র সম মরি মরি
কি সুন্দর মুখের মাধুরী !
কুসুম-কোমল হৃদে
কেমন শোভিছে দেখ কুসুমের মালা !
রাজহংসী জিনি কিবা মন্থর গমন !
দেখ—দেখ, মহারাজ !
কি সুন্দর ভুবনমোহন রূপ !
এস মহারাজ, মোর সনে,
দাসী হ'য়ে এরা
সেবিবে তোমায় দিবানিশি।
বহুভাগ্য—বহুভাগ্য তব,
এস—এস, মহারাজ !

শিবি। দেব রতিপতি !
এ সুন্দরী বিদ্যাধরীগণ
যাঁহার ইচ্ছার বশে হয়েছে সৃজিত,
ভাব দেখি, রতিপতি !
তাঁর মূর্ত্তি কত মনোরম ?

প্রভু মোর মদনমোহন,
তাঁহার কিঙ্কর আমি।
মদনের অনুচরীগণে
কিছুমাত্র নাহি করি ভয়।
এই কথা সুনিশ্চয় জেনো, রতিপতি,
তব এই সহচরীগণ—
মাতৃসমা—কন্যাসমা—ভগ্নীসমা মম।
দয়া করি' হেথা হ'তে
স্থানান্তরে যাও হে চলিয়া—
শিব-উপাসনা কাল
বৃথা বাক্যে যাইছে বহিয়া।
দীনজনে কর দয়া,
এই ভিক্ষা চাই তব পদে।

রতি। [ব্যস্তভাবে মদনের হস্ত ধরিয়া] এস নাথ, আমরা এখান থেকে শীঘ্র পালিয়ে যাই। দূরে নন্দীর গলা শুন্‌তে পাওয়া যাচ্ছে। আমি নন্দীর স্বর ভালরূপই চিনি। নন্দী এখানে আস্‌বার আগেই চল আমরা পালিয়ে যাই; নৈলে নিশ্চয়ই আমাদের আজ বিপদ্ ঘটবে। চল—চল।

মদন। য়ঁ্যা! য়ঁ্যা! নন্দী! নন্দী! য়ঁ্যা! য়ঁ্যা! কোন্ দিকে? কত দূরে? কোন্ পথে পালাব? ঐ যে—ঐ যে! না—না, ও ত শিব-অনুচর নয়—কৃতান্তের অনুচর।

উন্মাদ বালকবেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

বালক। হাঃ-হাঃ-হাঃ! হিঃ! হিঃ! হিঃ!

মদন। এ আবার কে?

রতি। দেখ্‌ছ না, একটা পাগল।

মদন। তবেই ঠিক হয়েছে, নন্দীর আস্‌বার আর বিলম্ব নাই। পাগ্‌লা পাগ্‌লী দেখ্‌লেই জান্‌বে, সেই মহাপাগলের দল। এটা আগে এসেছে. তার পর নন্দী পাগলটি আস্‌বে; তার পরই স্বয়ং গুজরৎ খোদ। [বালকের প্রতি] হ্যাঁগা পাগল বাবা, ব'লে দাও না, বাবা! কোন্ দিকে যাব।

শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁ রে বাবা, যদি দিগ্বিদিক্ জ্ঞান থাকৃত, তা' হ'লে কি আর এই চৌদ্দভূবনের যেখানে-সেখানে যার-তার কাছে ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম?

গান।

জেলের কাজ দেখ্‌লে হাসি পায়।
পুঁটী ধরা জাল দিয়ে কি কাত্‌লা ধরা যায়॥
জাল দড়া ছিল যত,
মাছের মাথায় চাপালে তত,
তবু মাছ পড়্‌ল না ত, হায়—হায়—হায়॥
কৃষ্ণ-সাগর গভীর জলে,
যে মাছগুলো সদাই খে'ল,
কি কর্‌তে তার পারে জেলে, শতেক চেষ্টায়॥
কেন বৃথা কষ্ট পেলে,
মানে মানে যাও চ'লে,
ঘরে যাও ঘরের ছেলে, নৈলে ঘট্‌বে বিষম দায়॥

[মদন, রতি ও অপ্সরাগণের প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁগা! তুমি ব'সে রইলে যে? তুমি পালালে না?

শিবি। আঃ—মরি—মরি! এ বালকটির কি সৌম্যমূর্ত্তি! একে বুকে নিতে ইচ্ছা হচ্ছে। বালক, তুমি কোথায় থাক?

শ্রীকৃষ্ণ। ওগো, আমি সকল ঘটেই থাকি; আবার খুঁজে দেখ্‌লে কোথাও আমায় পাবে না।

শিবি। [স্বগত] এ বালকের কথাগুলি বড়ই মিষ্টি! [প্রকাশ্যে] বালক, তুমি এখানে এসেছ কেন?

শ্রীকৃষ্ণ। মাছ ধরা দেখ্‌তে গো—মাছ ধরা দেখ্‌তে। জেলে আপনি না এসে কতকগুলো আনাড়ি জেলে পাঠালে। তাদের জালে মাছ পড়্‌বে কেন? সাবধান! সাবধান! যেন জেলের জালে প'ড়ো না, তা' হ'লে নড়্‌তেও পাব্‌বে না—চড়্‌তেও পাব্‌বে না। হাঃ-হাঃ-হাঃ। [হাস্য]

শিবি। [স্বগত] এ কি পাগল নাকি? [প্রকাশ্যে] আচ্ছা বাবা, তুমি আমার কোলে আস্‌বে?

শ্রীকৃষ্ণ। আগে আমাকে কোলে কর্‌বার মতন ক'রে তোমার বুকটা তৈরী কর; তোমার বুকের মধ্যে কতকগুলো মাটী লেগে আছে। সেগুলোকে ভাল ক'রে মুছে ফেল, তখন কোলে যাব। এখন আমি চল্‌লাম।

[প্রস্থান।

শিবি। অদ্ভুত পাগল! জ্ঞানও আছে অথচ অসম্বন্ধ প্রলাপও বকে। ও কি! দূরে কার সুধাকণ্ঠ মিশ্রিত সঙ্গীত শুন্‌ছি না!

নন্দীর প্রবেশ।

নন্দী।—

গান।

গাও রে সদা মন, হর হর ব্যোম,
শম্ভু সতীপতি অনাদি নিধন।
দয়াল ত্রিনয়ন,　　বৃষভ-বাহন,
ত্রিপুর-বিনাশন,　　ভবভয়-মোচন॥
ভালে জ্বলে অনল,　　ভূষণ অহিদল,
বসন বাঘছাল,　　গলেতে হাড়মাল,

শিরে জাহ্নবী জল, করিছে কলকল,
নয়ন ঢলঢল, গরল ভক্ষণ ॥
বামে গিরিবালা, সর্ব্বমঙ্গলা,
ললাটে শশীকলা, শিরসে জটামালা,
ঘুচা'য়ে মনোমলা, লও রে পদধূলা,
যাবে ত্রিতাপ-জ্বালা, ভাবিলে সে চরণ ॥

শিবি। আপনি কে? আপনি কি কৈলাসপতি? এতদিন পরে কি এ হতভাগ্য শিবিকে মনে পড়েছে, প্রভু? তাই দর্শন দানে কৃতার্থ কর্‌তে এসেছেন। দেব! দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন। [প্রণাম]

নন্দী। মহারাজ! আমি মহেশ্বর নই, আমি তাঁর দাসানুদাস নন্দী।

শিবি। আপনি শিবানুচর নন্দী? তবে কি এ জীবনে এ দাস শিব-দর্শন পাবে না? সে পবিত্র সুখ কি হতভাগ্যের অদৃষ্টে বিধাতা লেখেন নি? যদি মহেশ্বরের দর্শন নাও পাই, আপনার দর্শন ত পেয়েছি; এতেই আমি ধন্য হলেম। আপনি আপনার প্রভুকে বল্‌বেন, শিবি—শিবদাস কেন, তাঁ'র দাসানুদাসের পদধূলি পেলেও কৃতার্থ হয়। এ জীবনে সাধ পূর্ণ হ'ল না; কিন্তু যাতে পরজন্মেও তাঁর দর্শন লাভ কর্‌তে পারি, হরিভক্তি লাভের উপায় তাঁর মুখে শুন্‌তে পারি, তার জন্য মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই পবিত্র গোমুখী তীর্থে বাস ক'রে মহেশ্বরের আরাধনায় নিযুক্ত থাক্‌ব। যদি তাঁকে প্রাণের সহিত ডাক্‌তে পারি, যদি তাঁর চরণে আমার ভক্তি থাকে, যদি তাঁর সেই রজতগিরিসন্নিভ, চারুচন্দ্রশোভিত রত্নকল্লোজ্জ্বল মূর্ত্তি আমার মানসপটে অঙ্কিত হ'য়ে থাকে, তবে এই জন্মে না হয়, পরজন্মেও একদিন-না-একদিন অবশ্যই তাঁর দর্শন লাভ কর্‌তে পার্‌ব।

নন্দী। মহারাজ! আপনার ন্যায় জিতেন্দ্রিয়ের পক্ষে শিব দর্শন কেন, শিবের শিবত্ব লাভ করাও অসাধ্য নয়। অপ্সরাগণ ও মদনের প্রলোভন

এবং আপনার অসামান্য ইন্দ্রিয় নিগ্রহ সমস্ত আমি স্বচক্ষে দর্শন করেছি। মহারাজ, ধন্য আপনি! ধন্য আপনার ইন্দ্রিয়-সংযম শক্তি—আর ধন্য শিব-আরাধনা এবং ধর্ম্মবুদ্ধি! মহারাজ, ঐ দেখুন—ভবানীপতি শঙ্কর আপনাকে কৃতার্থ কর্‌বার জন্য মহাশক্তি মহামায়াকে সঙ্গে ল'য়ে সম্মুখে উপস্থিত।

মহাদেব, গৌরীর প্রবেশ ও সম্মুখে অবস্থান।

গীতকণ্ঠে শিব-পার্ষদগণের প্রবেশ।

শিব-পার্ষদগণ।—

গান।

দেব শঙ্কর চন্দ্রশেখর মীনকেতু দাহন।
অস্থিভূষণ, সর্পশোভন, বিশ্বপালন কারণ ॥
শূল-ধারক, শৃঙ্গ-বাদক, পুষ্পশায়ক-শাসন।
মোক্ষ-দায়ক ভূত-নায়ক ভীম-পাবক লোচন ॥
সৃষ্টি-কারণ বিশ্ব-পাবন অমরবৃন্দ-বন্দন।
শুদ্ধ নির্ম্মল, ভক্তি-বিহ্বল, জাহ্নবী-জল-ধারণ ॥
ভক্ত-বান্ধব ভস্ম-বৈভব, দুষ্ট-দানব ঘাতন।
দর্প-হারক, পাপ-নাশক, ভক্তসেবক-পালন ॥

শিবি।　　একি—একি দেখি সম্মুখে আমার!
রজতগিরিসন্নিভ আভা,
কি গাম্ভীর্য্যময় দেহ!
কিবা বিভূতি-ভূষিত কলেবর!
সুধাকর শোভিছে কপালে,
গলে দোলে হাড়মালা,
জটাজাল পড়েছে ভূতলে।
ধ্বক্—ধ্বক্ জ্বলিছে নয়ন,

ভীষণ গর্জ্জন করে
ফণিগণ বক্ষের উপরে।
মরি—মরি কি সুন্দর—
প্রফুল্ল কমল জিনি যুগল চরণ !
আহা কিবা তরুণ অরুণ
জিনি নখর নিকর !
পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম,
বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম ঝরে
ঢল ঢল মুখের উপরে।
বামভাগে শোভিছেন,
তপতকাঞ্চনবর্ণা গিরিসুতা ভয়নিবারিণী—
শরতের শুভ্র মেঘে
বিরাজিত যেন সৌদামিনী।
হের রে নয়ন মোর, হৃদয় ভরিয়া,
বিষয়-মৃগতৃষ্ণিকায় প্রতারিত হ'য়ে
শান্তি-বারি লভিবারে
কত রাজ্যে—কত দেশে করেছ ভ্রমণ ;
শান্তি-বিনিময়ে কিন্তু
দগ্ধ হয়েছ সদা অশান্তির দাহে।
এতদিনে পূর্ণ তব আশা।
শান্তি-সরোবর ওই সম্মুখে তোমার ;
ওই জলে থাক রে ডুবিয়া।
দয়াময় ! দয়াময়ি !
জুড়াতে সকল জ্বালা

আশ্রয় লইল দাস,
তোমাদের শ্রীচরণ শান্তি-সরোবরে।
[পদতলে পতন]

মহা। ওঠ— ওঠ, মহারাজ!
চন্দ্রবংশ গৌরব তপন!
পরম ধার্ম্মিক তুমি ধরার ভূষণ!
বল বৎস, কোন্ বরে অভিলাষ তব?

শিবি। দয়াময় ভগবন্!
এ সংসার পান্থাবাসে
পুত্র কন্যা, বনিতাদি অতিথির সনে
যত দিন হবে হে থাকিতে,
ধর্ম্ম পথে থাকে যেন মন।
যেন দেব, তোমাদের শ্রীচরণ ভুলে
বদ্ধ নাহি হই প্রভু,
সংসারের দৃঢ় মায়াপাশে।
জীবনের শেষ দিনগুলি
হরিপদ ধ্যান করি'
যেন নাথ, যায় হে কাটিয়া;
হরিভক্তি মনে যেন
দিবানিশি থাকে বিরাজিত।
রাজরাজেশ্বর তুমি, পিতঃ!
রাজরাজেশ্বরী মোর জননী শঙ্করী,
এই ভিক্ষা আজ চাহে শিবি
তোমাদের পদে।

মহা। তথাস্তু, মহারাজ!
কিন্তু বৎস, সাবধান!
এ গহন সংসার-কাননে
পাপদস্যু কত মূর্ত্তি ধরি'
প্রতিপদে ফিরিছে নিয়ত।
পরীক্ষিতে ধার্ম্মিকের মন
কতজন কত ছলে ফেরে।
কাম ক্রোধ, লোভ মোহ, মদ মাৎসর্য্য
নানা বেশে, নানা ভাবে
ভুলায় মানব-মন;

শিবি। ব'লে দাও, দয়াময়!
কোন্ পথে—কোন্ ভাবে চলিবে এ দাস?

মহা। পারিবে—পারিবে, মহারাজ?

শিবি। দয়া যদি থাকে তোমাদের,
হরিনামে থাকে যদি অটল বিশ্বাস,
মতি যদি থাকে দেব,
তোমাদের পদে,
তোমাদের আশীর্ব্বাদ-বলে
অবশ্য পারিবে তা এ দাস।

ভগ। বৎস! উশীনর-পুত্র তুমি,
চন্দ্রবংশে তোমার জনম;
এই কথা উপযুক্ত তব।
পদ্মরাগমণির আকরে
কাচের জনম কভু না হয় সম্ভব।

মহা।　　শোন তবে, মহারাজ,
সত্যকথা কহিবে সতত।
সাধ্য-অনুসারে সদা
রত হবে পর-উপকারে—
রক্ষিবে শরণাগত জনে।
ধর্ম্মপথে অচল বিশ্বাস
সদা রাখিবে, রাজন্!
রাজধর্ম্ম যথাসাধ্য
করিবে পালন।
নিষ্কাম অন্তরে
হরিনাম করিবে নিয়ত ;
ইহাই রাজন্!
সংসারী জীবের পক্ষে
হরিভক্তি লাভের উপায়।

শিবি।　　শিরোধার্য্য তব আজ্ঞা।
কৃতার্থ হলেম, পিতঃ!

মহা।　　বহুদিন রাজধানী ছাড়ি'
হিমালয়ে এসেছ, রাজন!
তোমার বিরহে প্রজাগণ
নিরন্তব শোকে নিমগন ;
শীঘ্র যাও রাজধানী তব।
কৃষ্ণপক্ষ অবসানে
হেরিয়া সুনীলাকাশে নব শশীকলা,
প্রজাগণ মগ্ন হ'ক্ আনন্দের নীরে।

শিবি।— শিরোধার্য্য আজ্ঞা তব, ভগবন্ ;
অসংখ্য প্রণতি মম
হর-গৌরী যুগল চরণে।
জয় জয় বাঞ্ছাপূর্ণকারী !

[প্রস্থান।

দেববালাগণের প্রবেশ।

দেববালাগণ।—

গান।

নেহার লো সহচরি ! মধুর মিলন।
বিশ্ব-কানন মাঝে উমা-মহেশ মূরতি
হাসি হাসি শোভিছে কেমন ॥
তুষার ধবল আধ, পীতবরণ আধ,
শ্বেত মেঘে দামিনী যেমন।
আধ কঠিন পাশে, আধ কোমল হাসে,
আধ রমণী, আধ পুরুষ রতন ॥
আধ অক্ষঃমালা, আধ মুকুতাহার,
আধ বাঘছাল, আধ পট্টবসন,
ওইরূপ ভাব সবে, জনম সফল হবে,
জয় তারা জয় ত্রিলোচন ॥

[সকলের প্রস্থান।

ঐক্যতান বাদন।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কাশী—রাজপথ।

একজন ঢেঁড়াওয়ালার প্রবেশ।

১ম ঢেঁড়া। [উচ্চৈঃস্বরে]

শোন সবাই সুখের খবর ;
মহারাজার ধন্যি নজর !
কুসুমপুরের নূতন হাট,
তাতে যে কর্‌বে দোকান পাট,
সাঁজের মধ্যে জিনিষ পত্তর
যদি বিক্রী না হয় তার,
তার জন্য ভয় পেয়ো না,
এই আজ্ঞে রাজার।
সন্ধ্যেবেলা রাজার বাড়ী,
জিনিস দিলেই পাবে কড়ি।
ষোলআনা মিল্‌বে দাম,
মহারাজের বাড়্‌বে নাম।
এটি আমার কথা নয়,
রাজার আজ্ঞে দাসে কয়।
শিবিরাজার রাজ্যে বাস,
হায় কি মজা বারোমাস। [বাদ্য]

দ্বিতীয় ঢেঁড়াওয়ালার প্রবেশ।

২য় ঢেঁড়া। তোর চৌদ্দপুরুষেও কখন ঢেঁড়া দেয় নি, তুই বেটা ঢেঁড়া দিচ্ছিস্? না বাসর ঘরে শালী শালাজদের নিয়ে ছড়া কাটছিস্?

১ম ঢেঁড়া। আমরি! আমার কি পুরোণ পাকা ঢেঁড়াওয়ালাই এল! যেন ভুষণ্ডি কাকের মাস্তুত ভাই! বলি, তুই ক'পুরুষ ঢোল ঘাড়ে করেছিস্ রে? বলি, পঞ্চমসোঞারির পরণ্ বাজা দিনি, দেখি এক-বার বিদ্যের পরীক্ষেখানা?

২য় ঢেঁড়া। বলি, তুই বেটাই বা কি বিশ্বকর্ম্মার পুষ্যি এঁড়ে যে, তোকে পরীক্ষে দিতে হবে?

১ম ঢেঁড়া। আর তুই বেটাই বা কে তর্কলঙ্কার স্মুমুন্ধী যে, আমার ঢেঁড়ার ভুল ধর্‌তে এয়েছিস্?

২য় ঢেঁড়া। আরে, তোর ভুল ধর্‌তে আস্‌ব কেন? বল্‌ছিলাম কি, দাদা! ওটা ছড়ায় না ব'লে সাদা কথায় বল্‌লেই সকলে বুঝ্‌তে পারে। আর রাজা মশায়ের নামেও জয়-জয়কার হয়; আমাদের নামেও ধন্যি ধন্যি প'ড়ে যায়।

১ম ঢেঁড়া। আরে ভাই, সোজা কথাতেই বল্ না কেন যে, আমার ছড়ার কথা বুঝ্‌তে বিদ্যের আবশ্যক। এ মুরুখ্যু লোকের কাজ নয়। তা দাদা, এখনকার কালে ছড়া ভেন্ন যে চলে না। যাত্রায় ছড়া—নাচে ছড়া—সুদের কাগজে ছড়া—বিয়েতে ছড়া—আবার সোয়ামীকে চিঠী লিখ্‌তেও ছড়া। যেন ছড়ার ছড়াছড়ি প'ড়ে গেছে! তাই আমি কাল সারারাত ভেবে—দেড় পয়সার গুড়ুক পুড়িয়ে এই ছড়াটি সাজিয়েছি, ভাই: সক্কালে উঠে আগেই বৌকে শোনালুম।

২য় ঢেঁড়া। বটে—বটে! তার পর বৌ শুনে কি বল্‌লে, দাদা?

১ম ঢেঁড়া। বৌ বল্‌লে—আর জন্মে তুই পবন পত্তুর ছিলি।

এ জন্মে নেহাৎ আমার কপালে ঢুলির ঘরে জন্মেছিস্। এখন আমার অদেষ্ট!

২য় ঢেঁড়া। ঠিক—ঠিক, বৌ ঠিক কথাই বলেছে, দাদা! তোর যে রকম বিঘ্নে জন্মেছে দেখ্‌ছি, এতে তুই কিছুদিন বৌয়ের কোল-জোড়া হ'যে বেঁচে থাক্‌লে হয়!

১ম ঢেঁড়া। তা আর কি বল্‌ব, ভাই, বৌয়ের অদেষ্টটা বড় জোর; তার অদেষ্টের জোরে আমার আগে আরও আমার ন্যায় তিন-তিনটে জোয়ান, বৌ'র খাঁচা থেকে শেকোল কেটে পাঁয়তাড়া দিয়েছে; এইবার আমার পালা।

২য় ঢেঁড়া। তবে বল্, বৌয়ের বার বার তিনবার পেরিয়ে তোকে নিয়ে চারবারে পড়েছে।

১ম ঢেঁড়া। হাঁ—হাঁ দেখ্‌না—তাই বটে। আর লুকোন ধর্‌লে সটুকেতে সংখ্যে হয় না। বৌ ত নয়, যেন একটা বিরাশী সিক্কা ওজনের মৌচাক, দিন রাত্তির মধ্যে মাছি ছাড়া নেই, দাদা!

একজন বধিরের প্রবেশ।

বধির। বলি—হ্যাঁগা, তোমরা কিসের গান গা'চ্ছ গা?

১ম ঢেঁড়া। এইবার ভাই, তুই একবার সহজ কথায় ঢেঁড়া দে। আমার কথা ত সবাই বুঝ্‌তে পার্‌বে না, তুই আমার কথার টীকে কর্; জানিস্ ত একজনে শোলোক ন্যাকে, আর একজনে তার টীকে করে।

২য় ঢেঁড়া। আরে দাদা, আজ এক মাস ধ'রে ঢেঁড়া পিটিয়ে পিটিয়ে জান্‌টা একেবারে হায়রান্ হ'য়ে গেল।

১ম ঢেঁড়া। কিন্তু যা-ই বল, ভাই, মহারাজার কি বুদ্ধি! পের্‌থম পের্‌থম কুসুমপুরের নতুন হাটে একজন ব্যাপারীও বিক্রি কর্‌তে যেত না; আর এই ঢেঁড়া দেওয়ার পর হাটে আর লোক ধরে না।

বধির। গানটা একবার গাও না, ভাই!

২য় ঢেঁড়া। [উচ্চৈঃস্বরে] মহারাজ শিবির আজ্ঞে—কুসুমপুরে তিনি যে নতুন বাজার বসিয়েছেন, সেই বাজারে যে জিনিস বিক্রী করতে যাবে, সন্ধ্যের মধ্যে বিক্রী না হ'লে—সেই জিনিস রাজবাড়ীতে এনে দেখালেই জিনিসের যথার্থ দাম রাজসংসার থেকে দেওয়া যাবে। রাজভাণ্ডারে তা নেওয়া হবে, এই তাঁর প্রতিজ্ঞা। দোকানদার, খদ্দের যে যেখানে আছ, কুসুমপুরের নতুন হাটে চ'লে এস। রাজধানী থেকে কুসুমপুর এক ক্রোশ। [ঢোল বাদ্য]

বধির। বেশ গান—বেশ গান, বেঁচে থাক, বাবা! যেমন মিষ্টি গলা, তেমনি তাল বোধ! হ্যাঁগা, এ গানটি কার তৈরি গা?

১ম ঢেঁড়া। এ গান নয়, ঢেঁড়া—ঢেঁড়া—

বধির। কি বল্লে? তেওড়া। তা তেওড়া একটা তাল আছে বটে, তা বাপু, ওর সুরটার নাম কি?

২য় ঢেঁড়া। গান নয়—গান নয়। [উচ্চৈঃস্বরে] ঢেঁড়া—ঢেঁড়া।

বধির। কানাড়া? হাঁ—ও সুরটা খুব মিষ্টি বটে। তা বাপু, তোমাদের বাড়ী কোথা?

১ম ঢেঁড়া। আমরা এ রাজ্যের ঢেঁড়াওয়ালা—ঢেঁড়াওয়ালা।

বধির। কি বল্লে? তোমরা কাণে কালা? আহা! তা আর কি করবে, বাপু? ভগবান্ ত আর সকলকে সমান করেন না। তা বাপু, আমি ত খুব চেঁচিয়েই বলেছি, এতেও শুনতে পাচ্ছ না?

১ম ঢেঁড়া। বাড়ী যাও বাপু, খ'সে পড়; আমাদেরও ছেড়ে দাও—

বধির। কি বল্লে? একটু একটু শুনতে পাও? হাঃ—হাঃ—হাঃ! সেটা তোমাদের বাপু, একবারেই ভুল।

২য় ঢেঁড়া। আর জ্বালাও কেন, কর্ত্তা? খ'সে পড়না—স'রে পড়না—আস্তে আস্তে লম্বা দাওনা।

বধির। কি বল্‌লে? রাস্তা চেন না? তা যাবে কোথায়, বাপু?

১ম ঢেঁড়া। এই তোমাকে সঙ্গে ক'রে যমের বাড়ী—যমের বাড়ী।

বধির। শ্বশুর-বাড়ী! এই ঢোল ঘাড়ে ক'রেই শ্বশুর-বাড়ী? তা বাপু, তোমাদের যে মিষ্টি গলা আর তালবোধ, এতে শ্বশুর-বাড়ীর সকলেই মোহিত হবে বটে।

২য় ঢেঁড়া। আপনার পায়ে প'ড়ি মশায়, বাড়ী যান্।

বধির। কি বল্‌লে? সম্মান! তা তোমাদের সম্মান ত সকল জায়গায়। তা বাপু, শ্বশুর-বাড়ী থেকে ফেব্‌বার সময় আমার বাড়ী দিয়ে হ'য়ে যেয়ো; গিন্নীকে ব'লে-ক'য়ে তোমাদের কিছু সম্মান দোব। গিন্নীর একটা বাপু, মহাদোষ আছে—ভাল শুন্‌তে পান্ না। তবে এখন বাপু, চল্‌লাম।

[প্রস্থান।

১ম ঢেঁড়া। আঃ, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়্‌ল দাদা, চল—আমরা ঘুরিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

বেশ্যাগণের প্রবেশ।

বেশ্যাগণ।—

নৃত্যগীত।

ভেসেছি প্রেমের তুফানে।
জানি না কূল, ছেড়েছি কুল, যাচ্ছি কোথায় কে জানে॥
প্রেমের হাসি ভালবাসি, সদাই মোরা প্রেমের দাসী,
তাইতে কেবল দিবানিশি, বিভোর থাকি প্রেমের ধ্যানে॥
পেতেছি প্রেমের দোকান, প্রেমের করি দান-প্রতিদান,
মান-অপমান, সকল সমান, প্রাণ পড়েছে এক টানে॥

অলক্ষ্মী-প্রতিমা মস্তকে একজন কুম্ভকারের প্রবেশ।

কুম্ভ। অলক্ষ্মী-প্রতিমা চাই? অলক্ষ্মী-প্রতিমা চাই?

১ম বেশ্যা। পোড়ারমুখো শূযোরচুলো! মর্‌তে আর জায়গা পাও নি, তাই কাশীতে অলক্ষ্মী বিক্রী কর্‌তে এসেছ! যম কি তোমাকে একবারে ভুলে গিয়েছে?

কুম্ভ। বালাই—বালাই! যম আমাকে ভুল্‌বে কেন? আমি বেটা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিনরাত গতর খাটিয়ে কোন রকমে কোন দিন দুবেলা দু'মুটো ছেলে-পিলেদের মুখে দিতে পারি, কোন দিন পারি না, আমাকে যম ভুলে থাক্‌বে, তাঁর ভাবি অপরাধ! আর তোমরা ভালমানুষের ছেলেদের কল্‌জের তাজা রক্ত চুষে খাচ্ছ—হাড়গোড় থাক্‌তে তাদের ছাড়্‌ছ না, তোমাদের যম ভুলে থাক্‌বে বৈকি! তোমরা মার্কণ্ডের প্রমাই নিয়ে বেঁচে থাক, এ দুনিয়াটা যেন তোমাদের মৌরশী—মোকররী—ইজারা মহল; চিরকাল তোমরা ভোগ কর্‌বে। বেশ ক'রে বুক ফুলিয়ে—গা দুলিয়ে—চুল উড়িয়ে গো-ভাগাড়ের হাঁড়্‌গিলের মত বারাণ্ডায় ব'সে দু'শ মজা ওড়াও।

১ম বেশ্যা। অত চট কেন, ভাই! কি এমন কুকথা বলেছি?

কুম্ভ। না, এমন কোন কুকথা বল নি, কেবল আমার মঙ্গলের জন্ম যমকে ডেকেছ। কি বল্‌ব—সোনার যাদু, হাতে পয়সা নেই, ট্যাঁক বাড়ান্ত. নৈলে গরম আলুর দমের বস্তা তোমার মুখে ঢেলে দিতাম। আর যদি তোমাদের মত দস্তির বল গায়ে থাকৃত, তা' হ'লে উঠোন ঝাঁটান শতমুখী দিয়ে তোমার ঐ মিষ্টিমুখখানা একবার ঝেড়ে দিতাম, তা' হ'লে আর অমন মিছ্‌রীর কুঁদো পড়্‌ত না।

২য় বেশ্যা। চুপ কর—দিদি, আর কথায় কাজ নেই। ও কুমোর, কেবল চাক ঘুরুতেই জানে; আমাদের কথার দাম কি বুঝ্বে?

[বেশ্যাগণের প্রস্থান।

বণিকবেশে ইন্দ্র ও অগ্নির প্রবেশ।

অগ্নি। যুবরাজ! যা শত্রু পরে পরে, বড় সুযোগই উপস্থিত হয়েছে! এইবার দেখা যাবে, সত্যবাক্যে শিবির কতদূর আস্থা—প্রতিজ্ঞা রক্ষায় কিরূপ দৃঢ়তা! এখন আপনি কুম্ভকারকে একটু বিশদভাবে বুঝিয়ে দিন্।

ইন্দ্র। [কুম্ভকারের প্রতি] হ্যাঁ বাপু, তোমার ঐ অলক্ষ্মী-প্রতিমা কি এ পর্য্যন্ত কেউ ক্রয় করে নি?

কুম্ভ। আজ্ঞে না মশাই, আর বোধ হয়, কেউ কিন্বেও না।

ইন্দ্র। দেখ বাপু, তুমি এখনি ঐ অলক্ষ্মী-প্রতিমা নিয়ে কুসুমপুরের নূতন হাটে যাও; যদি সন্ধ্যার মধ্যে বিক্রয় না হয়, তবে এই প্রতিমাটি মাথায় ক'বে একেবারে রাজবাড়ী যাবে; গিয়ে বল্বে যে, এই অলক্ষ্মী-প্রতিমা আমি স্বহস্তে নির্ম্মাণ ক'রে কুসুমপুরের নূতনবাজারে বিক্রয় কর্তে গিয়েছিলাম, কিন্তু সন্ধ্যার মধ্যে কেউ ক্রয় কর্লে না দেখে এখানে এসেছি; রাজ-সংসার থেকে এর মূল্য দিতে আজ্ঞা হ'ক্। তুমি ত নূতনবাজারের সংবাদ জান না? সন্ধ্যার মধ্যে জিনিস বিক্রয় না হ'লে রাজা জিনিসের দাম দিয়ে স্বয়ং কিনে নেন্।

কুম্ভ। যে আজ্ঞে—যে আজ্ঞে। ভদ্রলোকের বুদ্ধি না হ'লে কি দ্ধি! আমি এখনি চল্লাম।

ইন্দ্র। [অগ্নির প্রতি] অনলদেব! আপনার কৌশলটি চমৎকার হয়েছে। অলক্ষ্মী-প্রতিমা গ্রহণ কর্লেই লক্ষ্মীত্যাগ—গ্রহণ না কর্লেই সত্যভঙ্গ; চমৎকার কৌশল আবিষ্কার করেছেন!

কুম্ভ। আপনারা কে, মশাই?

ইন্দ্র। আমরাও বণিক—সোনার ব্যবসা ক'রে থাকি। শুনেছি—মহারাজার কাছে খানিকটা খাঁটীসোনা আছে, তেমন সোনা পৃথিবীতে কোথাও নাই। সেই সোনাটি খাঁটী কি না, তাই দেখ্‌বার জন্যই এখানে এসেছি।

কুম্ভ। আপনারা দেখ্‌ছি, তা' হ'লে পাকা জহুরী। তা আমি আর দেরি কর্‌ব না। চল্‌লাম—চল্‌লাম, নমস্কার—নমস্কার!

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। চলুন অনলদেব, আমরাও ব্যাপারটার শেষ কি ভাবে কত হয়, দেখি গে।

অগ্নি। এইবার দেখা যাবে, শিবির ধর্ম্ম-বিশ্বাস কতদূর।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শিবির অন্তঃপুরস্থ কুসুম-কানন।

সুশীলা ও কমলা, বিমলা, অমলা, কুন্তলা প্রভৃতি সখীগণের প্রবেশ।

সুশীলা।—

গান।

ফুল তুলেছি ভরিয়ে দুকূল।
সন্ধ্যা পবন বহিছে কেমন কাঁপা'য়ে নবমুকুল।
গুণ গুণ গায় অলিকুল ॥
প্রেমময় হরি জগতের পতি, অগতির গতি তাঁহার নাম,
তাঁহাকে সেবিব, তাঁহাকে ভজিব, সতত গাহিব তাঁহার নাম
হৃদি-যমুনার কূলে এসে, দাঁড়াও হরি, বাঁকাবেশে,
দেখুক্ নয়ন, হৃদয় রতন, মদনমোহন রূপ অতুল ॥

সখীগণ—

নৃত্যগীত।

দেখ লো সজনি! আসিছে যামিনী,
ওই দিনমণি ডুবিয়ে যায়।
দোলা'য়ে লতিকা, ফোটা'য়ে কলিকা,
বহিছে মৃদুল মলয় বায় ॥
গগন-সরসে কুমুদ কলিকা,
একে একে একে ফুটিছে তারকা,
ওই দেখ শশী, ওঠে হাসি হাসি,
ধরি' বিমোহন কনক-কায় ॥

মাধবী, যূথিকা, রজনীগন্ধা,
উঠিছে ফুটিয়া হেরিয়া সন্ধ্যা,
ঝরে ঝুর্ ঝুর্, বকুলের ফুল
কুলু কুলু রবে তটিনী ধায়॥

সুশীলা। লোকে বলে কোকিল বারোমাস গান করে না। এ কথাটা সত্য ব'লে যার বিশ্বাস, সে এ কুসুম-কাননে এসে একবার আমার সখী ক'টিকে দেখে যাক্; তা' হ'লেই তাদের সে ভ্রম দূর হবে।

কমলা। আর যে বলে কুমুদফুল রাত্রে চাঁদের কিরণ ভিন্ন ফোটে না, সে আমাদের এ রাজকুমারী-কুমুদটীকে দেখে যাক্—কুমুদ দিনেও ফোটে, রাতেও ফোটে।

সুশীলা। যেখানে তোমাদের ন্যায় চাঁদের হাট, সেখানে কুমুদের অভাব কি, ভাই? চাঁদেও কলঙ্ক আছে, কিন্তু তোমরা নিষ্কলঙ্ক চাঁদ, ভাই! তোমাদের উপমা যে সংসারে নাই।

কমলা। সখি! তুমি রাজনন্দিনী। জগতের সকলকেই তুমি নিজের মত গুণবতী দেখে থাক; তাই তোমার সুনয়নে আমাদেরও গুণবতী দেখ্‌ছ।

বিমলা। আর যদিই বা আমাদের গুণ থাকে, তবে সে গুণ কার, সখি? আমাদের না তোমার নিজের? আমরা বাল্যকাল থেকে তোমার সংসর্গে আছি। লোকে যেমন সংসর্গে থাকে, তেমনি দোষ-গুণ পেয়ে থাকে, এ কথা ত চিরদিনই চ'লে আস্‌ছে, সখি! শুনেছি—মলয়-পর্ব্বতে যে চন্দন গাছ আছে, তার হাওয়া যে গাছে লাগে, সেও চন্দনের ন্যায় সুগন্ধি হয়।

কুণ্ডলা। তবে দুঃখের মধ্যে এই যে, আজ-কাল ঐ চন্দন গাছের হাওয়াটা আমাদের গায়ে বড় একটা লাগ্‌তে পায় না।

সুশীলা। কেন কুণ্ডলা, তোমাদের কি কোন দিন অযত্ন করেছি, না তোমরা কোনদিন আমার কিছু পরিবর্ত্তন দেখেছ ?

কুণ্ডলা। না, রাজকুমারি ! তুমি আমাদের কোন দিন অযত্ন কর নি, বা কর্‌বেও না।

সুশীলা। তবে এ তিরস্কার কেন, সখি ?

কুণ্ডলা। সখি ! জোর যার মুল্লুক তার, এ কথা ত জান ? আমাদের এই চন্দন গাছটিতে এখন আমাদের অধিকার নাই। মহারাজের প্রধান সেনাপতি বীরবর জয়সেন সে অধিকারটি দখল ক'রে নিয়েছেন। তবে এখনও যে তার ছায়ায় ব'সে কখন কখন প্রাণটা জুড়াতে চাই, সেটা আমাদের অভ্যাসের দোষ, আর সেনাপতির কতকটা দয়ার পরিচয়ও বটে।

অমলা। তাও আবার ভাই, ভয়ে ভয়ে চোরের মতন ! এখন যে চন্দন গাছ পরের হয়েছে লো ! তা আবার যে-সে লোক নয়, প্রধান সেনাপতির। যাঁর নামে পৃথিবীর ক্ষত্রিয়গণ কম্পিত হয়, তাঁর। তবে আমাদের নাকি লজ্জা নাই,তাই পরের জিনিষকে আপনার ভাব্‌তে চাই।

বিমলা। কথাতেই বলে পরের সোনা দিয়ো না কানে, কেড়ে নেবে হেঁচ্‌কা টানে।

কমলা। ভাই বিমলা, যাই বল্‌ না কেন, সেনাপতি মশায়ের রাজ্য জুড়ে একটা অখ্যাতি উঠেছে।

সুশীলা। সে কি, কমলা ? অখ্যাতি ! শুনে যে আমার গা কাঁপ্‌ছে ! চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, কিন্তু তিনি যে নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র। তাঁর চরিত্রে কলঙ্ক-অখ্যাতি আমি স্বপ্নেও ভাবি না। কি অখ্যাতি শুন্‌লে, ভাই ?

কমলা। এ কি যে-সে অখ্যাতি, চুরি-অপবাদ। যে অপরাধের জামিন নাই—মার্জ্জনা নাই, সেই অপরাধ।

সুশীলা। [সহাস্যে] কেন সখি! আমার হৃদয়-বল্লভ কি এ রাজ্যের কারও কিছু চুরি করেছেন নাকি?

কমলা। বড় যার-তার নয়—সখি, প্রহরিবেষ্টিত রাজান্তঃপুরের মধ্যে রাজাধিরাজ মহারাজ শিবির কন্যার অমূল্য হৃদয়রত্ন।

বিমলা। তবে দেখ্‌ছি—এ চুরিটাতে ডাকাতির চেয়েও বাহাদুরি আছে, ভাই!

সুশীলা। তবু ভাল। এখন আমার গুণবতী সখীদের কিছু না কর্‌লেই মঙ্গল।

অমলা। সখীদের ত রাজকুমারীর মত অমন মহামূল্য রত্ন নাই; আর তাদের যা-ও বা আছে, তারা তা রাজকন্যার ন্যায় অযত্ন ক'রে যেখানে-সেখানে ফেলে রাখে না যে, চোরে চুরি কর্‌বার সুযোগ পাবে।

সুশীলা। না হয় সখি, আমি তাঁকে একদল চোরের সর্দ্দার জুটিয়ে দিতে বল্‌ব, দেখি—কতদিন তোমরা তোমাদের রত্ন সাবধান ক'রে রাখ্‌তে পার।

কমলা। আগে তিনি নিজেই রাজদণ্ড থেকে নিষ্কৃতি পান্‌, তার পর পরের কথা।

জয়সেনের প্রবেশ।

জয়। দণ্ডটা রাজসভায় না হ'য়ে এই অন্তঃপুরে কুসুম-কাননের সখী-সভাতেই না হয় হ'যে যাক্‌, চোর ত হাজিরই আছে।

অমলা। [সুশীলার প্রতি] বিচারপতি মহাশয়! এখন আমরা চল্‌লেম, এই চোর রইল আর আপনি রইলেন, যে দণ্ড ইচ্ছা হয় দেন্‌। চোর যাতে না পালাতে পারে, তার জন্য আমরা বাইরে খুব সাবধানে পাহারায় রইলেম। আর এক গাছা হাতকড়ি। [পুষ্পমাল্য দান]

সখীগণ—

নৃত্যগীত।

কুসুম-কাননে　　ফুল্ল বদনে
প্রেমিক যুগল রাজে।
রূপ অতুলন,　　করি দরশন,
কুসুম মলিন লাজে ॥
আহা, কি কোমল নবীন মাধুরী,
নয়ন ভরিয়া এস লো নেহারি,
হেন মনোলোভা,　　নিরমল শোভা,
নাহি বুঝি ধরা মাঝে ॥
তারা সনে বসি হেরি রূপরাশি,
ঢাকে মুখশশী মেঘ মাঝে পশি,
শুনি সুধাস্বর　　এ কি পিকবর
নীরব কানন মাঝে ॥

[প্রস্থান।

জয়।　　প্রাণের সুশীলা !
অসময়ে হেথা আসি'
ঘটালাম বিঘ্ন আমি
তোমাদের বিশুদ্ধ আমোদে।
কত দোষ করেছ মার্জ্জনা,
এটিকেও সেগুলির মত ভুলে যাও ;
ক্ষমা কর, চির-ক্ষমময়ি !
তোমার এ সখীগণ
নিরন্তর আমোদে মগন।
জানি আমি সবিশেষ,
বড় ভালবাসে তারা তোমায়, সুশীলা।

সুশীলা। শিশুকাল হ'তে, নাথ,
সবে মোরা এই অন্তঃপুরে
এক বৃন্তে পুষ্পগুচ্ছ মত
একত্রে হয়েছি সদা
সমভাবে লালিত-পালিত।
এবে মনে পড়ে, নাথ,
সেই সব শৈশবের খেলা।
মনে পড়ে,
এইরূপ সুমধুর বাসন্তী সন্ধ্যায়
জাহ্নবীর ওই কালো জল
জ্যোছনা-ধারার সঙ্গে তরঙ্গ মিশায়ে
ধীরে ধীরে কুল্ কুল্ করি'
কেমন যাইত চলি সাগরের পানে !
হেথায় দাঁড়ায়ে মোরা
হেরিতাম জাহ্নবীর শোভা।
মনে পড়ে—অফুটন্ত মল্লিকা তুলি'
এমনি সময়ে হেথা বসি সবে মিলি.
গাঁথিতাম কত ফুলহার !
মনে পড়ে—বকুল শাখায় বসি'
এমনি সময়ে গায়িত কোকিল সবে
সুমধুর পঞ্চম সুতানে।
তখন মোরাও নাথ, কুহু কুহু করি'
তাহার অনুকরণ
করিতাম হেথায় বসিয়া।

জয়। আর মনে পড়ে না কি,
একজন অনাথ বালকে—
যে বালক হেথায় দাঁড়ায়ে
তোমাদের সেই খেলা
নিরখিত নীরবে পুলকে ?
চম্পকের উচ্চ শাখা হ'তে
পাড়ি কত বসন্তেব সুগন্ধি চম্পক,
যেই জন আনি দিত
চম্পক-কলিকা সম
তোমাদেব অঙ্গুলির মাঝে ?
তারে মনে পড়ে কি, সুশীলে ?

সুশীলা তাঁহারে ভুলিব যবে,
তখন এ ধরামাঝে
সুশীলাব অস্তিত্বও থাকিবে না, নাথ;
তবে তিনি সুশীলার হৃদয়-দেবতা,
আমি তাঁর চরণের দাসী।
[উদ্দেশে] জগদীশ ! ধন্য তব দয়া !
গুণহীনা বনলতিকারে
গুণাকর সহকারে দিয়েছ মিলায়ে।

জয়। এ হ'তেও বহুগুণ
তাঁহার দয়ার পরিচয়।
জান না কি, প্রিয়তমে প্রাণের সুশীলে !
এবে সেই অনাথ বালক
মহারাজ শিবির জামাতা !

প্রধান সেনানীপদ
সেইজন পেয়েছে এখন।
করুণাময়ের কৃপা বলে
পথের কর্দ্দম এবে
উঠিয়াছে স্বর্গ-সিংহাসনে।
ধন্য হরি লীলাময়! ধন্য তব দয়া,
কে বুঝিবে দয়াময়,
চিন্তার অতীত তব দয়া!

সুশীলা। ধন্য হরি, বাঞ্ছাকল্পতরু!
বাঞ্ছা পূর্ণ ক'রো হে আমার।
এই ভিক্ষা ত্রিলোকের পতি!
তব পদে থাকে যেন মতি।

বিমলার প্রবেশ।

বিমলা। সেনাপতি মশায়! মন্ত্রী মশায় আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে চান্; কি বিশেষ আবশ্যক।

জয়। সুশীলা! যখন মন্ত্রী এখানে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে আস্‌ছেন, তখন নিশ্চয়ই কোন গুরুতর প্রয়োজন আছে। তুমি তবে অন্তঃপুরে যাও; আমি একটু পরে যাচ্ছি। [বিমলার প্রতি] তুমি মন্ত্রী মশায়কে এখানে নিয়ে এস।

বিমলা। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

সুশীলা। আমিও তবে আসি, নাথ! [প্রণাম]

[প্রস্থান।

জয়। রাজকার্য্য কি জটিলতাপূর্ণ ! প্রতিপদে সুবিজ্ঞের মনেও সন্দেহ উপস্থিত হয়। জানি না, মন্ত্রী আজ কি জন্য আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আস্‌ছেন ?

বিমলা সহ মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। [বিমলার প্রতি] তুমি একবার মহারাণীকে এখানে ডেকে আন, আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে। শুন্‌লে, তিনি এখনি আস্‌বেন।

বিমলা। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

জয। আসুন মন্ত্রী মহাশয, কি বিশেষ প্রয়োজন ? আপনি স্বয়ং না এসে সংবাদ দিলেই, আমি গিয়ে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে পার্‌তাম।

মন্ত্রী। সেনাপতি ! যখন এ বিশ্রাম সময়েও আপনাকে বিরক্ত কর্‌তে এসেছি, তখন প্রয়োজনটা নিতান্ত সামান্য ব'লে জ্ঞান কর্‌বেন না। আপনি আমার পুত্রের সমবয়স্ক হ'লেও বুদ্ধি ও বীর্য্যে মহারাজের সদৃশ। আমি অনেক সময়ে মনে মনে আপনার অসামান্য প্রতিভার প্রশংসা ক'রে থাকি। উপস্থিত ক্ষেত্রে আপনার সঙ্গে পরামর্শ ভিন্ন আর গত্যন্তর দেখি না। এই যে মাও এসেছেন—ভালই হয়েছে।

রাণীর প্রবেশ।

ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, আপনি চির-আয়ুষ্মতী হ'যে মূর্ত্তিমতী রাজলক্ষ্মীর ন্যায় আমাদের রাজ-সংসারে বিরাজ করুন।

রাণী। মন্ত্রী মহাশয় ! আপনি আমার পিতৃস্থানীয়, বাল্যকাল হ'তেই আপনাকে পিতার ন্যায় ভক্তি ক'রে আস্‌ছি ; আপনিও কন্যার ন্যায় আমাকে স্নেহের চক্ষে দেখেন। আপনার আশীর্ব্বাদে আর করুণাময়ের

ইচ্ছায় আমার সকল বাসনাই পূর্ণ হয়েছে। এক্ষণে আমাকে কি জন্য ডেকেছেন?

মন্ত্রী। মা! একটী গুরুতর ঘটনা উপস্থিত। এ ঘটনার প্রতীকার আমার ন্যায় বৃদ্ধের দ্বারা মীমাংসার সম্ভাবনা না থাকায় এই বুদ্ধিরূপা আপনার ও জ্ঞানময় সেনাপতির সঙ্গে পরামর্শের প্রয়োজন হয়েছে।

রাণী। আপনাকে পরামর্শ দিতে পারে, এমন বুদ্ধিমান্ কেউই নাই, এই কথা মহারাজের মুখে সর্ব্বদা শুন্‌তে পাই। মহারাজ বলেন—সেনাপতি ও মন্ত্রী এই কাশীরাজ্যের দেহ ও আত্মা। তিনি কেবল ঐ দেহের ছায়া মাত্র। যা হ'ক্—ঘটনা কি?

মন্ত্রী। কুসুম-বাজারের নূতন বাজারে এক কুম্ভকার স্বহস্তনির্ম্মিত এক অলক্ষ্মী-প্রতিমা বিক্রয় করতে গিয়েছিল; কিন্তু কেহই তা ক্রয় করে নি। অলক্ষ্মী-প্রতিমা গৃহে রাখ্‌লে লক্ষ্মী ত্যাগ হয়, এ কথা সকলেরই ধারণা আছে। সুতরাং কে-ই বা তা ক্রয় কর্‌বে? ইচ্ছাপূর্ব্বক সর্পের মুখে হাত দিতে কে-ই বা চায়? এখন সন্ধ্যা হয়েছে দেখে সেই কুম্ভকার রাজবাড়ীতে অলক্ষ্মী-প্রতিমা এনে তার যথার্থ মূল্য প্রার্থনা কর্‌ছে। মহারাজের আজ্ঞা, সন্ধ্যার মধ্যে নূতন বাজারের যে দ্রব্য অবিক্রীত থাক্‌বে, রাজ-সংসার থেকে তার মূল্য প্রদত্ত হবে, ও রাজভাণ্ডারে তা রক্ষিত হবে; এই মহারাজের প্রতিজ্ঞা। এখন কি করা কর্ত্তব্য?

রাণী। এ যে বড় বিষম সমস্যা! একদিকে মহারাজের সত্যভঙ্গ হয়, অন্যদিকে রাজসংসারের অনিষ্টাশঙ্কা। একদিকে পাপ, আর অন্যদিকে বিপদের সম্ভাবনা। জয়সেন, তোমার এ বিষয়ে কি অভিপ্রায়, বৎস?

জয়। মা! মনুষ্যের ভাগ্যচক্র বিধাতার ইচ্ছায় কখন কোন্ দিকে পরিচালিত হয়, তা মনুষ্যবুদ্ধির অতীত। জানি না, এই সূত্র অবলম্বন ক'রে আমাদের ভাগ্যচক্রও সুখ দুঃখরূপ পথিদ্বয়ের মধ্যে কোন্ পথে

পরিচালিত হবে, আমরা এখন সেই পথিদ্বয়ের সন্ধিস্থলে উপস্থিত। এ ক্ষেত্রের কর্ত্তব্য, মাদৃশ ক্ষুদ্রবুদ্ধির দ্বারা মীমাংসিত হবার সম্ভাবনা দেখি না।

রাণী। আচ্ছা, মহারাজকে এ বিষয়ে সংবাদ দেওয়া হয়েছিল কি?

মন্ত্রী। হয়েছিল, মা!

রাণী। মহারাজ কি বলেছেন?

মন্ত্রী। মহারাজ আদেশ দিয়েছেন—সত্যপালন অবশ্য কর্ত্তব্য।

বাণী। মন্ত্রী মহাশয়! তবে আমার আর কোন পৃথক মত নাই। মহাবাজের আজ্ঞা—মহাবাজের ইচ্ছা—মহারাজের প্রতিজ্ঞা অক্ষরে-অক্ষরে প্রতিপালিত হ'ক্। যে পথে তিনি যাবেন, সেই আমার সুপথ। যে কার্য্যে তাঁর আনন্দ হয়, সেই আমার সৎকার্য্য। তাঁর যে আজ্ঞা, আমার সেই ইষ্টমন্ত্র। রাজ্য যাক্—সুখ যাক্—মান যাক্—প্রাণাধিক পুত্র-কন্যা পর্য্যন্ত ছেড়ে যাক্, কিন্তু তিনি যদি তাতে সন্তুষ্ট থাকেন, তবে সেই আমার পরম সুখ। বনে পর্ণকুটীরে বাস ক'রেও যদি তাঁর মুখে আনন্দের চিহ্ন দেখ্‌তে পাই, তবে সেই পর্ণকুটীর আমার স্বর্গ, সেই বনই আমার নন্দন-কানন। আব যদি রাজপ্রাসাদে থেকেও তাঁর মুখে বিষাদের কালিমা দেখি, তবে সে রাজপ্রাসাদও আমার পক্ষে নরক। আমি চল্‌লেম।

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। সেনাপতি! পতিব্রতার অন্তরের কথা শুন্‌লেন ত? এইরূপ দেবকন্যা যাঁর গৃহে বিরাজিত, তিনি সৌভাগ্যেব উচ্চ চূড়ায় কেনই বা না উঠ্‌বেন? ইনি নিশ্চয়ই দেবকন্যা, এখন কর্ত্তব্য কি, সেনাপতি?

জয়। মন্ত্রী মহাশয়! ঐ যে মহারাজ এখানে আস্‌ছেন। দেখুন—ওঁর মুখে চিন্তার সামান্য রেখা মাত্রও নাই। যেন অগাধ গাম্ভীর্য্যময় মহাসাগরের জল, প্রভাত-সূর্য্যের কনক-কিরণে টল্‌টল্ কর্‌ছে।

শিবির প্রবেশ।

শিবি। মন্ত্রিবর! শুনিলাম,
সেই কুম্ভকার এখনো পর্য্যন্ত
সিংহদ্বারে আছে দাঁড়াইযা।
অলক্ষ্মী-প্রতিমা মূল্য
পায নাই রাজকোষ হ'তে।
সেনাপতি সনে
কিসের মন্ত্রণা হেথা কর, মন্ত্রিবর?
এত কি জটিল প্রশ্ন
শিবিরাজ্যে হয়েছে উদিত?
যার মীমাংসার তরে
সেনাপতি, বৃদ্ধমন্ত্রী
ম্লানমুখে দুইজনে চিন্তায় মগন?
পরে হবে মীমাংসা তাহার।
কিন্তু বল দেখি, মন্ত্রিবর!
এখনো সে কুম্ভকার
শুষ্কমুখে দ্বারে কেন আছে দাঁড়াইয়া?
কতদূর হ'তে হেতা এসেছে সেজন.
বোধ হয় অনাহারে
কাটিয়াছে সুদীর্ঘ দিবস।
গৃহে তার পরিজনগণ
বোধ হয়, তার প্রতীক্ষায়
পথপানে চেয়ে আছে কত আশা ক'রে।
অলক্ষ্মী-প্রতিমা বিনিময়ে

যেই অর্থ পাবে সেই জন,
তাহা দিয়া
স্ত্রী-পুত্রের খাদ্য-দ্রব্য করিবে গ্রহণ।
বোধ হয় গৃহে তারা
এখনও আছে উপবাসী ;
আর তোমরা দু'জনে
না বুঝে তাহার ক্লেশ,
সুখসেব্য সন্ধ্যাকালে
কুসুম-কাননে বসি' করিছ মন্ত্রণা ;
এই কি কর্ত্তব্যবুদ্ধি শিবি-সচিবের ?
প্রধান সেনানী জয়সেন
এরূপে কি করে তার কর্ত্তব্য পালন ?

মন্ত্রী। মহারাজ! ক্ষম' অপরাধ!
শোণিতের শেষবিন্দু
যতদিন রহিবে এ দেহে,
ততদিন রাজকার্য্য
যথাশক্তি সাধিব, রাজন্!
কিন্তু মহারাজ!
কিনিলে অলক্ষ্মী-মূর্ত্তি
বিপদের শঙ্কা আছে তব।
তাই সেনাপতি সনে
করিতেছি মন্ত্রণা ইহার।

জয়। মহারাজ! এ দাসের প্রাণদানে
রাজকার্য্য যদি সিদ্ধ হয়,

তাতেও প্রস্তুত দাস
অনুক্ষণ অম্লান বদনে।
কিন্তু দেব! জীবিত থাকিয়া জয়সেন
চক্ষে তব অমঙ্গল কেমনে দেখিবে?
তাই তার সদুপায় ভাবিতেছি মনে।

শিবি। অমঙ্গল? কিসের কারণে অমঙ্গল?
মন্ত্রিবর! পার কি বলিতে?

মন্ত্রী। মহারাজ! অলক্ষ্মী-প্রতিমা অর্থ দিয়া
করিলে গ্রহণ—

শিবি। তার পর?

মন্ত্রী শুভ নাহি হয়,
এই কথা চিরদিন আছে প্রচলিত।

শিবি। আর মন্ত্রি!
সত্যভঙ্গে—প্রতিজ্ঞার অপালনে
মহাপাপ হয়—নরকে ডুবিতে হয়,
জগতে অকীর্ত্তি রটে,
ধর্ম্মপথ চিররুদ্ধ হয়;
এ কথা কি শোন নি কখন?
একদিকে অমঙ্গল,
অন্যদিকে মহাপাপ, অধর্ম্ম-আশ্রয়;
কোন্ পক্ষ আশ্রয় উচিত?
বল দেখি, বিজ্ঞতম সচিব-প্রধান!
মানবের চিত্তক্ষেত্রে করিয়া আশ্রয়
ক্রমে তার জনমে অঙ্কুর।

তখনো মানব তাহা
স্পষ্টরূপে পারে না জানিতে।
ক্রমে তাহা শাখা-প্রশাখার সহ
সুবৃহৎ পাপ বৃক্ষে হয় পরিণত।
অশান্তি, বিপদ্ নামে বিহঙ্গ দম্পতি
তখন তথায় বাঁধে নীড়,
ক্রমশঃ তাদের হ'তে
অসংখ্য শাবক তথা জন্মে ধীরে ধীরে।
আর তথা শান্তি বীজ
অঙ্কুরিত হয় না কখন।
শীঘ্র ন্যায় মূল্য দিয়ে কুম্ভকারে,
রাজভাণ্ডারের মধ্যে
ওই মূর্ত্তি রেখ দাও আজি।
কল্য হ'তে যথাবিধি পূজা কর তার।
সত্য হ'ক্ সুরক্ষিত,
ধর্ম্মপথ থাক্ পরিষ্কৃত।

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। সেনাপতি! এখন রাজাজ্ঞা পালন ব্যতীত আর উপায় কি? আমাদের যতদূর সাধ্য, ততদূর ত হ'ল; এখন আসুন।

জয়। জানি না, ভবিষ্যতের অন্ধকারপ্রদেশে আমাদের জন্য কি নিহিত আছে? ক্ষুদ্র আমি, তৃণের অপেক্ষা লঘু, এই বিরাট্ বিশ্ব-ব্যাপারের কি বুঝ্‌ব? জগদীশ্বরের মনে যা আছে, তাই হবে; আর বৃথা চিন্তা করি কেন? চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

রাণীর প্রবেশ।

রাণী। অন্তঃপুরে স্থির থাক্‌তে পার্‌লেম না। চতুর্দ্দিকে যেন অমঙ্গলের চিহ্ন দেখ্‌ছি। আজ আমার মন এত চঞ্চল হচ্ছে কেন? কি যেন এক দারুণ বিভীষিকায় আমার হৃদয় আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছে! চোখের সাম্‌নে যেন বিষাদের ছায়া দলে দলে ভেসে ভেসে কোথা চ'লে যাচ্ছে। বিপদ যেন নানা মূর্ত্তি ধ'রে আমাদের আক্রমণ কর্‌তে আস্‌ছে।

শিবির প্রবেশ।

শিবি। মহিষি! বিপদ্‌বারণ নারায়ণের পদ চিন্তা কর। বসন্ত-বায়ু-তাড়িত হিম-বিন্দুর ন্যায় বিপদ্ আপনিই দূর-দূরান্তরে পলায়ন কর্‌বে।

রাণী। নাথ! অলক্ষ্মী-প্রতিমা কে নেয়? পুরবাসিনী রমণীগণ সকলেই একবাক্যে বল্‌ছে যে, আমাদের সুখের দিন অবসান হয়েছে, আমরা ইচ্ছা ক'রে অমঙ্গলকে ডেকে এনেছি ; বিপদ্ আমাদের অনিবার্য্য।

শিবি। যদি তাই হয়, তবে তার জন্যই বা অত চিন্তার বিষয় কি আছে, দেবি? মনুষ্য ত ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই অগ্রে বিপদের কোলে ওঠে ; তার পর জননী বা ধাত্রী তাকে কোলে নেয়। সুতরাং বিপদ্ মানব-জীবনের শৈশব থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত সহচর, তবে আর নূতন কথা কি, দেবি?

রাণী। মহারাজ! এ কথা আপনার মুখেই শোভা পায়, জ্ঞানহীনা রমণীর এতে উদ্বেগের শান্তি হয় না।

শিবি। কেন হয় না, মহিষি? সুখ কিংবা দুঃখ ব'লে কোন পদার্থই নেই; এগুলি মনের অবস্থা মাত্র। মানব আজ যাকে পরম সুখ ব'লে লাভ কর্‌তে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করে, আবার কালই হয় ত তাকে দুঃখের আকর জ্ঞান ক'রে কাল-ভুজঙ্গের ন্যায় দূরে পরিহার করে। শৈশবে যাকে সুখ ব'লে জানে, যৌবনে তাকেই আবাব শিশুর খেলা ব'লে উপহাস করে; আবার বৃদ্ধাবস্থায় যৌবনের সুখকে মোহ বা উন্মত্ত হৃদয়ের দারুণ পিপাসা ব'লে অতি হেয়জ্ঞান ক'রে থাকে; তবেই ভেবে দেখ দেবি, সুখ দুঃখ কি?

রাণী। তবে কি মহারাজ, এই সুখ-দুঃখ শব্দ দুটির কোন অর্থ নাই?

শিবি। "অর্থ নাই" এ কথা বলি না।

রাণী। কি অর্থ, মহারাজ?

শিবি। অর্থ যা, তা বড় সুন্দর! "সু" অর্থাৎ উত্তম, "খ" অর্থাৎ শূন্য; অর্থাৎ অত্যন্ত শূন্য। দুঃখের অর্থও তাই "দুঃ" অর্থাৎ দুরন্ত, ভীষণ, "খ" অর্থাৎ শূন্য; অর্থাৎ কিছুই নয়। কিন্তু আমরা ভ্রমান্ধ জীব, তাই এই শূন্যকে সাধু বস্তু ব'লে ভেবে থাকি। ইচ্ছা ক'রে অভাবের পদে আত্ম-বিক্রয় করি। মরুভূমে মরীচিকা যেমন তৃষ্ণার্ত্ত পথিকের চক্ষে কাল্পনিক সরোবর সৃষ্টি করে, সেইরূপ এই সুখ শব্দটিও সংসারে আমাদের কতকগুলি কল্পনার বৃদ্ধি ক'রে দেয় মাত্র। আর আমরা সেই কল্পনা নিয়ে কল্পনার খেলা খেল্‌তে খেল্‌তে এই অমূল্য মানব-জীবন শেষ ক'রে সেই সুখ অর্থাৎ শূন্যের দাস হ'য়ে শূন্য হস্তে চ'লে যাই। মানব-জীবনের প্রহেলিকাই এই— শূন্যহস্তে আসে, শূন্যহস্তে চ'লে যায; আর শূন্যের জন্য কখন কাঁদে—কখন হাসে। শূন্য! শূন্য!! শূন্য!!! সকলই দেবী, শূন্য!

রাণী। কিন্তু নাথ! যখন এই শূন্যের মধ্যেই আমাদের থাক্‌তে হবে, তখন বিপদে না কেঁদে মানুষ কেমন ক'রে থাক্‌তে পারে? আর সুখ-দুঃখ নাই ব'লেই বা কেমন ক'রে নিশ্চিন্ত হ'তে পার, নাথ?

শিবি। কেন, দেবি! জগদীশ্বর ইচ্ছাময়। এ সংসার তাঁরই ইচ্ছায় সৃষ্ট হয়েছে; আবার তাঁরই ইচ্ছায় কালের বিরাট্ গর্ভে সাগরজলে বুদ্বুদের ন্যায় বিলীন হবে। সুখ দুঃখ 'তাঁরই ইচ্ছা। আজ যাঁর ইচ্ছায় সুখ পেয়ে আহ্লাদে নৃত্য কর্‌ছি, যদি কাল আবার তাঁরই ইচ্ছায় দুঃখই আসে, তবে তাও বুক পেতে সহ্য না কর্‌ব কেন? তাঁর ইচ্ছার ওপর তুমি আমি কথা কইবার কে, দেবি?

রাণী। না, মহারাজ! অবলা অত কথা বোঝে না। তবে এই মাত্র জানি—এই মাত্র বুঝি যে, যে অবস্থায় পড়্‌লে সেই মধুসূদনের চরণ-চিন্তায় মন স্থির হয় না—যে অবস্থায় পড়্‌লে মস্তিষ্কের বিকৃতি জন্মে—যে অবস্থায পড়্‌লে এই কর্ম্মক্ষেত্র পৃথিবীতে আর এক দণ্ডও থাক্‌তে ইচ্ছা হয় না, অন্তর্যামী মধুসূদন যেন সে অবস্থায় আমাদের না ফেলেন। যেন জীবনের শেষ-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত স্থিরভাবে তাঁর চরণ চিন্তা কর্‌তে কর্‌তে, হৃদয়ে তাঁর সেই মদনমোহন রূপ দেখ্‌তে দেখ্‌তে, পুত্রমুখে তাঁর সেই পবিত্র নাম শুন্‌তে শুন্‌তে, তোমার পায়ে মাথা রেখে ধীরে ধীরে যেন সেই মহানিদ্রায় ঢ'লে পড়ি। ক্ষুদ্র জলবিম্ব যেন সেই কৃষ্ণসাগরের অনন্ত জলরাশিতে মিশিয়ে যায; মাটি যেন কৃষ্ণের পদরেণু হ'তে পারে। কিন্তু নাথ! আবার কেন চিন্তা আসে?

শিবি। ও চিন্তা ত্যাগ কর, দেবি, যে চিন্তার কোন কারণ নাই, যার কোন প্রতীকার নাই, যার আদিও নাই—অন্তও নাই, এরূপ চিন্তা ত্যাগ কর, দেবি!

রাণী। মহারাজ! আজ বোধ্ হচ্ছে—ঐ নীল আকাশের অনন্ত-কোটি তারা, আমাদের পানে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে! এই সুবৃহৎ রাজ-প্রাসাদও যেন আমাদের প্রতি লক্ষ্য ক'রে রয়েছে! যেন আজ আমাদের জীবনে কোন ঘটনা ঘট্‌বে।

শিবি। মনুষ্য-জীবন সর্ব্বক্ষণই ঘটনাময়। এর কোন্ মুহূর্ত্তটিই বা ঘটনাশূন্য, দেবি!

রাণী। মহারাজ! এ ক্ষণস্থায়ী মানব-জীবন এত ঘটনাময কেন, নাথ? আব মনুষ্যই বা এই ঘটনা চক্রে কলের পুতুলের ন্যায কেন ঘোবে, নাথ?

শিবি। এ প্রশ্নেব প্রকৃত উত্তর, সেই ঘটনা-চক্রের যিনি চালক, তিনি ভিন্ন আর কে দিতে পাবে, দেবি?

বাণী। হে অন্তর্যামী বাজরাজেশ্বর! যেন তোমাব চবণে মতি থাকে।

বৈতালিকগণের প্রবেশ।

বৈতালিকগণ।—

গান।

নিদ্রায নীবব এবে হযেছে হে নিশীথিনী।
শ্যামাঙ্গিনী দুঃখহরা তারাহার-সুশোভিনী॥
স্বচ্ছ ভাগীবথী জল, করি মৃদু কল্ কল্,
কহিছে সাগর কানে তব যশঃ কাহিনী॥
জ্বলিছে আকাশ-ভালে, ওই দেখ দলে দলে,
তব নিবমল কীর্ত্তি তাবকারূপ-ধারিণী,—
নিদ্রা যাও মহাবাজ, সাঙ্গ এবে রাজকাজ,
শান্তির শীতল কোলে যাও হে সুখ-যামিনী॥

[প্রস্থান।

শিবি। নির্ব্বুদ্ধি মানব যথা
মুকুলিত আম্রবন ছাড়ি’
পলাশ-কুসুম রূপে হ’যে বিমোহিত,
বহুযত্নে জল দেয পলাশের মূলে;
মনে ভাবে, যার ফুল এমন সুন্দর,

না জানি কতই মধুর তার ফল।
সেইরূপ মায়ামুগ্ধ জীবগণ,
ধর্ম্ম-পথ ত্যাগ করি'
প্রলোভনে প্রতারিত হ'য়ে
পাপ-পথে হয় প্রধাবিত :
কাঞ্চন ছাড়িয়া
কাচ ল'য়ে ভুলে থাকে সদা।
বিধাতঃ হে! কেন পাপ স্থজিলে জগতে?
কেন বা করিলে, নাথ,
পাপ-পথ প্রলোভনময়?
পতঙ্গে স্থজিলে যদি,
কেন তবে স্থজিলে অনল?
দেখ নাথ দয়াময়!
প্রজ্বলিত পাপানলে
মনুষ্য-পতঙ্গগণ দলে দলে মরিছে পুড়িয়া।
বোধ হয়, পাপ যদি না স্থজিতেন, প্রভু!
তা' হ'লে এ পান্থশালা সংসারের মাঝে,
জীবনের কয়দিন সুখে বুঝি
যাইত কাটিয়া। কিন্তু দেব,
অণু-পরমাণু হ'তে ক্ষুদ্রতম আমি,
কেমনে বুঝিব তব এ বিরাট্ সৃষ্টির ব্যাপার?
অনুক্ষণ তব পদে এই নিবেদন,
বিশ্বনাথ! পাপ-প্রলোভন মাঝে—
ফেল না এ অধম কিঙ্করে।

অদূরে রাজলক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী।—

গান।

সুখের আবাস মম এতদিনে ঘুচে গেল।
কাল-বিষধরী এসে বিহগীর নীড়ে পশিল॥
যে আমারে ভক্তি করে, আমি থাকি তার ঘরে,
অনাদরে অত্যাচারে কেমনে রহিব বল॥
রাহু গ্রাসিল চাঁদে, হরিণ পড়িল ফাঁদে,
তাই মম প্রাণ কাঁদে, আর না দেখি মঙ্গল॥

শিবি। [চমকিয়া] ওকি ! ওকি।
কাহার করুণ-গীতি পশিছে শ্রবণে ?
কাহার নূপুর-ধ্বনি ?
অন্তঃপুরে কে করে ভ্রমণ ?
কেবা গায় বিষাদ-সঙ্গীত ?
[রাজলক্ষ্মীকে দেখিয়া]
কে তুমি মা ? কে তুমি মা ?
এই ঘোর নিশীথ সময়ে
কোথা হ'তে আসিলে হেথায় ?
কেমনে বা প্রবেশিলে—
প্রহরি-বেষ্টিত এই রাজ-অন্তঃপুরে ?
একাকিনী চলেছ বা কোথায় ?
ভয় কি মা, নাহি তব মনে ?
এ ঘোর নিশীথকালে একাকী ভ্রমিতে হ'লে
বীরের হৃদিও বুঝি হয় বিচলিত।
হিংস্র জন্তুরাও এ সময় রয়েছে ঘুমায়ে।

আর তুমি যুবতী রমণী,
একাকিনী নির্ভয় হৃদয়ে,
অলঙ্কারে বিভূষিত হ'য়ে
কোথায় চলেছ, মাতঃ ?
এ রাজ্যের রাজা আমি,
সত্য পরিচয় দাও মোরে।

লক্ষ্মী। মহারাজ ! আমি তোমার রাজলক্ষ্মী। তোমার পূর্ব্ব-পুরুষের সময় থেকে এতকাল এ সংসারে মহাসুখে বাস কর্‌ছিলেম ; এখন মহারাজ, তোমার রাজপুরী ছেড়ে আমি স্থানান্তরে যাব, তাই মনের দুঃখে এ গভীর নিশিতে তোমার পুরী ছেড়ে যাচ্ছি।

শিবি। [সবিস্ময়ে] কি বল্‌লেন ? আপনি আমার রাজলক্ষ্মী ? মা। আপনার চরণে অসংখ্য প্রণাম করি। মা, আমাকে ত্যাগ ক'রে কেন আপনি স্থানান্তরে গমন কর্‌বেন ? সে কথাটা কি এই অধম দাসকে ব'লে কৃতার্থ কর্‌বে, মা ? এতদিন পরে এই সুপবিত্র চন্দ্রবংশ আমার কোন্ পাপে কলুষিত হ'ল ? যার জন্য আমার পুরুষানুক্রমের রাজলক্ষ্মী, আমার রাজভবন ত্যাগ ক'রে স্থানান্তরে যাচ্ছেন ? এ কথা কি মা, এ দাস জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারে না ?

লক্ষ্মী। মহারাজ ! তোমার রাজভবন আর এখন আমার বাসের যোগ্য নয়।

শিবি। মা ! কোন্ স্থান আপনার বাসের যোগ্য ? আর কোন্ স্থান আপনার বাসের অযোগ্য ?

লক্ষ্মী। মহারাজ ! যে সর্ব্বদা শুচি থাকে, সত্যকথা কয়, আপনার বাসগৃহ, শয্যা, খাদ্য ও সন্তানদের পরিষ্কৃত রাখে, পরস্ত্রীকে মাতৃভাবে দেখে, ঈশ্বরের নাম করে, প্রভাতে ওঠে, রাত্রি এক প্রহরের পর দেড়

-প্রহরের মধ্যে শয়ন করে, পত্নীর সঙ্গে যার সদাই সদ্ভাব, দ্যূতক্রীড়া ও সুরাপানকে মহাপাপ ব'লে ঘৃণা করে, যার গৃহে কলহ নাই, তার গৃহে আমার বাসস্থান। যে মিষ্টভাষী—অহঙ্কারশূন্য—সকলের কাছে বিনয়ী—পরোপকারী—অতিথিসেবা-পরায়ণ—সদা পরিশ্রমী—মিতব্যয়ী, তার গৃহে স্বয়ং ধর্ম্ম সর্ব্বদা বাস করেন ; আর আমিও ধর্ম্মের সঙ্গ ভিন্ন কোথাও থাকি না।

শিবি। মা ! এ দাস শিবির রাজভবনে ঐ গুলির মধ্যে কোন্‌টির অভাব দেখ্‌ছেন, মা ? কোন্ পাপ-ভুজঙ্গ আমার আবাসে প্রবেশ ক'রে রাজলক্ষ্মী বিদূরিত কর্‌তে চেষ্টিত হয়েছে, তা জান্‌তে পার্‌লে এ দাস তার উপযুক্ত প্রতিবিধানে যত্নবান্ হ'তে পারে।

লক্ষ্মী। না মহারাজ, পাপ এখনও তোমার রাজপ্রাসাদে প্রবেশ কর্‌তে পারে নি। যে যে গুণ থাক্‌লে মনুষ্যের আবাস আমার বাসযোগ্য হয়, তার কোনটিই তোমার ভবনে অভাব হয় নি, মহারাজ ! তোমার মত ধার্ম্মিক হরিভক্তিপরায়ণ রাজা পৃথিবীতে আর একটিও নাই।

শিবি। তবে কি মা, আপনার চঞ্চলা নামের অর্থ ও রাজৈশ্বর্য্যের ক্ষণভঙ্গুরতা এ অধম শিবিকে বুঝিয়ে দেবার জন্য আপনার এ উদ্যম, মা ? না—দয়াময়ী কমলা ছলনাময়ী হ'য়ে শিবির পরীক্ষার জন্য সম্মুখে এসেছেন ?

লক্ষ্মী। না, বৎস ! তাও নয়। তুমি অলক্ষ্মী-প্রতিমা রাজভাণ্ডারে এনেছ ; যেখানে অলক্ষ্মী থাকে, সেখানে কি লক্ষ্মী থাক্‌তে পারে ? এইজন্যই আমি তোমার আবাস ত্যাগ ক'রে স্থানান্তরে যাচ্ছি।

শিবি। আর একটি কথা মা, অলক্ষ্মী-প্রতিমা কি মনুষ্যের পূজনীয়া ন'ন্ ?

লক্ষ্মী। পূজনীয়া নয়, তা বলি না। তবে অলক্ষ্মী ও লক্ষ্মীর একত্র অবস্থিতি সম্ভবপর নয়।

শিবি। [সহাস্যে] তবে কি মা, আপনার পক্ষেও অসম্ভব ব'লে কোন পদার্থ আছে নাকি ?

লক্ষ্মী। কারণ জন্মালেই কার্য্যের উৎপত্তি অবশ্যই হ'য়ে থাকে।

শিবি। [কৃতাঞ্জলি হইয়া] মা! এ দাসের আর কিছু বল্‌বার নাই।

লক্ষ্মী। আমারও আর এখানে বিলম্ব কর্‌বার প্রয়োজন নাই।
[গমনোদ্যতা]।

শিবি। মা! আপনাব চরণে প্রণাম করি। [প্রণাম]
[রাজলক্ষ্মীর প্রস্থান।

[সবিস্ময়ে] একি! একি! আবার এক মূর্ত্তি এদিকে আস্‌ছেন! তাঁর পশ্চাৎ আর একজন, তাঁর পশ্চাৎ এক দুই তিন অসংখ্য মূর্ত্তি। একি! আমি কি আজ স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ কর্‌ছি? না, ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল বলে অবস্তুকে বস্তু ভ্রম হচ্ছে ?

দেবগণসহ ইন্দ্রের প্রবেশ।

দেবগণ।—

গান।

কমলা কমলালয়া, যথা দেন্ পদছায়া,
ধর্ম্মসনে দেবতার বাস তথা সাজে।
পুণ্যময় সেই স্থান, দ্বিতীয় স্বরগধাম,
শান্তি, সুখ, পবিত্রতা যেথা সদা রাজে॥
কমলাব অপমানে, অনল জ্বলিছে প্রাণে,
শতধিক্—শতধিক্ মানবের কাজে।
ছাড়ি' সুধা নিরমল, ভক্ষিল সে হলাহল,
চল সবে ত্যাগ করি সেই শিবিরাজে॥

শিবি। আপনারা কে? আর গভীর নিশীথে কিরূপে আমার সুরক্ষিত অন্তঃপুরে প্রবেশ কর্‌লেন? আর কোথায়ই বা গমন কর্‌বেন?

ইন্দ্র। মহারাজ! আমরা দেবগণ। যেখানে লক্ষ্মী থাকেন, আমরাও সেখানে থাকি। লক্ষ্মী আজ তোমার রাজপুরী পরিত্যাগ করেছেন, সুতরাং আমরাও তাঁর অনুগমন কর্‌ছি; দ্বার পরিত্যাগ কর।

শিবি। আপনাদের চরণে প্রণাম করি। [প্রণাম] আপনাদের এ রাজভবন ত্যাগের আর কি কোন কারণ আছে?

ইন্দ্র। লক্ষ্মীহীন স্থানে আমরা কখন বাস করি না, এই কারণ।

শিবি। আমার বক্তব্য শেষ হয়েছে। পুনর্ব্বার প্রণাম করি [প্রণাম]

[দেবগণের প্রস্থান।

দূরে ধর্ম্মের প্রবেশ।

[সবিস্ময়ে] এ কি! ইনি কে?
কি সুদীর্ঘ তুষারধবল দেহ!
পরিধান শ্বেত পরিচ্ছদ!
কিবা স্নিগ্ধ নয়নের জ্যোতিঃ!
মস্তকেতে ধবল উষ্ণীষ,
কর্ণে দোলে ধবল কুণ্ডল,
ধবল মুকুতাহার শোভিছে হৃদয়ে!
সুগম্ভীর পদক্ষেপে
ধীরে ধীরে আসিছেন হেথা।
অহো—কি আশ্চর্য্য—অদ্ভুত ব্যাপার!
সহসা সুগন্ধে পূরে চতুর্দ্দিক্!
ইনি কোন্ দেব?
কে আপনি, মহাভাগ?

ধর্ম্ম। মহারাজ !
ধর্ম্ম আমি, পাপ-পুণ্য সাক্ষী সকলের।
রাজলক্ষ্মী সহ দেবগণ সবে
যথা গিয়াছেন চলি',
আমিও তথায় এবে করিব গমন।
মহারাজ ! ছাড়ি' দাও দ্বার।
লক্ষ্মী সনে দেবগণ থাকেন যথায়,
আমিও তথায় থাকি।

শিবি। দেব ! প্রণিপাত তব পদে। [প্রণাম]
ধর্ম্ম যদি হও তুমি, দেব,
তবে আর পদমাত্র
অগ্রসর হ'য়ো না'ক, প্রভু !

ধর্ম্ম। আর যদি হই অগ্রসর ?

শিবি। কোথা যাবে, প্রভু ?
ভক্তির দৃঢ় শৃঙ্খলে
সদা তুমি বাঁধা গৃহে মম ;
ছিঁড়িলে শৃঙ্খল,
তবু যদি হও অগ্রসর,
তবে—প্রভু !

ধর্ম্ম। তবে ?

শিবি। তবে—প্রভু !
যথাসাধ্য বাধা দিব গমনে তোমার।

ধর্ম্ম। হাঃ ! হাঃ ! হাঃ ! [হাস্য]
কি রাজন্ !

পশুবল পরীক্ষিতে চাহ ধর্ম্মের উপরে ?
তুমিই কি সেই সুধার্ম্মিক,
হরিভক্ত শিবি মহারাজ ?

শিবি। আর তুমিই কি সেই সত্যের রক্ষক,
অকপট ধর্ম্ম মহাভাগ ?

ধর্ম্ম। মহারাজ ! আমিই সেই ধর্ম্ম।

শিবি। না—না—না, অসম্ভব—অসম্ভব !
ধর্ম্ম যদি হও তুমি,
তবে কেন, দেব, ত্যজিবে আমারে ?
ধর্ম্মের রক্ষার তরে—সত্যের রক্ষার তরে—
প্রতিজ্ঞা রক্ষার তরে
অলক্ষ্মী-প্রতিমা আমি করেছি গ্রহণ ;
অলক্ষ্মী গ্রহণ হেতু
রাজলক্ষ্মী এবে মোরে পারেন ছাড়িতে,
লক্ষ্মীসহ দেবগণ পারেন যাইতে।
কিন্তু যে ধর্ম্ম রক্ষিতে
আজ মোর এ দশা ঘটেছে,
সেই ধর্ম্ম যদি মোরে
ছেড়ে যান্ অম্লান বদনে,
তখন বুঝিব ধর্ম্ম তিনি ন'ন্ কভু।
ধর্ম্মরূপ ধরি'
অধর্ম্ম এসেছে মোরে নাশিবার তরে।
তীক্ষ্ণধার এ অসি আঘাতে
খণ্ড বিখণ্ডিত হবে অধর্ম্মের দেহ।

তাই বলি, ধর্ম্ম যদি হও তুমি,
তবে তুমি পারিবে না ছাড়িতে আমায়।
সকলে ছাড়িবে মোরে,
কেবল তুমি মোর সঙ্গে সদা র'বে।
পুনঃ বলি, ধর্ম্ম যদি হও তুমি,
তবে আর পদমাত্র
অগ্রসর হ'য়ো না সম্মুখে।
ক্ষত্রিয় শিবির করে
এই দেখ শাণিত কৃপাণ।

ধর্ম্ম। কি, রাজন্! এত অহঙ্কার?
অসি-বল দেখাও আমারে?
দেখা যা'ক্, তবে
কত বল ধরে তব অসি?
এই আমি অগ্রসর হইনু, রাজন্!
শক্তি থাকে রোধ কর পথ।
আমিও নিরস্ত্র নহি,
এই দেখ ধর্ম্ম-দণ্ড—
ন্যায়-অসি হস্তেতে আমার।
ইহার আঘাতে শত খণ্ড হবে অসি তব।
সাধ্য থাকে, রুদ্ধ কর পথ।

শিবি। পুনঃ বলি, যে হও—সে হও,
সত্য পরিচয় দাও মোরে।
ধর্ম্ম-নাম ত্যাগ কর,
অন্য নামে হও পরিচিত।

ধৰ্ম্ম। ধৰ্ম্ম আমি, এই দেখ হই অগ্রসর।
দেখি তব কত বল দেহে। [অগ্রসর]

শিবি। [অসি উত্তোলন করিয়া]
পুনঃ বলি—সাবধান !
শেষবার বলি—সাবধান ! সাবধান !!

ধৰ্ম্ম। হাঃ ! হাঃ ! হাঃ ! [হাস্য]
মস্তিষ্কের বিকৃতি কি ঘটেছে, রাজন্ ?
ছাড় পথ কিংবা ধর অসি।

শিবি। সাক্ষী থাক, অন্তর্যামী দেব নারায়ণ !
সাক্ষী থাক, অনন্ত আকাশ !
সাক্ষী থাক, নক্ষত্রমণ্ডলী !
সাক্ষী থাক, তুমিও যামিনী।
সাক্ষী থাক, সমীরণ !
সাক্ষী থাক, স্বরগের দেবতামণ্ডলী !
আর ধৰ্ম্ম যদি হও তুমি,
তবে সাক্ষী থাক তুমিও আমার।
ধৰ্ম্ম সনে, ধৰ্ম্ম বলে—
ধৰ্ম্ম-যুদ্ধে হইনু উদ্যত।
ধৰ্ম্ম যদি থাকেন জগতে,
ধৰ্ম্ম যদি থাকেন সম্মুখে,
এখনো ধৰ্ম্মের বলে
যদি চলে নিখিল সংসার,
তবে আমিও ধৰ্ম্মের বলে
ধৰ্ম্মদেবে এখনি জিনিব।

দিব না যাইতে তাঁরে রাজপুরী ছাড়ি'।
যতো ধর্ম্মস্ততো জয় এ কথা নিশ্চয়।
জয় জয় ধর্ম্ম অবতার!

ধর্ম্ম। জয় মহারাজ শিবির জয়!

শিবি। না—না—না,
জয় ধর্ম্মের জয়! [পদ ধরিয়া]
দেব! পদে ধরি, ক্ষম' এ কিঙ্করে।
এবার বুঝেছি প্রভু,
ধর্ম্মদেব নিশ্চয় আপনি ;
তাই মোরে পার নি ছাড়িতে।
যাও প্রভু, নিজ স্থানে,
এই ভিক্ষা মাগি তব পদে।

ধর্ম্ম। সত্যকথা মহারাজ, আমি ধর্ম্ম ; তোমার কথায় এখন আমার মোহ কেটে গেল। তুমি আমাকে রক্ষা কর্‌তে গিয়েই আজ লক্ষ্মীর কোপ-দৃষ্টিতে পড়েছ। তোমাকে সকলে ছেড়ে গেলেও, আমি তোমাকে ছেড়ে যেতে পার্‌ব না ; তা' হ'লে আমার ধর্ম্ম নামে কলঙ্ক হবে। মহারাজ! আশীর্ব্বাদ করি, ধর্ম্মপথে যেন চিরদিন তোমার মতি থাকে। এক্ষণে আমি তোমার পুরী মধ্যেই চল্‌লাম।

[প্রস্থান।

ইন্দ্রাদি দেবগণের পুনঃ প্রবেশ।

দেবগণ। জয় হ'ক্, মহারাজ!

শিবি। এ কি—দেবগণসহ দেবরাজ! আবার যে আপনারা প্রত্যাগমন কর্‌লেন? রাজলক্ষ্মী আপনাদের সঙ্গে আমার ভবন ত্যাগ করেছেন, তথাপি আপনাদের মনস্কামনা পূর্ণ হয় নি? এবার কি এ দাসের জীবন

গ্রহণ করবার জন্য এসেছেন? না—তার চেয়েও কোন গুরুতর অনিষ্ট করা আপনাদের এই প্রত্যাগমনের কারণ?

ইন্দ্র। না, মহারাজ! ধর্ম্ম ছাড়া আমরা থাকি না, তাই ধর্ম্মদেবের সঙ্গে তোমার ভবনে আমরা বাস করতে এসেছি।

রাজলক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী। জয় হ'ক, মহারাজ!

ইন্দ্র। ঐ দেখুন মহারাজ, তোমার রাজলক্ষ্মীও প্রত্যাগত হয়েছেন। যেখানে ধর্ম্ম থাকেন, আমরা কি সে স্থান পরিত্যাগ করতে পারি? আর ধর্ম্মের সহিত আমরা যে স্থানে থাকি, লক্ষ্মীও তথায় বাস করেন। ধন্য মহারাজ! ধন্য আপনার দেব-ভক্তি! ধন্য আপনার ধর্ম্মের প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস।

লক্ষ্মী। আমিও বলি, ধন্য আপনার ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ—ধন্য আপনার কর্ত্তব্যবুদ্ধি! ধর্ম্মপথে যার অটল বিশ্বাস—কর্ত্তব্য পালনের সময় যার স্বার্থের প্রতি বিন্দুমাত্র লক্ষ্য থাকে না—রাজ্যনাশের বাধাও যাকে কর্ত্তব্য পথ থেকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারে না, দেবতাদের সাধ্য কি যে, তার বিন্দুমাত্র অনিষ্ট করে! যান্—মহারাজ! নিশ্চিন্ত মনে যান। রাত্রি অধিক হয়েছে। আমরাও আপনার শান্তিপূর্ণ রাজভবনে পথক্লান্ত শ্রান্তি দূর করি।

শিবি। আপনাদের আজ্ঞা শিরোধার্য্য। দাসের অসংখ্য প্রণাম গ্রহণ করুন।

[প্রণামপূর্ব্বক প্রস্থান।

লক্ষ্মী। দেবরাজ! এইবার দেখলেন ত শিবির কর্ত্তব্যজ্ঞান—ধর্ম্মবুদ্ধি আর দেবভক্তি কত প্রবল? পার্থিব ধনসম্পদে শিবি কতদূর নিস্পৃহ? সত্যরক্ষার জন্য কতদূর তার স্বার্থত্যাগ, এর প্রত্যক্ষ পেলেন ত?

ইন্দ্র। আমি পূর্ব্ব হ'তেই শিবির হৃদয়ের মহত্ত্ব জান্‌তেম, আর সে কথা অনলদেবকে পূর্ব্বেই স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে ব'লেছিলেম। কিন্তু ইনি প্রতি কার্য্যেই পরীক্ষা গ্রহণের উৎসুক; সেইজন্যই আজ আমাদের এই কার্য্যের অবতারণা।

লক্ষ্মী। কেমন অনলদেব, এবার হয়েছে ত? ধর্ম্মের জয় চিরকালই আছে; এখন আমি চল্‌লেম।

[ইন্দ্র ও অগ্নি ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

অগ্নি। ছিঃ—ছিঃ, দেবরাজ! আজ শিবির বুদ্ধির নিকট দেব-বুদ্ধিও পরাজিত হ'ল, এ বড় লজ্জার কথা! কিন্তু আপনি আমার সহায় থাকুন, তা' হ'লেই দেখ্‌ব, শিবি কতকাল পর্য্যন্ত কর্ত্তব্যের পথে স্থির থাক্‌তে পারে। ঐশ্বর্য্যনাশের মমতা শিবিকে মুগ্ধ করতে পারে নি, কিন্তু এবার দেখ্‌ব—স্নেহের মমতা একে অভিভূত ক'রে কর্ত্তব্যের পথ থেকে বিচলিত কর্‌তে পারে কি না? দেখ্‌ব—শিবির হৃদয়ে কতদূর ধর্ম্মবল!

ইন্দ্র। অনলদেব! আমার বিশ্বাস, শিবি যদি প্রকৃত হরিভক্ত হয়, যদি প্রকৃতই হরিভক্তির পবিত্রধারা তার হৃদয়ক্ষেত্রে প্রবাহিত হ'য়ে থাকে, এই সংসারকে যদি তার অবিদ্যার কুহক ব'লে নিতান্ত ক্ষণভঙ্গুর বোধ হ'য়ে থাকে, তবে আমরা সকলে মিলে মমতার অগ্নিরাশি প্রজ্বলিত কর্‌তে উদ্যত হ'লেও আমাদের সে চেষ্টা কখনও ফলবতী হবে না। হরিভক্তির শীতলধারা হরিনাম তরঙ্গের সহিত মিলিত হ'য়ে নিমেষের মধ্যে সে অগ্নিকে নির্ব্বাপিত ক'রে ধর্ম্ম-বন্যায় তার মনকে ভাসিয়ে নিয়ে লক্ষ্মীনারায়ণের পদরূপ বৈকুণ্ঠের পবিত্র সাগর-সঙ্গমে বিলীন কর্‌বে। সূর্য্যোদয়ে কুহে-লিকার ন্যায় আমাদের কুহক জালও শূন্যে বিলীন হ'য়ে যাবে।

অগ্নি। দেবরাজ! মনুষ্য-হৃদয় যে, এতদূর নিস্পৃহ—নির্লোভ—নিঃস্বার্থ হ'তে পারে, এ বিশ্বাস কখন করি না; এবং যতদিন পর্য্যন্ত

আমাদের সমস্ত পরীক্ষায় শিবি কিংবা তার পুত্র-কন্যা সম্পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হ'তে না পার্‌বে, ততদিন তা কর্‌বও না।

ইন্দ্র। সে কি, অগ্নিদেব! পুত্র-কন্যার প্রতি পরীক্ষা কেন? হিমাচলের গগনস্পর্শী শিখর মহাঝটিকার তীব্র বেগ সহ্য কর্‌তে পারে ব'লে কি সহকার কিংবা মাধবীলতা সহ্য কর্‌তে পারে?

অগ্নি। দেবরাজ! দৃষ্টান্ত দ্বারা সকল সময়ে তর্কের মীমাংসা হয় না, জান্‌বেন। শিবি যদি যথার্থই সাধুহৃদয় হয়, তবে তার পুত্র-কন্যাও নিশ্চয়ই সেই গুণ লাভ করেছে। কিন্তু আমি এখনও বল্‌ছি—দেবরাজ, মানব মায়াময় সংসারে থেকে ধর্ম্মপথে ততদূর অগ্রসর হ'তে পারে ব'লে আমি বিশ্বাস করি না। এইজন্যই আমার আবার পরীক্ষার ইচ্ছা। নতুবা এ প্রশ্নের—এ সন্দেহের মীমাংসা হবে না।

ইন্দ্র। অগ্নিদেব! শিবি সামান্য নর নয়, নর-দেবতা। তার হৃদয় নিস্তরঙ্গ সাগরের ন্যায় নির্ব্বিকার অথচ অগাধ গাম্ভীর্য্যময়—অতলস্পর্শ।

অগ্নি। ঝটিকার বেগে যখন সে সাগর-হৃদয়ও চঞ্চল হয়, তখন মায়ার কুহকে শিবির হৃদয় কতক্ষণ স্থির থাক্‌তে পারে, সেইটা দেখ্‌তে আমার বিশেষ আগ্রহ হয়েছে।

ইন্দ্র। কিন্তু আমিও আপনাকে বল্‌ছি, আমাদের কোন চেষ্টাই সফল হবে না। সর্ব্বত্রই শিবি ধর্ম্মবলে জয়লাভ কর্‌বে। যেদিন প্রলোভনে শিবির মন আকৃষ্ট হবে, সেদিন দেখবেন—সূর্য্যও পূর্ব্বাচল ত্যাগ ক'রে পশ্চিমাচলে উদিত হবেন।

অগ্নি। তাই যদি হয়, তবে তারও পরীক্ষার প্রয়োজন।

ইন্দ্র। ভাল, পরীক্ষা আরম্ভ করুন। এখন চলুন, রাত্রি প্রভাত হয়েছে। ঐ শুনুন—বৈতালিকগণ শিবির নিদ্রাভঙ্গের গান কর্‌ছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

বৈতালিকগণের প্রবেশ।

বৈতালিকগণ।—

গান।

ওঠ—ওঠ মহারাজ, বিভাবরী অবসান।
ললিত পঞ্চম তানে বিহগ ধরিছে তান॥
পূরবে লোহিত ছবি,
ওই দেখ ওঠে রবি,
মুদিত আঁখিকমল কেন তবে মতিমান্॥
জগদীশ নাম স্মরি,
ওঠ শয্যা পরিহরি,
রাজ-সিংহাসনে বসি' পাল' প্রজা গুণবান্॥

[প্রস্থান।

ঐক্যতান বাদন।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কেরল—রাজসভা।

কেরলরাজ পৃথুপালসিংহ, সেনাপতি কীর্ত্তিসিংহ
ও মন্ত্রী যথাস্থানে সমাসীন।

পৃথু। শোন, মন্ত্রি। শোন, সেনাপতি!
সূর্য্যবংশে জনম আমার।
পূর্ব্বপুরুষের সেই
সুপবিত্র শোণিতের ধারা
শিরায় শিরায় মোর এখনো বহিছে।
এ বংশের আদিম পুরুষ
পুণ্যময়—তেজোময় দেব দিবাকর
সহস্র কিরণধারা করি' বরিষণ
এখনও বিরাজিত অনন্ত আকাশে।
এখনো তাঁহারে সবে
গ্রহপতি বলি' করে প্রণিপাত।
এখনো তাঁহার তেজে
আলোকিত এ বিশ্বসংসার।
তাঁহার প্রভাব বলে
দিবা নিশা, বর্ষ মাস, ঋতু প্রবর্ত্তন,

এখনো হতেছে ধরাতলে।
তাঁহা'রি কৃপায় বরষে জীমূত,
ফুলে ফলে শোভিছে ধরণী।
সেই বংশে লভিয়া জনম
হীন—কাপুরুষ মত
শিবি-আজ্ঞা ধরিব মস্তকে ?
সিংহের শাবক হ'য়ে
করিব শৃগাল-পদসেবা ?
মাতঙ্গ কি পতঙ্গে সেবিবে ?
অহো, দূর হ'ক্—এ পাপ-কল্পনা !

কীর্ত্তি। মহারাজ ! আজ্ঞা কর দাসে,
দাও তব শুভ আশীর্ব্বাদ,
দাও পদধূলি, রণে হই অগ্রসর।
উদ্বেল সিন্ধুর মত মম শত্রুগণ
শত্রুসৈন্য দেবে ভাসাইয়া।
দেখুক বিপক্ষদল
এই বাহুদ্বয় কত বল ধরে !
দেখুক্ জগৎ—
কত বলবান্ এই কেরলাধিপতি।
শোণিতের শেষবিন্দু থাকিতে শিরায়,
নাসিকায় থাকিতে নিঃশ্বাস,
এই অসি থাকিতে এ করে,
দূর হ'ক্ অপরের কথা—
শমনেও ডরি না, রাজন্ !

মন্ত্রী। সেনাপতি! বীর-ধুরন্ধর!
কেরলের গৌরব-তপন!
জানি আমি পরাক্রম তব,
জানি হে কর্ত্তব্য বুদ্ধি তব,
জানি তব অসীম সাহস,
জানি তব অদম্য উৎসাহ।
শিশুর শৈশব-ক্রীড়া মত
জানি আমি যুদ্ধ তব আমোদের ক্রীড়া।
কিন্তু—

পৃথু। আর কিন্তু কেন, মন্ত্রি! এখন আমার কিন্তুর সময় নাই; এখন যুদ্ধ—যুদ্ধ—যুদ্ধ! শত্রুবধ—শত্রুবধ—শত্রুবধ! শিবি রাজার সেই গর্ব্বিত সেনাপতির ছিন্নমুণ্ড দর্শন। শিবি পদে শৃঙ্খল বন্ধনে অগণ্য শত্রুর শোণিত-ধারায় রণচণ্ডীর লোলরসনার তৃপ্তি সাধন, আর এই সসাগরা ধরণীর মধ্যে সগর্ব্বে আমার জয়ঘোষণা। বাহুবল—পুরুষকার—শত্রু-সংহার।

মন্ত্রী। মহারাজ!

পৃথু। [বাধা দিয়া] আর কেন, মন্ত্রি! পুরুষকার দেখাও—যুদ্ধ কর।

মন্ত্রী। কিন্তু মহারাজ, দৈব ভিন্ন পুরুষকার যে সফলতা লাভ কর্‌তে পারে না, এ কথা বোধ হয়, মহারাজের অবিদিত নাই।

পৃথু। দৈব প্রধান হ'লেও কেবল মাত্র দৈবের উপর নির্ভর করা আর কাপুরুষতার আশ্রয় গ্রহণ করা একই কথা।

মন্ত্রী। তা' হ'লেও মহারাজ, অধীনের বাচালতা মার্জ্জনা কর্‌বেন। সময়, সামর্থ্য, অবস্থা, কার্য্য, কারণ প্রভৃতির বিবেচনা না ক'রে কেবল পুরুষকারবাদী হ'য়ে পৌরুষের আশ্রয় গ্রহণ করা অধিকাংশ সময়ে দাম্ভিক-তায় পরিণত হয়। পরিণামে প্রায়ই পুরুষকারবাদীর অনিষ্ট ঘ'টে থাকে।

পৃথু। প্রায় ঘ'টে থাকে, তোমার এই কথাই যদি সত্য ব'লে গ্রহণ করা যায়, তা' হ'লে অধিকাংশ স্থলে তা' হ'তে পারে। কিন্তু কোথাও না হ'তেও ত পারে। কোথাও হয় ত দৃঢ় অধ্যবসায়-সম্পন্ন ব্যক্তিকে দৈব আপনিই আশ্রয় করে না কি?

মন্ত্রী। মহারাজ! করে না, এ কথা বলি না। কিন্তু তার সংখ্যা বোধ হয়—সহস্রের মধ্যে এক।

পৃথু। তাই যদি সত্য হয়, তা' হ'লে সেই সহস্রের মধ্যে আমিও এক হ'তে পারি ত?

মন্ত্রী। পারেন, কিন্তু ততদূর সন্দেহের মধ্যে না থেকে স্থির নিশ্চিতের মধ্যে থাকা কি শ্রেয়স্কর নয়, মহারাজ? সন্তরণে মহাসিন্ধুর অসীম জলরাশি অতিক্রম কর্‌তে চেষ্টা করা অপেক্ষা, সুদৃঢ় অর্ণবযান নিম্মাণ ক'রে সুনিপুণ পোত-চালকের সাহায্যে পার হবার জন্য প্রস্তুত হওয়া কি মঙ্গলজনক ও যুক্তিসঙ্গত নয়, মহারাজ? সূর্য্যের খরতর কিরণে উত্তপ্ত বালুকাময়ী মরুভূমির অনন্ত বালুকারাশি মধ্যাহ্নে পদব্রজে অতিক্রম চেষ্টা করা অপেক্ষা জ্যোৎস্নার শীতল রজনীতে অতিক্রম কর্‌বার চেষ্টা কি যুক্তিসঙ্গত ও সর্ব্বজন-প্রশংসিত নয়, মহারাজ?

পৃথু। ভাল ভাল, অত ভূমিকার প্রয়োজন নাই, তোমার স্বাধীন মত তুমি স্বচ্ছন্দে ব্যক্ত কর্‌তে পার।

মন্ত্রী। মহারাজ! আমার বিবেচনায় এখন শিবিরাজার সঙ্গে শত্রুতা করা অপেক্ষা অপরাপর নরপতির ন্যায় তাঁর অধীনতা স্বীকার করা বুদ্ধি-মানের কার্য্য। কারণ এখন আমাদের ধনভাণ্ডার ও সৈন্যবল শিবির সমকক্ষ নয়; এ অবস্থায় যুদ্ধের পরাজয়ের সম্ভাবনাই অধিক। তার চেয়ে আমরা এখন থেকে সৈন্যবলে যাতে শিবির সমকক্ষ হ'তে পারি, অতি সংগোপনে—সাবধানে—ধীরতা সহকারে সেইরূপ চেষ্টা করা হ'ক্।

তখন এই সমরায়োজনে সৌভাগ্যলক্ষ্মী নিশ্চয়ই আমাদের পক্ষ আশ্রয় কর্‌বেন।

দৌবারিকের প্রবেশ।

দৌবা। মহারাজ! শিবি রাজার সেনাপতি জয়সেনের নিকট থেকে একজন দূত এসেছে; সে রাজদর্শন প্রার্থনা করে।

পৃথু। দূতকে এখানে আন্‌তে পার।

দৌবা। যে আজ্ঞে। [প্রস্থান।

পৃথু। মন্ত্রি! তোমার কথা যুক্তিসঙ্গত বটে। যাই হ'ক্, অগ্রে দূতের নিকট সংবাদ অবগত হ'যে পরে যথাকর্ত্তব্য করা যাবে।

দূতের প্রবেশ।

দূত। মহারাজ! যদি অনুমতি দেন, তবে আমাদের সেনাপতি মহাশয়ের আদেশ আপনার পদে নিবেদন কর্‌তে পারি।

পৃথু। [সক্রোধে] সেনাপতি জয়সেনের আদেশ, কার প্রতি?

দূত। মহারাজের প্রতি।

পৃথু। কোন্ মহারাজের প্রতি?

দূত। কেরলপতি পৃথুপাল সিংহের প্রতি।

পৃথু। দূত! তোমার মস্তিষ্কের বোধ হয়, বিকৃতি ঘ'টে থাক্‌বে। ভাল—অগ্রে তুমি স্নানাহার ক'রে প্রকৃতিস্থ হও, পরে তোমার কথা শোনা যাবে।

দূত। মহারাজের আশীর্ব্বাদে আমি সম্পূর্ণরূপেই প্রকৃতিস্থ আছি। অগ্রে আমার প্রভুর আদেশ ব্যক্ত করি, পরে সম্ভব হ'লে মহারাজের আতিথ্য গ্রহণে কৃতার্থ হব। আমার প্রভু জয়সেন আপনাকে আদেশ করেছেন যে, এই সসাগরা ধরণীর একমাত্র সার্ব্বভৌম সম্রাট্ মহারাজাধিরাজ

শিবির প্রচলিত রাজনিয়ম অনুসারে আপনি ধর্ম্মমতে প্রজা পালন করুন, তাঁর বিদ্রোহিতা ত্যাগ করুন ; নতুবা যুদ্ধের জন্য—

পৃথু। [বাধা দিয়া]

স্থির হও, গর্ব্বিত বাচাল !

শেষ কথা তব না চাই শুনিতে।

সুপ্রসিদ্ধ সূর্য্যবংশে বীর কেহ নাহি আর —

ওহো, নিঃক্ষত্রিয় হয়েছে কি ধরণীমণ্ডল ?

দূত। বীরাগ্রগণ্য মহারাজ শিবি এবং তাঁর নব সেনাপতি জনমেন জীবিত থাকৃতে পৃথিবী বীরশূন্য কেন হবেন, মহারাজ ?

পৃথু। ধিক্—ধিক্—শতধিক্ তোরে !

কি বলিব দূত তুই ?

দূতবধ নীতি বহির্ভূত—

নতুবা উপযুক্ত প্রতিফল দিতাম এখনি।

দূত। মহারাজ ! আমি বার্ত্তাবহ মাত্র। কিন্তু মহারাজাধিরাজ শিবির দূতের সময়ের মূল্য স্বল্প নয়। যেরূপ আপনার অভিপ্রায় হয়— জান্‌তে পার্‌লে, সেনাপতি পদে নিবেদন কর্‌তে পারি।

পৃথু। শোন্ দূত ! বলিস্ সে গর্ব্বিত যুবকে,

প্রজ্বলিত বহ্নিমাঝে

ক্ষুদ্রতম পতঙ্গের মত—

হীনপ্রাণ বিবর্জ্জিতে যেন

আর পদ মাত্র অগ্রসর

নাহি হয় কেরল নগরে।

নির্ব্বোধ বলিয়া একবার ক্ষমিলাম তারে,

বার বার ক্ষমা—অসম্ভব।

দূত। যে আজ্ঞে, তবে আমি বিদায় হই। [প্রস্থানোদ্যত]

কীর্ত্তি। শোন্ দূত, আর তুই বলিস্ তাহারে,
কীর্ত্তিসিংহ থাকিতে জীবিত,
জয়সেনের স্পর্শে
কলঙ্কিত হবে না কেরল।
বীরমাতা এ কেরল ভূমি,
বীরপ্রসবিনী কেরল রমণী,
কেরল নিবাসিগণ বিধাতার অদ্ভুত নির্ম্মাণ।
রণভূমি ক্রীড়াক্ষেত্র—সংগ্রাম শৈশব-ক্রীড়া,
শত্রুগণ ক্রীড়ার পুতুল ;
সংগ্রামই ইষ্টমন্ত্র—দেহপাত সাধন প্রণালী ;
প্রাণ দান সাধন-দক্ষিণা।
শেষ লক্ষ্য বীরভোগ্য সুখ স্বর্গধাম।
এই ভাবে কেরল নিবাসিগণ
সদা করে জীবন যাপন।
জানে সবে জয়সেনের বাহু কত বল ধরে,
কত বল ধরে শিবিরাজা।
মায়া যদি থাকে তার প্রাণে,
প্রাণ ল'য়ে অবিলম্বে যাক্ পলাইয়া ;
এই কথা বলিস্ তাহারে।

দূত। যে আজ্ঞে, আজ আর আপনার অধিক কথা শোন্বার আমার অবসর নাই। অবসর মত যুদ্ধক্ষেত্রে কিংবা কারাগারে আপনার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ কর্‌তে পার্‌লে কৃতার্থ হব। তবে এখন চল্‌লাম।

[প্রস্থান।

পৃথু। মন্ত্রি। এখন বুঝ্লে ত যে, যুদ্ধ অনিবার্য্য। শিবি-সেনাপতির একজন সামান্য দূতের কথা কতদূর তেজোব্যঞ্জক, কতদূর দর্পপূর্ণ, কতদূর অব স্থচক, তা ত সম্মুখেই দর্শন করলে। যার শরীরে বিন্দুমাত্রও ক্ষত্রিয়শোণিত প্রবাহিত আছে, উচ্চকুলে জন্ম ব'লে যার মনে আত্মাভিমানের লেশমাত্রও বিদ্যমান আছে, যে একদিনও অসি ধারণ ক'রে আপনাকে ক্ষত্রিয় ব'লে পরিচয় দিয়েছে, তার রক্তমাংসময় দেহে এ অন্যায় কখনই সহ্য হয় না।

মন্ত্রী। কিন্তু মহারাজ! এ অবস্থায় যুদ্ধ করাও ত যুক্তিসঙ্গত নয়। এ অবস্থায় যুদ্ধ করলে বুঝ্তে হবে যে, দৈব আমাদের প্রতি নিতান্ত প্রতিকূল। আমাদের বিপদ্ অবশ্যম্ভাবী—পরাজয় নিশ্চয়।

পৃথু। মন্ত্রি। আমি আর কোন কথা শুন্তে চাই না—যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী সেনাপতি। তুমি অবিলম্বেই সেনাগণকে সুসজ্জিত ক'রে সর্ব্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক। শত্রুসৈন্যের রুধির ধারায় রণচণ্ডীর বিরাট্ তৃষা-শান্তির আয়োজন কর। কেবল রাজ্য কাপুরুষের লীলাভূমি নয়, এ কথা জগতে প্রচারিত হবার এই শুভ অবসর উপস্থিত হয়েছে। এখন—এখন পুরুষকার—পুরুষকার—পুরুষকার।

মন্ত্রী, জয়। রাজ আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[উভয়ের প্রস্থান।

রাণী জয়ন্তীর প্রবেশ।

জয়ন্তী। মহারাজ! যুদ্ধ যুদ্ধ ব'লে যে চতুর্দ্দিক্ থেকে সংবাদ আস্ছে, এ সংবাদ কি সত্য?

পৃথু। দেবি! যখন ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ ক'রে ক্ষত্রিয় রাজার মহিষী হয়েছ, তখন এ সংবাদের নূতনত্ব কি, দেবি? যুদ্ধ যে আমাদের দৈনন্দিন কার্য্য—যুদ্ধ যে আমাদের আমোদের ক্রীড়া। প্রেমিকের কর্ণে প্রেম-

সঙ্গীতের ন্যায় যুদ্ধ শব্দটি যে, ক্ষত্রিয়ের হৃদয়ে নূতন উৎসাহধারা প্রবাহিত ক'রে দেয়, এ কথা কি জান না, মহিষি!

জয়ন্তী। কার সঙ্গে যুদ্ধ, মহারাজ, কার আয়ুশেষ হয়েছে? রঙ্গমঞ্চে কার লীলা নাটকের অভিনয় শেষ হ'য়ে এসেছে, নাথ?

পৃথু। কাশীপতি শিবিরাজার।

জয়ন্তী। সে কি নাথ, মহারাজ শিবির সঙ্গে যুদ্ধ? কেন, নাথ! তোমার পূর্ব্বপুরুষেরা সকলেই ত কাশীরাজের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে এসেছেন, আজ তবে তাঁর সঙ্গে এরূপ শত্রুতার কারণ কি? শুনেছি, তিনি ত আমার আত্মীয়।

পৃথু। এক আকাশে যেমন দুই সূর্য্য শোভা পায় না, সেইরূপ এক পৃথিবীতে দুইজনের আধিপত্য বিসদৃশ। তাই একজন অপরকে পরাভব ক'রে আপনার অধীন করতে চেষ্টা করে। এই জন্যই যুদ্ধের আয়োজন—শিবির আধিপত্য আমার অসহ্য ব'লেই আজ এই যুদ্ধের আয়োজন।

জয়ন্তী। কিন্তু মহারাজ, তোমার পক্ষ কি জয়ী হবে ব'লে বিশ্বাস কর?

পৃথু। অবিশ্বাসের কি কোন কারণ আছে?

জয়ন্তী। এ পর্য্যন্ত শিবিকে কেউ পরাজয় করতে পেরেছে কি? যদিই বা পেরে থাকে, তার নাম ত আমি শুনি নি।

পৃথু। এ পর্য্যন্ত শিবি কয়জন পৃথুপাল সিংহের সঙ্গে—কয়জন কীর্ত্তি-সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে? জয়-পরাজয় ত পুরুষের পুরুষকারের উপর নির্ভর ক'রে থাকে, দেবি!

জয়ন্তী। মহারাজ শিবির সঙ্গে যুদ্ধের পূর্ব্বে সকলেই ঐ কথা ব'লে থাকে। কিন্তু মহারাজ, একবার স্থির মনে চিন্তা ক'রে দেখ দেখি, তোমার রাজ্যের অবস্থা কতদূর শোচনীয়! এর উপর আবার যুদ্ধ!

মহারাজ! মহারাজ! তোমার পায়ে ধরি, এ পাপকার্য্য থেকে নিরস্ত হও। আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী হ'য়ে কখনই তোমাকে এই পাপকার্য্যে লিপ্ত হতে দেবো না।

পৃথু। পাপ! কিসের পাপ দেবি?

জয়ন্তী। যদি পাপ ব'লে না ভাবেন, তবে এই যুদ্ধে যে, অসংখ্য নরহত্যা হবে—অসংখ্য নারী বিধবা হবে—অসংখ্য পিতা পুত্রহীন হবে—কত বংশ নির্ব্বংশ হবে। এই ভীষণ নরমেধ-যজ্ঞের পরিণাম কি ভীষণ—কিরূপ লোমহর্ষণ—কিরূপ হৃদয়-বিদারক, একবার সেইটে ভেবে দেখ দেখি, মহারাজ! আর এক কথা—এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী কে, মহারাজ?

পৃথু। দায়ী সেই কালের কাল মহাকাল। হত্যা কোথায় নাই, দেবি! পিতার হস্তে পুত্রহত্যা—পুত্র হস্তে পিতৃহত্যা—স্বামী হস্তে স্ত্রী হত্যা—স্ত্রী হস্তে পতিহত্যা—রাজার আদেশে প্রজা হত্যা—শত্রু হস্তে শত্রু হত্যা, হত্যা কোথায় নাই, দেবী? পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, বৃক্ষ লতা, যে দিকে তাকাবে, সেইদিকেই কেবল হত্যা—হত্যা—হত্যা! সংহাররূপী মহাকাল নানা মূর্ত্তি ধারণ ক'রে হত্যাকার্য্য সাধনেই সর্ব্বদা নিযুক্ত। এ হত্যার বিরাম নাই—সীমা নাই, হত্যাকার্য্যই তাঁর আনন্দ। এ কার্য্য পাপজনক নয়, দেবি! তাই বলি মহিষি! তুমিও এই মনোমোহিনী বেশ পরিত্যাগ ক'রে রণরঙ্গিণী বেশে আমার এই যুদ্ধকার্য্যে সাহায্য কর। হয় জয়লাভ ক'রে শিবির গর্ব্ব খর্ব্ব কর্‌ব, নয় আমাদের রক্তধারায় যুদ্ধভূমির অঙ্গরাগ বৃদ্ধি কর্‌ব।

জয়ন্তী। মহারাজ! আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি রমণী। যুদ্ধ-নীতি বুঝি নে, মহারাজ! আর যখন তোমার আমি অর্দ্ধাঙ্গ, তখন তোমার পরিণাম আর আমার পরিণাম একই। কিন্তু নাথ, সেই আধ-বিকশিত কুসুম দুটির মত

তোমার সেই শিশুপুত্র দুটির পরিণাম কি একবারও মনে মনে ভেবে দেখেছ ?

পৃথু। ভাব্‌বার সময় হ'লেই ভেবে দেখা যাবে ; অসময়ে বৃথা চিন্তার প্রয়োজন দেখি না।

জয়ন্তী। ভগবান্‌ না করুন—কিন্তু সেরূপ সময় যখন আসে, তখন্‌ আর ভাব্‌বারও সময় থাকে না ; এই জন্য পূর্ব্বে ভেবে কার্য্য করাই বুদ্ধিমানের বুদ্ধিমত্তার পরিচয়।

পৃথু। কেরলপতি পৃথুপাল স্ত্রীবুদ্ধিতে পরিচালিত হ'য়ে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয় না।

জয়ন্তী। সত্য, কিন্তু মহারাজ, আমার এক ভিক্ষা। কেরলপতির পুত্র যেন অনাথ বালকের ন্যায় প'থে পথে কেঁদে কেঁদে না বেড়ায়। সিংহ-শাবককে যেন কুক্কুরবৃত্তি আশ্রয় কর্‌তে না হয়। যাদের পিতা লক্ষ লক্ষ লোকের আশ্রয়, তাদের আবার যেন আশ্রয়ের জন্য দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ কর্‌তে না হয়।

শক্তিকুমার ও শান্তিকুমারের প্রবেশ।

শক্তি। বাবা ! বাবা ! তুমি নাকি যুদ্ধ কর্‌তে যাবে ?

পৃথু। হাঁ, বাবা !

শক্তি। তবে আমিও তোমার সঙ্গে যাব, বাবা ! তুমিও শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বে, বাবা ! আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে হবে।

শান্তি। যুদ্ধ কি রকম, বাবা ?

পৃথু। তোমরা যেমন একটা পুতুলের ঘাড়ে আর একটা পুতুল, দুটোর ঘাড়ে দশটা চাপিয়ে খেলা কর, আমাদেরও সেইরূপ যুদ্ধটা পুতুল খেলা, বাবা !

শান্তি। আচ্ছা বাবা, যে পুতুলগুলো ভেঙে যায়, সেগুলো কি হয়? তাদের আবার জোড়া দাও—না ফেলে দাও?

পৃথু। জ্যান্ত পুতুল খেলার পুতুলের মত ভাঙ্‌লে আবার জোড়া লাগে না, বাবা! তখন তাদের ফেলে দেওয়া হয়।

শান্তি। তবে বাবা, ও খেলা ভাল নয়।

[দূরে সৈন্য-কোলাহল]

পৃথু। দেবি! দেবি! ঐ শোন, ঐ সেই বিপক্ষ সৈন্যের কোলাহল। ঐ গগনভেদী, কোলাহল শ্রবণ ক'রে পৃথুপালসিংহ অন্তঃপুরমধ্যে রমণীর ন্যায় আর আবদ্ধ থাকৃতে পারে না! যুদ্ধ—যুদ্ধ—যুদ্ধ!

[বেগে প্রস্থান।

জয়ন্তী। লীলাময় ভগবন্! তোমার লীলাসাগরের অতল জলে কোন্ লীলা আছে, তুমিই জান।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

হিমালয়ের অপর পার্শ্ব—মানস-সরোবর।

ছদ্মবেশে ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। কি সুন্দর! কি সুন্দর দৃশ্য!
অস্তমিত দেব দিবাকর;
তিমির অবগুণ্ঠনে ঢাকিয়া বদন
সন্ধ্যা সতী নামিছে ধরায়।
মানস-সরসী মাঝে
যত ছিল প্রফুল্ল কমল,
সবগুলি গিয়েছে মুদিয়া।
কিবা শান্তিময় স্থান!
যেদিকে তাকাই—
কেবল—কেবল তুষার-মণ্ডিত হিমাচল।
গিরি-চূড়া হ'তে যত দূর দৃষ্টি চলে,
ততদূর পুণ্যভূমি
আর্য্যাবর্ত্ত রয়েছে বিস্তৃত।
যার বক্ষ দিয়া ভাগীরথী,
সরস্বতী, নর্ম্মদা যমুনা,
সিন্ধু কাবেরীর ধারা
অনন্ত লহরী সনে নাচিতে নাচিতে
চলিয়াছে নীলাম্বু দর্শনে।

যার তপোবন হ'তে
প্রণবের প্রথম ঝঙ্কার
উঠেছিল মহাব্যোম-পথে,
যার স্নিগ্ধ শোভা হেরে
পবিত্র বৈদিকছন্দে
মুনিগণ গায়িতেন গান,
যার রূপে মুগ্ধ হ'য়ে
ভগবান্ নারায়ণ—
শান্তিময় বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া
মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ আকারে
বার বার জন্মেন হেথায়,
ওই সেই আর্য্যাবর্ত্ত।

ছদ্মবেশে অগ্নির প্রবেশ।

অগ্নি। আর সেই আর্য্যাবর্ত্ত-অধীশ্বর
একমাত্র এবে শিবি রাজা।
ধন রত্নে পরিপূর্ণ
সুবিশাল কোষাগার তার,
পরিখা বেষ্টিত দুর্গে
মহাবল সৈন্যগণ
বীরদর্পে করে আস্ফালন।
প্রাসাদের চূড়া তার
অমরাবতীকে তব করি' উপহাস
মেঘলোকে মিশায়েছে দেহ।
কুসুম-কানন তার

নন্দন-কাননে ব্যঙ্গ করি'
শোভে গঙ্গাতীরে।
ধন্য শিবি মহারাজ!
এবে মর্ত্তবাসিগণ দেবনাম ভুলি'
শিবি-নাম গাইছে সকলে।
দেখিবে, বাসব!
অগ্নির ভবিষ্য বাণী
একদিন ফলিবে নিশ্চয়।
দেখিও—একদিন এই শিবিরাজা
দেবরাজ-সিংহাসনে উপবিষ্ট হ'য়ে
স্বর্গরাজ্য করিবে শাসন।

ইন্দ্র। পুনঃ বলি, বৈশ্বানর!
মহাভ্রমে নিপতিত তুমি।
ওহো! লজ্জা পাই স্মরি' তব কথা।

অগ্নি। এতদূর? এতদূর?
কেন—কেন, দেবরাজ!
কার জন্য এত তিরস্কার?
কোন্ কাজে সাধিয়াছি বাদ?
হীনবুদ্ধি আমি?
কি হেন লজ্জার কাজ
করিয়াছি দেবের সমাজে,
যার তরে এত লজ্জা তব?

ইন্দ্র। পরিহাস ছাড়, অগ্নিদেব!
তোমার কথায় ভুলে

প্রলোভনে ভুলাইতে
বিষ্ণুভক্ত ধার্ম্মিকের মন,
স্বর্গ বিদ্যাধরীগণে
পাঠাইলে গোমুখী-নির্ঝরে,
বসন্তে লইয়া রতি সহ রতিপতি
প্রকাশিল কত মায়াজাল,
কিন্তু কি ফল ফলিল তায় ?
প্রলোভনে পদাঘাত করিয়া অচিরে
লভিল শিবি দেবাদিদেব শিব অনুগ্রহ।
এইরূপ তারে যতবার যাবে প্রতারিতে,
ততবার হবে তুমি
মহাক্ষুব্ধ, ব্যর্থমনোরথ।
তাই বলি অগ্নিদেব,
কাজ নাই আর প্রলোভনে।

অগ্নি। আবার—আবার সেই কথা,
পুনর্ব্বার সেই দুর্ব্বলতা ?
এই দুর্ব্বলতা ফলে
দানব-সমরে তুমি হয়েছ পরাস্ত ;
বার বার দেবগণ
মর্ম্মভেদী সয়েছে নিগ্রহ।
অহো ! স্মরিলে সে সব কথা,
শিরায় শিরায় বহে বৈদ্যুতিক ধারা।
দেববালাগণ সনে অমরাবতীর রাণী
মহাবীর জয়ন্তের মাতা—

অহো! অহো! অসহ্য! অসহ্য!
স্মরিব না আর সে কাহিনী।
দেবরাজ! দেবরাজ!
অগ্নিবাক্যে রাখ সুবিশ্বাস।
নবীন উৎসাহে পুনঃ হ'য়ে প্রোৎসাহিত,
চল যাই শিবিরে ছলিতে।
বার বার বিধিমতে
ধর্ম্মবল পরীক্ষিতে তার,
দেখিব—দেখাব সবে
কত বল ধরে সেই
পৃথিবীর মায়ান্ধ মানব।
ওকি! ওকি!

পাগলিনীবেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। হাঃ! হাঃ! হাঃ!

গান।

সরমে মরম ফেটে যায়।
আপন মনে হাস্‌ব কত হায়—হায়—হায়॥
পাহাড়ের উচ্চ চূড়ো,
ফুলের চাপে হয় না গুঁড়ো,
মশার হুল্ ফুটুলে শুঁড়ে, হাতী কি টের পায়।
শেয়ালের ডাক্ শুনে সিংহী কি তাকায়॥

[প্রস্থান।

অগ্নি। দেখ্‌ছি একটা পাগ্‌লী, উল্কার মত যেমন ছুটে এল, তেমনি আবার বিদ্যুদ্বেগে চ'লে গেল।

ইন্দ্র। কিন্তু বৈশ্বানর, পাগ্‌লীর গানের অর্থ কি কিছু বুঝ্‌লেন? আমাদের এই গুপ্ত মন্ত্রণা—নিগূঢ় অভিসন্ধি অনায়াসে বুঝ্‌তে পেরে পাগ্‌লী যেন তিরস্কার ও ব্যঙ্গ ক'রে চ'লে গেল। ওঃ! কি মর্ম্মভেদী ব্যঙ্গ, অগ্নিদেব!

অগ্নি। আপনার সকলই অদ্ভুত, মহারাজ! অপ্সরার দুটো প্রেমের গান শুনে শিবি মোহিত হয় নি, তাই দেখে আপনি অমনি স্থির-সিদ্ধান্ত ক'রে বস্‌লেন যে, সংসারের কোন প্রলোভনই আর তাকে কর্ত্তব্য পথ থেকে বিচলিত কর্‌তে পার্‌বে না। কোথাকার এক বেটী পাহাড়ী পাগ্‌লী এসে আপনার মনে কি একটা গান গেয়ে মাথার জ্বালায় ছুটে চ'লে গেল, তাই দেখে আপনি অমনি অনুমান ক'রে বস্‌লেন যে, পাগ্‌লী যেন অন্তর্যামী—আমাদের মনের কথা সব জেনেছে; আর তার দৈবশক্তি বা জ্যোতিষবিদ্যা বলে আমাদের এ কার্য্যের পরিণামটা কি হবে, তা পর্য্যন্ত ব'লে দিচ্ছে। ধন্য আপনার কল্পনাশক্তি, মহারাজ; কিন্তু জগতের সকল কাজই কল্পনার উপর নির্ভর ক'রে চলে না।

ইন্দ্র। কল্পনাই জগতের মূল। ঐশ্বরী কল্পনায় এ জগতের উৎপত্তি। কল্পনাতেই জগতের স্থিতি, আবার কল্পনাতেই এ জগৎ মহাপ্রলয়ের সময় অণুপরমাণুর সহিত মিলিত হ'য়ে ঈশ্বরে লীন হবে। কল্পনাই সুখ-দুঃখের মূল—কল্পনাই সংযোগ-বিয়োগের জননী—কল্পনাই জন্ম-মৃত্যুর ভিত্তি। বেদে উপনিষদে তার শত সহস্র প্রমাণ বিদ্যমান। তবে কল্পনার উপর নির্ভর ক'রে কার্য্য করা চলে না কেন, অগ্নিদেব?

অগ্নি। তা যদি চলে, তবে আমিও বল্‌তে পারি, সন্ধ্যা সমাগমে ঐ যে মানস-সরোবরে কুমুদ কহ্লার ফুটে উঠেছে, ওরা আমাদের ভবিষ্যৎ কৃতকার্য্যতার শুভ নিদান। ঐ যে আধ ফুটন্ত রজনীগন্ধা সন্ধ্যাকে মধুর ক'রে তুলে মৃদুল পবনে দুল্‌ছে, ওরা আমার মন্ত্রণাই সমর্থন কর্‌ছে। ঐ

যে অগণিত বিহঙ্গশ্রেণী মধুর কাকলীগানে দিগন্ত মুখরিত ক'রে উড়ে যাচ্ছে, ওরা আমাদের সত্বর কার্য্যে অগ্রসর হ'বার জন্য বল্‌ছে। দেবরাজ, আর বিলম্বে কাজ নাই—চলুন।

পাগলিনীবেশে শ্রীকৃষ্ণের পুনঃ প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ।　　　　[পূর্ব্বগীতাংশ]

আকাশে ঘর বানা'য়ে, ভাব্‌ছ সুখে থাক্‌বে শুয়ে,
মনের মতন কিন্‌বে রতন বিনা পয়সায়।
আঃ মরি বুদ্ধি ভারি বলিহারী তোমায়॥

[বেগে প্রস্থান।

অগ্নি। দেবরাজ! দেবরাজ! ঐ পাগ্‌লী নিশ্চয়ই শিবি রাজার কোন গুপ্তচর। এইবার বেটী যদি এখানে আসে, তবে বেটীকে ধর্‌তে হবে, তা' হ'লেই সমস্ত রহস্যের মীমাংসা হ'য়ে যাবে।

ইন্দ্র। বৈশ্বানর! এবার আপনিও কল্পনার সাহায্য নিয়েছেন। মহারাজ শিবির এত বড় বড় সেনাপতি—প্রধান প্রধান গুপ্তচর থাক্‌তে একটা সামান্যা বালিকাকে গুপ্তচর ক'রে এখানে পাঠিয়েছে; ধন্য আপনার অনুমান শক্তি!

পাগলিনীবেশে শ্রীকৃষ্ণের পুনঃ প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ।—　　　　[পূর্ব্ব গীতাংশ]

যে কাজে রত যে জন, অপরে সে দেখে তেমন,
চোরের হাতে পড়্‌লে পরে সাধুর ঘটে দায়।
ন্যাবার চোখে জগৎটাকে হল্‌দে রং দেখায়॥

অগ্নি। এইবার—এইবার ধরুন—ধরুন; দুজনে দুদিক্ থেকে ধর্‌তে চেষ্টা করা যাক্। ঐ—ঐ পালায়—ধরুন। [ধরিবার চেষ্টা ও উভয়ে অকৃতকার্য্য হইয়া] কোথায় গেল! কোথায় গেল! হাঁ—হাঁ, ঐ—ঐ আপনার নিকটে, ধরুন।

ইন্দ্র। না—না, পালিয়েছে—পালিয়েছে। ঐ—ঐ দেখ্‌ছি আপনার কাছে, আপনি ধরুন। না—না, আবার পালিয়েছে। অদ্ভুত! অদ্ভুত! ঐ—ঐ। বালিকা, বালিকা, কে তুমি? কে তুমি? আর তোমাকে ধর্‌তে চেষ্টা কর্‌ব না, কিন্তু বল—কে তুমি?

শ্রীকৃষ্ণ।— [গীতাবশেষ]

কে আমি তাও জানি নে, কে তুমি কেন এখানে,
যে তুমি সেই আমি সেই সমুদয়।
যেমন একের পিঠে শূন্য দিলে সংখ্যা বেড়ে যায়॥
মায়ার ঠুলি চোখে বাঁধা, আঁধারে ঘুর্‌ছ সদা,
ঘানির বলদ ঘুরে ঘুরে চলেছে কোথায়॥
ঘরে চল ফর্‌সা হ'ল রাত যে পোহায়॥ [দ্রুত প্রস্থান।

ইন্দ্র। অগ্নিদেব! অগ্নিদেব! আর কাজ নাই, এখনও নিবৃত্ত হ'ন্; নতুবা প্রতিবারে উদ্যমভঙ্গের মনস্তাপ পেতে হবে।

অগ্নি। আর আমিও বলি, বাসব, যতবার উদ্যম ভঙ্গ হবে, ততবার আবার নবীন উৎসাহে নূতন পন্থা আবিষ্কার কর্‌ব, তাতেও যদি শিবিরাজা উত্তীর্ণ হয়, তবে উভয়ে শিবির গুণগানে দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ কর্‌তে কর্‌তে স্বর্গে চ'লে যাব। জগতে শিবি রাজার অদ্ভুত ধর্ম্মবল চিরদিন বিঘোষিত হবে। আর শিবির এই অদ্ভুত ধর্ম্মানুরাগ যদি কেবল মৌখিক হয়, তবে নরকের কীট নরকে গিয়ে অনন্তকাল নরক ভোগ কর্‌বে।

ইন্দ্র। তবে চলুন, আর এখানে বিলম্বের প্রয়োজন নাই। সন্ধ্যার অনতিগাঢ় অন্ধকার, দুর্ব্বলচিত্তে মায়ার ন্যায় ক্রমেই পৃথিবীকে আচ্ছন্ন কর্‌ছে, মানস-সরোবরের নিস্তরঙ্গ জলরাশি স্থলের সঙ্গে একাকার ধারণ করেছে। চলুন—আমরাও শিবির রাজধানী কাশীধামে যাই।

অগ্নি। আসুন। [উভয়ের প্রস্থান।

ঐক্যতান বাদন।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজসভা।

শিবি ও মন্ত্রীর প্রবেশ।

শিবি। মন্ত্রিবর! শূন্যময় হেরি কেন আজ
এই নিখিল সংসার?
কি এক অজ্ঞাতছায়া
ধীরে ধীরে পশিছে অন্তরে।
মহাঝটিকার পূর্ব্বে
প্রকৃতির শান্ত বক্ষ হ'তে
মেঘ গরজন সম
ওঠে যথা সুগম্ভীর ধ্বনি;
বিশ্ববাসী জীবগণ সভয় অন্তরে
চমকি চাহিয়া থাকে যথা
সে উদ্দাম দৃশ্য করিতে দর্শন,
সেইরূপ আমারও অন্তরে
কোথা হ'তে ওঠে
এক অস্ফুট অশ্রুতপূর্ব্ব রব;
চমকি হৃদয় মোর
সেই ধ্বনি করিছে শ্রবণ।

মন্ত্রী। মহারাজ! শান্তিপূর্ণ শিবিরাজ্যে
দূর হ'ক্ বিপদের ছায়া।
রাজসিংহাসনোপরে
রাজমূর্ত্তি করি' দরশন,
অশান্তি-রাক্ষসী যাক্ দূরে পলাইয়া।

শিবি। মন্ত্রিবর! প্রতিদিন্ বলি ত তোমারে,
ধন জন, রাজ-সিংহাসন,
পত্নী পুত্র, তনয়া জামাতা,
যা' কিছু দেখিছ মোর,
সকলি সে বৈকুণ্ঠপতির।
রাজরাজ্যেশ্বর তিনি,
আমি ক্ষুদ্র কিঙ্কর তাঁহার।
জল স্থল, গগনমণ্ডল,
পশু পক্ষী, বৃক্ষ লতা, দেবতা মানব
যাঁর কার্য্য করিছে সাধন,
আমিও তাঁহারি, মন্ত্রি, ক্ষুদ্র যন্ত্র এক।
[কৃতাঞ্জলি হইয়া]
দয়াময়! বৈকুণ্ঠবিহারি!
বল আর কতকাল
এ সংসার রঙ্গমঞ্চে
রাজবেশে বেড়াব ঘুরিয়া?
কতদিনে বল, নাথ!
এ জীবন-নাটকের
সাঙ্গ হবে মায়া-অভিনয়?

ভোগতৃষ্ণা দীপগুলি
কত দিনে যাবে হে নিবিয়া ?

বেগে এক ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ! আমি বিদেশী ব্রাহ্মণ, অত্যন্ত বিপদ্গ্রস্ত হ'য়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। মহারাজ, আমার বড় বিপদ্—আমার বড় বিপদ্, মহারাজ!

শিবি। আপনার পদধূলি লাভে এ দাস কৃতার্থ হ'ল। দ্বিজবর! আপনার আবার কিসের বিপদ্? বিপদ্বারণ নারায়ণের আশীর্ব্বাদে শিবির রাজ্যে ব্রাহ্মণের বিপদ্ সম্ভাবনা!

ব্রাহ্মণ। মহারাজ! আমি আমার দুইটি পুত্র ও পত্নীকে সঙ্গে ক'রে তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হয়েছি। আজ পথিমধ্যে এক কাল-বিষধর আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দংশন করেছে; সেই ষোড়শ বর্ষীয় পুত্রকে কোলে ক'রে ব্রাহ্মণী তরুতলে ব'সে বিলাপ কর্ছে। কনিষ্ঠ পুত্রটিও নীরবে অশ্রুপাত কর্ছে। আর সেই সর্পদষ্ট পুত্রটি 'জ্ব'লে গেল—জ্ব'লে গেল—আর সহ্য হয় না' ব'লে বক্ষে করাঘাত ক'রে উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ কর্ছে। মহারাজ! আমি নিতান্ত নিরুপায়; আপনি রাজা, সুতরাং সকলেরই পিতৃস্থানীয়, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়। দয়া ক'রে একজন সর্পবিষের চিকিৎসককে আমার সঙ্গে দিন্। বিদেশী ব্রাহ্মণকে দয়া করুন। আমরা চিরদিন আপনার এ দয়া স্মরণ ক'রে প্রতিদিন প্রভাতে পত্নী পুত্রের সঙ্গে আপনাকে অনন্ত আশীর্ব্বাদ কর্‌ব; মহারাজ! আর বিলম্ব কর্‌বেন না।

বেগে ব্রাহ্মণকুমারের প্রবেশ।

ব্রাহ্মণকুমার। [ব্রাহ্মণের প্রতি] বাবা! বাবা! আর এখানে থাক্‌বার আবশ্যক নাই, আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে, বাবা! দাদার প্রাণ

আর তাঁর দেহে নাই। কৃতান্ত কালসর্পের বেশে দাদার প্রাণ হরণ করেছে, কেবল দাদার মৃতদেহটি মা'র কোলে রেখে গিয়েছে; পুত্রশোকে মাও মূর্চ্ছিতা হয়েছেন। বাবা, বাবা, শীঘ্র চলুন—শীঘ্র চলুন। দাদাকে ত হারিয়েছিই, বোধ হয় মাকেও হারাতে হবে। বাবা, আজ কি কুক্ষণেই আমাদের রাত্রি প্রভাত হয়েছিল! বাবা! বাবা! পৃথিবী যে অন্ধকার দেখ্‌ছি। ওঃ! ওঃ! [মূর্চ্ছা]

শিবি। মন্ত্রি! দেখ—দেখ, শীঘ্র জল আন, রাজ্যমধ্যে সর্পাঘাতে ব্রাহ্মণের মৃত্যু ত হয়েছেই, বুঝি রাজসভাতেই ব্রহ্মহত্যা হয়।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

ভগবন্! ব্রহ্মণ্যদেব! শিবি রাজ্যে একি অমঙ্গল, প্রভু! যে ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন অমূল্য কৌস্তভমণি অপেক্ষা সমাদরে বক্ষে ধারণ করেছ, সেই ব্রাহ্মণ শিবিরাজ্যে সর্পদংশনে অকালে প্রাণত্যাগ কর্‌লেন। সেই ব্রহ্মহত্যা রাজ্যে হ'ল—এর অপেক্ষা আমার পাপের পরিচয় আর কি আছে!

জল লইয়া মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। [ব্রাহ্মণকুমারের মুখে জল দিলেন] মহারাজ! আর চিন্তা নাই, এইবার সচেতন হয়েছেন।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ! আমার পুত্রশোকাতুরা পত্নীকে কি ব'লে প্রবোধ দেবো? ওঃ—ওঃ! অসহ্য—হা অদৃষ্ট!

সন্ন্যাসীবেশে দেবগণ সহ ইন্দ্রের প্রবেশ।

সন্ন্যাসিগণ।—

গান।

সুখের প্রবাস, বিষাদে ডুবাইয়ে,
কেন যাও সখা ছাড়িয়ে।
দিব না হে যেতে, আমরা তোমাকে,
রাখিব প্রেমপাশে বাঁধিয়ে॥

কেন তবে ভাই, এলে এ সংসারে,
কি করিতে এলে, চলিলে কি ক'রে,
স্বপনে আসিলে,　　স্বপনে চলিলে,
মরমে বরজ হানিয়ে ॥
তারকাখচিত সুনীল গগনে,
আঁধারে ডুবাবে করেছ কি মনে,
নববিকশিত কুসুম-কাননে
যাইবে গরল ঢালিয়ে ॥
কেন আমাদের প্রণয়ের পাশে,
বেঁধেছিলে সখা, বালক বয়সে,
এখন আবার ত্যজিলে কি দোষে,
দারুণ নিঠুর সাজিয়ে ॥

ইন্দ্র। মহারাজ! আমরা পবিত্র সাগর-সঙ্গমে স্নান কর্‌তে গমন কর্‌ছি, তোমাকে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে এলাম।

শিবি। আমার এই সৌভাগ্যের সীমা নাই, আপনাদের পবিত্র পদ আজ যে বিনা পরিশ্রমে রাজসভায় ব'সেই মস্তকে ধারণ কর্‌তে পেলেম, এ সৌভাগ্য আমার নয়, আমার পূর্ব্বপুরুষগণের। কিন্তু আজ আমি বড় বিপন্ন।

ইন্দ্র। মহারাজ! বিপদ্ ত মানবের আজন্মের সহচর। এই চির-প্রবাহমান্ কাল-সাগরের এক তরঙ্গ-আঘাতে মানব বিপদের অতল তলে নিমজ্জিত হয়, আবার অন্য তরঙ্গে সৌভাগ্যের উচ্চ চূড়ায় নিক্ষিপ্ত হ'য়ে থাকে, মৃদুমন্দ মলয় পবনে কুসুমকলিকা প্রস্ফুটিত হ'য়ে মানবচক্ষুর আনন্দবর্দ্ধন করে, আবার নিদাঘ তাপে শুষ্ক ও বৃন্তচ্যুত হ'য়ে মনুষ্যের পদে দলিত হ'য়ে থাকে। মহারাজ, সম্পদ্ ও বিপদের এ নিয়ম ত চিরদিনই চ'লে আস্‌ছে।

শিবি। না, সন্ন্যাসিদেব! আমি নিজের বিপদ্‌কে তুচ্ছ জ্ঞান করি। কিন্তু অন্যে বিপদাপন্ন হ'য়ে আমার সাহায্য প্রার্থনা কর্‌লে যদি তাঁকে বিপদ্ থেকে মুক্ত কর্‌তে না পারি, তার অপেক্ষা পরিতাপ আর আমার কিছুই নাই ; তখনই আমার বিপদ্। আজ সেইরূপ বিপদেই আমাকে আশ্রয় করেছে, প্রভু।

ইন্দ্র। মহারাজ! বৃত্তান্তটি একবার শুন্‌তে পাই না?

শিবি। প্রভু! এই ব্রাহ্মণের ষোড়শবর্ষীয় পুত্র সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করেছেন ; পুত্রশোকে এঁর পত্নী তরুতলে মূর্চ্ছিতা হ'য়ে প'ড়ে আছেন। আজ এঁদের জীবন-মধ্যাহ্ন অকাল-সন্ধ্যায় অন্ধকার, প্রভু! আর কালের শাসনে হস্তক্ষেপের শক্তি মনুষ্যের নাই ব'লে আমিও নিরুপায় হয়েছি।

ইন্দ্র। মহারাজ! আমি সর্পাঘাতের উত্তম ঔষধ জানি, আমি সর্পাঘাতে মৃতজীবকে ঔষধের বলে পুনর্জীবিত কর্‌তে পারি ; কিন্তু—

শিবি। ধন্য হরি! ধন্য তব দয়া!
দ্বিজপুত্রে বাঁচাইতে
সন্ন্যাসীর বেশে বুঝি
শিবিরাজ্যে এসেছ হে বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া।
অসংখ্য প্রণতি তব পদে।
সেই দ্বিজ সেই তুমি
এ বিশ্বাস বদ্ধমূল মম।
দয়া করি' তবে দেব,
দ্বিজপুত্রে দেন্ বাঁচাইয়া।

ইন্দ্র। [সন্ন্যাসীর প্রতি] আপনারা তবে চৌষট্টি যোগিনীর ঘাটে অপেক্ষা করুন গে। আমি যথাসম্ভব সত্বরই আপনাদের সঙ্গে মিলিত হব।

[সন্ন্যাসিগণের প্রস্থান।

মহারাজ! আমার ঔষধের সঙ্গে একটি প্রলেপ মৃতের সর্ব্বাঙ্গে লেপন কর্‌তে হয়। সেই প্রলেপটির উপকরণ লাভ করা বড়ই দুরূহ। একরূপ অসম্ভব বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না।

শিবি। প্রভু! জগতে যার অস্তিত্ব আছে, সে দ্রব্য শিবির দুষ্প্রাপ্য হবে না। আপনি অনুমতি করুন, ধনে কিংবা বলে, এমন কি আমার সর্ব্বস্ব দানেও যদি ব্রাহ্মণ-জীবন রক্ষা হয়, তাতে এ দাস এখনই প্রস্তুত আছে।

ইন্দ্র। মহারাজ! এ কথা পরম ধার্ম্মিক শিবিরাজার মুখে উচ্চারিত হ'তে পারে। কিন্তু মহারাজ, রাজ্য বা ধন অপেক্ষাও সে দ্রব্য প্রিয়তম।

শিবি। সন্ন্যাসিবর! শিবি কখনও মিথ্যা কথা বলে না। আপনি স্থির জান্‌বেন, এ দাসের আমার বল্‌তে যা কিছু আছে, ব্রাহ্মণ-জীবন রক্ষার জন্য শিবি তা অম্লানবদনে এখনই দিতে প্রস্তুত আছে।

ইন্দ্র। পার্‌বে মহারাজ, পার্‌বে?

শিবি। হে সন্ন্যাসিদেব!

চন্দ্রবংশে জনম আমার,
উশীনর পুত্র আমি,
মিথ্যাকথা নাহি জানি, প্রভু!
পশ্চিম আকাশে যদি
সমুদিত হ'ন্ দিবাকর,
কঠিন পর্ব্বত গাত্রে
পদ্ম যদি হয় প্রস্ফুটিত,
অগ্নির দাহিকাশক্তি নাহি থাকে যদি,
তাহাও সম্ভব বলি'
একদিন হবে অনুমান;
কিন্তু শিবি মুখে মিথ্যাকথা

নিতান্ত অসম্ভব, প্রভু!
শীঘ্র আজ্ঞা কর দাসে,
কোন্ দ্রব্য দিব হে আনিয়া।
কোন্ দ্রব্য বিনিময়ে,
সর্পদষ্ট দ্বিজপুত্র হইবে জীবিত?
পুত্রহারা জননীর চক্ষু হ'তে
আনন্দাশ্রু হবে বিগলিত?

ইন্দ্র। মহারাজ! আর এক কথা—আমার প্রস্তাব শুনে যদি কেউ আমার অপমান করে, তবে তাকে—তার স্ত্রী পুত্র, ভ্রাতা ভগ্নীর সহিত কিছুকালের জন্য তোমার রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত ক'রে দেবে, প্রতিশ্রুত হও।

শিবি। শিবিরাজ্যে দ্বিজ-অপমান?
ব্রাহ্মণের অপমান শিবির সম্মুখে?
সন্ন্যাসীর অপমান রাজসভা মাঝে?
হাঃ—হাঃ—হাঃ! সন্ন্যাসিদেব!
শিবি নহে ক্রীড়ার পুতুল
দণ্ডনীতি—অর্থনীতি সম, দান,
ভেদ, দণ্ড-আদি যথাশাস্ত্র শিখেছে এ দাস।
যে করিবে অপমান তব,
হইলাম প্রতিশ্রুত,
নির্ব্বাসিত করিব তাহারে।

ইন্দ্র। আর যদি, মহারাজ!
নিতান্ত আত্মীয় তব হয় সেইজন?

শিবি। শত্রু-মিত্র ধনী বা নির্ধনে,
পণ্ডিত বা মহামূর্খজনে,

আত্মীয় বা অনাত্মীয় প্রতি
রাজদণ্ড—রাজ-আজ্ঞা
সমভাবে হয় প্রচারিত ;
মেঘ যথা শস্যক্ষেত্রে কিংবা মরুভূমে,
নগরে বা বিজন কান্তারে
সমভাবে বরষে সলিল ধারা।
চন্দ্র যথা ব্রাহ্মণের গৃহে
কিংবা ব্যাধের আলয়ে,
রাজার প্রাসাদ কিংবা
দীনহীন ভিখারী-কুটীরে
সমভাবে বরষেণ
সুবিমল জ্যোছনার ধারা,
রাজাও তেমতি ন্যায়-চক্ষে
সমভাবে দেখেন সকলে।
শীঘ্র বল সাধুবর,
কোন্ দ্রব্য প্রয়োজন তব ?

ইন্দ্র। মহারাজ! তবে শুনুন—সর্পদংশনে যে ব্রাহ্মণ কুমারের মৃত্যু হয়েছে, তার সমবয়স্ক কোন রাজপুত্র যদি নিজের হৃৎপিণ্ড ও রক্ত দেয়, তবে আমি সেই হৃৎপিণ্ড ও রক্তে এক অব্যর্থ প্রলেপ প্রস্তুত ক'রে দিতে পারি। সেই প্রলেপের সঙ্গে আমার একটি মন্ত্রপূতঃ ঔষধ সর্ব্বাঙ্গে লেপন কর্‌লেই পুনর্জ্জীবিত হবে।

শিবি। তাই দেবো, দ্বিজবর!
দ্বিজপুত্র জীবনের তরে।
পুত্র মোর ষোড়শ বর্ষীয়—

ব্রাহ্মণ। [বাধা দিয়া] না—না—না—
কাজ নাই, মহারাজ!
কাজ নাই ব্রাহ্মণীর
পুত্রশোক করিয়া মোচন।
এক পুত্র গিয়েছে আমার,
কিন্তু জগদীশ-আশীর্ব্বাদে
অন্য পুত্র রয়েছে জীবিত।
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ মোরা,
ভিক্ষা করি' দেশে দেশে ফিরিব সতত ;
অন্নের চিন্তায় আর
শ্রীহরির চরণ-চিন্তায়,
দুইদিনে কিংবা দুইমাসে
দ্বিতীয় পুত্রেরে দেখি'
প্রথম পুত্রের শোক যাইব ভুলিযা।
আশীর্ব্বাদ করি, মহারাজ!
সুখে কর জীবন যাপন।
দীর্ঘজীবী মহাবীর হ'ক্ পুত্র তব।
কাজ নাই, মহারাজ!
রাজপুত্রে বিনাশিয়া
মোর পুত্রে করিয়া জীবিত।

ইন্দ্র। মহারাজ! আমি ত পূর্ব্বেই বলেছি, মায়ার সংসারে এ দ্রব্য দেওয়া বড়ই কঠিন—অসম্ভব—অসম্ভব—অসম্ভব! যা' হ'ক্ মহারাজ, তুমি বলেছিলে না যে, আমি নিজের বিপদ্‌কে তুচ্ছ জ্ঞান করি, আর এই ব্রাহ্মণপুত্রকে রক্ষা কর্‌তে তুমি সমস্তই ত্যাগ কর্‌তে প্রস্তুত আছ,

এটাও তোমারই মুখের কথা মাত্র। এই কথা শুনেই আমি এই দ্রব্যের নাম করেছি। যা' হ'ক্ আমার যা ঔষধ বল্লেম। এখন আমি যাই।

শিবি। স্থির হও হে সন্ন্যাসিদেব,
কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর।
[ব্রাহ্মণের প্রতি] দ্বিজবর!
দিয়া মোর পুত্রের জীবন,
তব পুত্রে করিয়া জীবিত,
পুত্র হ'তে শ্রেষ্ঠ দ্রব্য লভিবে এ দাস।

ইন্দ্র। সে কি মহারাজ, পরম পণ্ডিত তুমি,
তবে কেন কহিছ এ কথা?
পুত্র হ'তে শ্রেষ্ঠ আর কি আছে জগতে?
আত্মা হ'তে জনম যাহার,
পরশিলে যার অঙ্গ
শিরায় শিরায় বহে অমৃতের ধারা,
হেরিলে যে মুখ
স্বর্গসুখ জনমে ধরায়,
পুন্নাম নরক হ'তে
যেই পুত্র উদ্ধারে পিতায়,
জল-পিণ্ডস্থল যেই—
যে পুত্র লাভের আশে
কতই পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করে রাজগণ,
তা' হ'তে কি প্রিয় দ্রব্য আছে এ ধরায়?

শিবি। এ ধরায় যদি নাহি থাকে,
পরলোকে আছে, সাধুবর!

কতদিন আর বল
এ ধরায় হবে বা থাকিতে।
ক্ষণস্থায়ী মানব-জীবনে,
ক'দিনের তরে বা সংসার ?
পত্নী পুত্র, রাজ্য ধন,
বল বুদ্ধি, সাহস উদ্যম,
কতদিন তরে এরা সব ?
প্রতিজ্ঞা করেছি যাহা,
অবশ্য তা' করিব পালন।
মন্ত্রি ! সভামধ্যে
ল'যে এস কুমারে আমার।

মন্ত্রী। মহারাজ ! মহারাজ !
কেমনে পালিব আজ্ঞা তব ?
তোমার পিতার অর্থে
বহুদিন হয়েছি পালিত;
এখনো তোমার অন্নে হতেছি পালিত।
বৃদ্ধ এবে হয়েছে এ দাস,
এতদিন অবিচারে
তব আজ্ঞা করেছি পালন।
কিন্তু, প্রভো !
আজি এ ভীষণ আজ্ঞা করিয়া শ্রবণ,
থর থর কাঁপিছে হৃদয়,
চারিদিক্ হেরি অন্ধকার।
বুদ্ধিলোপ হয়েছে আমার,

চক্ষে মোর ঘুরিছে সংসার ;
উঠিছে না পদদ্বয়,
বলহীন সকল শরীর,
কেমনে যাইব তব আদেশ পালিতে।

শিবি। দৌবারিক !

দৌবারিকের প্রবেশ।

দৌবা। কি আজ্ঞা, মহারাজ ?

শিবি। কুমারকে অবিলম্বে সভায় আস্‌তে বল।

দৌবা। মহারাজ ! কুমারের শরীররক্ষক এইমাত্র বল্‌লে, রাজকুমার লক্ষ্মীনারায়ণজীর মন্দিরে গিয়েছেন।

শিবি। সেই অবস্থাতেই তাকে এখানে আস্‌তে বল।

দৌবা। যে আজ্ঞে, মহারাজ !

ব্রাহ্মণ। মহারাজ ! মহারাজ !
কাজ নাই তনয়ে আমার।

ইন্দ্র। আমিও বলি মহারাজ, কোথাকার একজন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের ছেলের জন্য কেন রাজপুত্রের প্রাণটা যাবে ! উনি ত নিজমুখেই বলেছেন যে, উদরের চিন্তায় দুদিনেই সকল শোকের শান্তি হ'য়ে যাবে। তবে মহারাজ, আপনি এর জন্য আজীবন ক্লেশভোগ কর্‌বেন কেন ? বরং এই ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে ভাল ক'রে এক ঝুলি চা'ল ভিক্ষা দেন, আর ওঁর এই ছেলেটিকে কিছু ভাল মিষ্টান্ন দেন, ওঁরা আস্তে আস্তে প্রস্থান করুন ; আমিও প্রস্থান করি। প্রতিজ্ঞা কর্‌লেই যে পূর্ণ কর্‌তে হবে, আর না কর্‌লে যে অনন্ত নরকভোগ হবে, এটা শাস্ত্রের কথা। মানুষের কাছে সকল সময় খাটে না।

রাজকুমারের প্রবেশ।

রাজ। বিপ্রপদে—পিতৃপদে করি প্রণিপাত। [প্রণাম]

শিবি। এস বৎস, প্রাণের কুমার !

রাজ। কি আদেশ, পিতঃ !
কোন্ আজ্ঞা করিব পালন ?

শিবি। বৎস ! দ্বিজ-কার্য্য—
পুত্র-কার্য্য উপস্থিত এবে।
বল—বল, প্রাণের নন্দন !
পারিবে কি দ্বিজ-কার্য্য—
পুত্র-কার্য্য করিতে সাধন ?
শিবির তনয় তুমি,
পারিবে কি এই কথা জানাতে জগতে ?
স্বার্থের কুহক ভুলি'
পারিবে কি কর্ত্তব্য সাধিতে ?

রাজ। পিতৃদেব !
যদি থাকে দেব-দ্বিজ-পিতৃ-পদে মন,
তোমার নন্দন হ'য়ে
কেন না পারিবে দাস কর্ত্তব্য সাধিতে ?
দয়া করি' দেহ আজ্ঞা,
কোন্ কার্য্য করিব সাধন ?

শিবি। প্রাণাধিক।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ ! ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও—

শিবি। প্রাণাধিক !
তোমার সমবয়স্ক এক ব্রাহ্মণকুমার

বিষধর ভুজঙ্গ-দংশনে
এই রাজ্যে ত্যজেছেন প্রাণ।
মৃতপুত্রে কোলে করি'
তরুতলে মাতা তাঁর
রয়েছেন মূর্চ্ছিতা হইয়া।
কিন্তু বৎস, বহুভাগ্যবলে
সর্প-চিকিৎসক এই সন্ন্যাসী-প্রবর,
দয়া করি' এসেছেন হেথা।
ইনি ঔষধের বলে
সর্পদষ্ট মৃতজনে পারেন বাঁচাতে।
কিন্তু ঔষধির উপকরণ
এখনো মেলে নি, কুমার!
তোমার সাহায্য, বৎস!
তাই এবে চাই লভিবারে।

রাজ। পিতঃ! সাধ্য যদি হয় মোর,
অবশ্য মিলিবে তাহা।
দয়া করি' আজ্ঞা কর মোরে,
কোন্ দ্রব্যে বাঁচিবেন ব্রাহ্মণ-কুমার?

ব্রাহ্মণ। মহারাজ! মহারাজ!
পুত্রে মোর নাহি প্রয়োজন।
ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও,
সুখের সংসার তব ডুবায়ো না বিষাদ-সলিলে।

শিবি। স্থির হও, দ্বিজবর!
রাজার কর্ত্তব্য যাহা,

অবশ্য করিবে তাহা রাজা।
পুত্র! পুত্র!

রাজ। আজ্ঞা কর, পিতঃ!

শিবি। পুত্র!
তোমার শোণিত সহ হৃৎপিণ্ড,
তাহার উপকরণ।
পারিবে কি দিতে তাহা, প্রাণের নন্দন?

রাজ। পিতঃ! সুপ্রভাত আজি মোর,
বহুভাগ্য—বহু পুণ্যবলে
পঞ্চভূতময় এই নশ্বর শরীর
ব্রাহ্মণের উপকারে
ত্যজিতে পেলেম এই শুভ অবসর।
অহো! অহো! কি ভাগ্য আমার!
ক্ষণস্থায়ী মানব-জীবন,
বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়-জীবন।
কাল-ভুজঙ্গের মত
মৃত্যু তার ধায় সাথে সাথে।
মৃত্যু ধায় বন মাঝে বন্য জন্তু মুখে,
কিংবা কোন পীড়া আক্রমণে,
অথবা সমর-ক্ষেত্রে
বন্যজন্তু চেয়ে নীচ বিপক্ষের করে,
একদিন এ দেহের হইবে পতন।
সে দেহের রক্ত, হৃৎপিণ্ডে
বাঁচিবেন ব্রাহ্মণ-কুমার।

ধন্য হরি দয়াময়, ধন্য দয়া তব !
এইরূপ উপকারে
জন্মে জন্মে দেহ যেন পারি বিসর্জ্জিতে।
বাঞ্ছাকল্পতরু হরি !
বাঞ্ছা পূর্ণ ক'রো এ দাসের।
মন্ত্রিবর ! আজ্ঞা দিন্ রাজভৃত্যে
পাত্র এক আনিতে হেথায় ;
যাহাতে রক্ষিত হবে
রক্ত সহ রক্তসিক্ত হৃৎপিণ্ড মোর।

ইন্দ্র। মহারাজ ! আর একটি কথা আছে, রাজপুত্র নিজ হস্তে অস্ত্রাঘাতে আপনার জীবন নষ্ট কর্‌লে আত্মঘাতী হবেন। আত্মঘাতীর রক্তে সে ঔষধ হবে না ; আর কোন উপায় চিন্তা করুন।

মন্ত্রী। দেব ! আপনার ঔষধ কি ভীষণ ! বোধ হয়, এ অপেক্ষা ভীষণতর ঔষধ ত্রিলোকে আর নাই।

ইন্দ্র। রোগটা বুঝি নিতান্ত সহজ ব'লে বুঝে রেখেছেন ? এতকাল মন্ত্রিত্ব ক'রে মৃত্যু রোগটাকে নিতান্ত সহজ ব'লেই আপনার বিশ্বাস হয়েছে, কেমন ? যেমন রোগ—ঔষধও তদ্রূপ। যাক্, মহারাজ ! এখন কি উপায় স্থির কর্‌লেন ?

শিবি। উপায় কি আছে, প্রভু ! রাজপুত্রের দেহে কেহই ত অস্ত্রাঘাত কর্‌বে না।

ইন্দ্র। কেহ যদি নাহি করে,
না—না—না,
কে আনিবে মুখে
সে ভীষণ নিদারুণ কথা।

শিবি। বল প্রভু, শীঘ্র বল,
বৃথা যায় সময় বহিয়া।

ইন্দ্র। মহারাজ! রাজপুত্র দেহে যদি
কেহ নাহি করে অস্ত্রাঘাত,
তবে নিজ করে পুত্রবক্ষে—

ব্রাহ্মণ। [বাধা দিয়া]
রে কর্ণ! বধির হ' রে।
কেমনে শুনিস্ এই ভীষণ বচন?
পুনর্ব্বার বলি, মহারাজ!
ঈশ্বরের শপথ করিয়া,
পুত্রের জীবনে মম নাহি প্রয়োজন।

শিবি। স্থির হও, দ্বিজবর!
দাও মোরে প্রতিজ্ঞা পালিতে।

রাজ। তাই কর—তাই কর, পিতঃ!
দ্বিজপুত্র হউন জীবিত।
এই লও অসি, পিতঃ! [অসি দান]
এই অসি দিয়া—-

শিবি। [অসি লইলেন]

সহসা নিষ্কাসিত অসি হস্তে জয়সেনের প্রবেশ।

জয়। [রাজার হস্তস্থিত অসি ধরিয়া]
একি—একি সর্ব্বনাশ!
উন্মত্ত কি হয়েছ, রাজন্?
পিতা হ'য়ে তনয়ের হৃৎপিণ্ড
নিজহস্তে চাহ উপাড়িতে?

স্ব-রোপিত বিষবৃক্ষ
নিজ করে কেহ নাহি কাটে।
আর তুমি মহারাজ,
পৃথিবীর অধীশ্বর হ'য়ে
পিতৃপুরুষের এই জলপিণ্ড স্থল,
পৃথিবীর ভাবী অধীশ্বরে
স্বহস্তে বধিবে, মহারাজ ?
হৃদয়-বৃন্তের এই
আধ-বিকসিত কুসুম-কোরকে
নিজ হস্তে বৃন্তচ্যুত করিবে, রাজন্ ?
একাধারে রূপ, গুণ
বহুযত্নে এই দেহে সৃজেছেন ধাতা,
বসন্ত-সন্ধ্যায় যেন
কুসুম-কানন মাঝে পূর্ণচন্দ্র-কর !
তুমি তাহা মহারাজ, চাহ নাশিবারে ?
দয়ার আধার তুমি, জ্ঞানের আকর,
স্নেহ-পারাবার তুমি,
প্রীতির পবিত্রমূর্ত্তি।
তব করুণার নদী
স্নিগ্ধ করি' কোটী কোটী জীবে
ধরামাঝে শতমুখে যাইছে বহিয়া।
কিন্তু প্রভু, আজ তব একি কার্য্য ?
স্নেহ দয়া দিয়া বিসর্জ্জন,
লৌহসম হইয়া কঠিন,

হিংস্রজন্তু অপেক্ষাও সাজিয়া নিষ্ঠুর,
অস্ত্রাঘাতে নিজপুত্রে করিবে বিনাশ ?
রাজপুরী ডুবাইবে বিষাদ-সলিলে ?
অমৃত করিবে বিষময় ?
শারদ পূর্ণিমা নিশি
করিবে হে ঘন ঘোর অন্ধকারময় ?
না—না, দোষ তব নাই, মহারাজ !
মায়াবীর যাদুমন্ত্রবলে
স্নেহশূন্য—দয়াশূন্য—
মায়াশূন্য হয়েছ হে তুমি।
নর-দেবতার দেহে
মায়াময় দৈত্য এবে লয়েছে আশ্রয় ;
সুধাভাণ্ডে কালকূট করেছে প্রবেশ।
অগ্রে প্রতীকার আমি করিব তাহার।
[সন্ন্যাসীর প্রতি] তুমিই না সর্প-চিকিৎসক ?
[অসি উত্তোলন করিয়া]
দূর হও হেথা হ'তে,
নরাধম নররূপী ভীষণ রাক্ষস !
নতুবা এই অসির আঘাতে
শত খণ্ড করিব তোমারে।
সেনাপতি জয়সেন থাকিতে হেথায়,
কার সাধ্য রাজপুত্রে করিবে বিনাশ !
শারদ শশাঙ্ক সম
রাজপুত্রে করিবারে গ্রাস,

কাশীধামে এসেছ, নির্দ্দয় রাহু!
কিন্তু পারিবে না তাহা;
জয়সেন জীবিত থাকিতে
তোমার অভীষ্ট-সিদ্ধি হবে না, দুর্ম্মতি!

ইন্দ্র। মহারাজ! শোন—শোন!
ওই দেখ সেনাপতি তব,
মদগর্ব্বে হ'য়ে বিমোহিত,
সভামধ্যে তোমার সম্মুখে
বিনা দোষে কটু বাক্য বলিছে আমারে।
এবে মনে কর রাজা, প্রতিজ্ঞা আপন।
অপমান করিলে আমারে,
নির্ব্বাসিত করিবে তাহারে,
এই সত্যে প্রতিশ্রুত ছিলে মোর কাছে।

শিবি। হে সন্ন্যাসিদেব!
প্রতিজ্ঞা করেছি যাহা,
অবশ্য তা করিব পালন।
কিন্তু প্রভু, এক অনুরোধ তব পদে।
দয়া করি' ক্ষম' জয়সেনে।
নতুবা ব্রাহ্মণের কোপানলে
ভস্ম হবে সেনাপতি পতঙ্গের প্রায়।
জয়সেন! ক্ষমা চাও সন্ন্যাসীর পদে!

জয়। মহারাজ! মহারাজ!
কি করেছি অপরাধ?
যার জন্য—

শিবি। আমার আদেশ—
ক্ষমা চাও সন্ন্যাসীর পদে,
তার পর পত্নী পুত্র সনে
শিবিরাজ্য ছাড়ি যাও চলি'।
মম অধিকার হ'তে দশ বর্ষ তরে
নির্ব্বাসনদণ্ড আমি দিলাম তোমায়।
রাজপদে ভক্তি যদি থাকে,
শীঘ্র পাল' রাজ-আজ্ঞা।

জয়। শিরোধার্য্য রাজ-আজ্ঞা।
[সন্ন্যাসীর পদ ধারণ করিয়া]
ক্ষম' প্রভু, ক্ষমা কর দাসে।

ইন্দ্র। ভাল ভাল, ক্ষমিলাম।
এবে শীঘ্র পাল' রাজার আদেশ।

জয়। [স্বগত] শাপে বর হয়েছে আমার,
রাজপুত্র হত্যা আর
নিজচক্ষে হবে না দেখিতে!
কনিষ্ঠ ভ্রাতার মত
যারে আমি হেরিতাম সদা,
ছায়া সম যেই মোর
সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত সতত,
অকলঙ্ক চন্দ্র সম সেই যুবরাজ
মায়াবীর কুহকে পড়িয়া
যজ্ঞীয় পশুর মত হইবে নিহত।
জয়সেন স্থির হ'য়ে পারিবে না

এই দৃশ্য দেখিতে কখন ;
তার চেয়ে নির্ব্বাসন দণ্ড
মোর শ্রেষ্ঠ শতগুণে,
বিধাতঃ হে! তব ইচ্ছা হউক পূরণ।
মহারাজ!
দীন নিরাশ্রয় যেই ক্ষত্রিয়-সন্তানে
পুত্রাধিক জ্ঞান করি'
এতদিন করেছ পালন,
প্রধান সেনানী-পদ
দয়া করি' দিয়েছিলে যারে,
যার প্রতি পরিতুষ্ট হ'য়ে
গুণবতী তনয়ারে করেছ অর্পণ,
এবে সেই তোমার আদেশে
দশ বৎসরের তরে—
কিংবা চির-জীবনের মত
পত্নী পুত্র সনে চলিল, রাজন্!
কিন্তু প্রভু, তব অধিকার ছাড়ি'
কোথায় বা যাইবে এ দাস?
আসমুদ্র হিমাচল
সকলি ত তব অধিকারে।
ব'লে দাও—ব'লে দাও, প্রভু!
পত্নী পুত্র সনে
কোথা র'বে এই ক্ষুদ্র তিনটি পরাণী?
সহকার-শাখে বাঁধি' নীড়,

এতকাল সুখে ছিল যে পক্ষী যুগল,
এবে তারা শাবকে লইয়া
কোথা বল যাইবে উড়িয়া ?

রাজ। সেনাপতি, হায়! তুমিও চলিলে ?
মৃত্যুকালে তব মুখ
পাব না দেখিতে, বীরবর ?
স্নেহময়ী দিদি মোর,
প্রাণাধিক সুষেণ আমার,
অন্তঃপুর অন্ধকার করি'
চ'লে যাবে দশবর্ষ তরে ?

জয়। আর যুবরাজ, ধরাতল অন্ধকার করি'
এখনি যে চিরতরে
দূরে যাবে রাজপুত্র—শশাঙ্ক-জ্যোছনা,
সে কথা কি ভাবিছ না মনে ?

শিবি। স্থির হও, প্রাণের নন্দন!
রাজার কর্ত্তব্য বৎস, বড়ই কঠিন।
একদিকে কর্ত্তব্য পালন,
অন্যদিকে স্নেহের বন্ধন।
একদিকে ঘোর তৃষ্ণা,
অন্যদিকে বিষময় সুশীতল জল।
মস্তক উপরে যার
ভীমনাদে গরজে অশনি,
পদের সম্মুখে ফণী
ফণা তুলি' চাহে দংশিবারে,

তাহার অবস্থা বৎস, বড় ভয়ঙ্কর!
তাহারে থাকিতে হয় সতর্ক হইয়া।
জয়সেন! হেথা হ'তে শতক্রোশ দূরে,
যথা ইচ্ছা পার থাকিবারে।
আশীর্ব্বাদ করি, বৎস!
আবার হেরিব তোমা সবে।
প্রাণাধিকা সুশীলারে,
প্রাণাধিক দৌহিত্র সুষেণে
আশীর্ব্বাদ দিয়ো মোর।
শোন বৎস, শেষ উপদেশ—
যেই ভাবে যেথায় থাকিবে,
সুখ-পরিবৃত হ'য়ে,
কিংবা মগ্ন হ'য়ে দুঃখের সাগরে,
ধর্ম্মপথ ছেড়ো না কখন।
এই মোর শেষ কথা—শেষ উপদেশ।

জয়। রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য,
দ্বিজপদে—রাজপদে শেষ প্রণিপাত।
[রাজপুত্রের প্রতি]
যুবরাজ! প্রিয়তম!
বিদায়—শেষ বিদায় দাও জয়সেনে।
এ জগতে ওই রূপরাশি
হায় হায়, আর নাহি হেরিবে নয়ন!
বিধাতঃ হে! কি করিলে, নাথ?
সুখতরী অকূলে ডুবালে!

[পরিচ্ছদ খুলিয়া] মহারাজ !
আর আমি নহি সেনাপতি।
রাজদণ্ডে নির্ব্বাসিত জন
দীন ভিক্ষুকের বেশে
দেশে দেশে—বনে বনে
পত্নী পুত্র সনে এবে করিব ভ্রমণ।
[অসি রাজপদে রাখিয়া]
যে অসির বলে, মহারাজ !
কত রাজ্য—কত রাজা করেছি বিজয়,
যে অসিরে যমদণ্ড মত
দেখিত বিপক্ষগণ সদা,
এই সেই অসি, মহারাজ !
প্রভু! ভিক্ষুক-বালক বেশে
এসেছিনু তোমার আশ্রয়ে,
ভিক্ষুক-যুবক বেশে
চলিলাম রাজপুরী হ'তে।
বুঝিলাম, মহারাজ !
দুর্ভাগ্যের অন্ধকার করি' বিদূরিত
যেই সুখ-রবি, হায়,
উঠেছিল মোর অদৃষ্ট আকাশে,
এবে তাহা হ'য়ে গেল চির-অস্তমিত।
মোর ভবিষ্যৎ এবে
সূচিভেদ্য আঁধারে আবৃত।
সুখরবি! যাও—ডুবে যাও।

প্রভুত্ব, সম্মান, যশঃ কমল-কলিকা প্রায়
যাও সবে মুদিত হইয়া।
ঘন ঘোর অন্ধকার! এস—নেমে এস,
ঢেকে ফেল—ঢেকে ফেল মোরে।
ওই—ওই দুর্ভাগ্য ডাকিছে মোরে
করিবারে তার পদসেবা।
আঁধার—আঁধার—গভীর আঁধার!
যাই—যাই; আঁধারে মিশাই।
মহারাজ! মহারাজ! প্রভু! হে প্রতিপালক!
বিদায়—বিদায়—বিদায় হইল জয়সেন।

[বেগে প্রস্থান।

রাজপুত্রের সখাগণের প্রবেশ।

সখাগণ।—

গান।

সুখের আবাস বিষাদে ডুলা'য়ে,
কোথা যাও সখা ছাড়িয়ে।
দিব না হে যেতে, আমরা তোমাকে
রাখিব প্রেমপাশে বাঁধিয়ে।
কেন তবে ভাই, মিছে এ সংসারে,
কি করিতে এলে, চলিলে কি ক'রে,
দারুণ নিঠুর সাজিয়ে॥
তারকা-খচিত সুনীল গগনে,
আঁধারে ডুবাবে করেছ কি মনে,
নব-বিকশিত কুসুম-কাননে
বাহিরে গরল ঢালিয়ে॥

কেন আমাদের প্রণয়ের পাশে,
বেঁধেছিলে সখা, বালক বয়সে,
এখন আবার ত্যজিছ কি দোষে,
পাষাণে পরাণ বাঁধিয়ে

রাজ।—

গান।

বিদায় দাও ভাই, প্রাণের সখা!
ফুরাল ভবের মেলা।
নূতন দেহে নূতন ঘরে
খেল্‌ব এবার নূতন খেলা॥
কেন কেঁদে হও সারা,
মুছে ফেল অশ্রুধারা,
প'ড়ে রইল খেলাঘরের
মাটির ওপর মাটির ঢেলা॥
একা এসেছিলাম ভবে,
একাকী চলিলাম এবে,
কেন তবে কাঁদ সবে,
ভবের খেলা বড়ই জ্বালা॥

শিবি। [স্বগত] এইবার পুত্রে বলি দিয়া,
পুত্রের হৃদয়-রক্তে
প্রতিজ্ঞা-যজ্ঞের আজ দিব পূর্ণাহুতি।
[ছুরিকা লইয়া পুত্রের প্রতি]
প্রাণের কুমার, প্রাণাধিক!
সাঙ্গ প্রায় জীবলীলা তব,
কোন্ কার্য্য সাধিবারে

কোন্ জন আসে এ ধরায়,
কে পারে বলিতে তাহা ?
চমৎকার অদৃষ্ট-লিখন !
অন্ধকারময় ভবিষ্যতের গহ্বরে
কার জন্য কি থাকে সঞ্চিত,
মনুষ্যের চিন্তাতীত তাহা।
বৎস ! ওই দেখ অনন্ত আকাশ,
তাহার উপরে স্বর্গধাম।
ওই স্বর্গধামে, বৎস !
তব পিতামহ-আদি পূর্ব্বপুরুষেরা
নিরন্তর করেন বসতি।
তুমিও নশ্বর শরীর ছাড়ি'
শান্তিময় সেই স্বর্গধামে
সানন্দে তাঁদের সনে থাকিবে, কুমার !
পবিত্র এ চন্দ্রবংশে লভিয়া জনম
পর-উপকারে—অকাতরে
কত রাজা দিয়েছে জীবন।
স্বর্গই জীবের বৎস, আনন্দের স্থান।
বিষ্ণুপদ-প্রবাহিনী মন্দাকিনীধারা
যথা বহে কুলু কুলু রবে,
আনন্দ-কানন হ'তে
ফুল্ল পারিজাত গন্ধ ল'য়ে
যথায় শীতল বায়ু
ধীরে ধীরে ব'য়ে যায় সদা,

মন্দাকিনী-তটে বসি'
মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা দেববালাগণ
সতত করেন সেথা
সুমধুর হরিনাম গান ;
যথায় বৈকুণ্ঠমাঝে লক্ষ্মী-নারায়ণ মূর্ত্তি
সদা বিরাজিত,
পাপ-তাপশূন্য সেই পবিত্র আবাসে—
ক্ষণস্থায়ী এ সংসার ছাড়ি'
মুহূর্ত্তের মধ্যে তুমি যাইবে, কুমার !
চিন্ত' বৎস পরম পবিত্র হরিপদ,
গাও মুখে হরিনাম গান,
হরিনামে—হরিধ্যানে হও আত্মহারা,
হরির পবিত্র পদে
কর বৎস, আত্মসমর্পণ ;
তা' হ'লে সুতীক্ষ্ণ এ ছুরিকা আঘাতে
কেশাগ্রও কাঁপিবে না তব।
শিশু যথা ধীরে ধীরে
মাতৃবক্ষে পড়ে ঘুমাইয়া,
তুমিও তদ্রূপ বৎস,
হরিনামে হইয়া বিভোর
বসুমতী জননীর বুকে
ধীরে ধীরে পড়িবে ঢলিয়া।

রাজ। [মুদিত নেত্রে কৃতাঞ্জলি হইয়া]
জয় জয় দয়াময় হরি !

গোলোকবিহারী প্রভু, অখিলের পতি !
অগতির গতি হরি পতিত-পাবন !
জয় জয় ব্রহ্ম সনাতন !
দাসের অন্তিমকালে
হৃদয়-কমলে প্রভু, দাও হে চরণ।
দেখ, পিতঃ ! দেখ, পিতঃ !
আহা কিবা অপরূপ রূপ !
কালো রূপে আলোকিত সুনীল গগন !
নীলাকাশে নীলমূর্ত্তি—
নীলে নীলে অপূর্ব্ব মিলন !
দেখ—দেখ, পিতঃ !
বিদ্যাধরী দলে মিলি'
নীলপদে মন্দার কুসুমরাশি
দিতেছে যতনে।
গাও সবে হরিনাম।
ওই দেখ দেবগণ করে হরিধ্বনি।
হরিনামে পূর্ণ নীলাকাশ।
তারায় তারায় বহে
সুমধুর হরিনাম ধারা।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহগণ হরিধ্বনি করি
হরিপদে করিছে আরতি।
হরিনাম গান করি'
মহানন্দে ভ্রমর নিকর
ওই দেখ ঢ'লে পড়ে

হরিবক্ষঃ-বিলম্বিত
বনফুল মালার উপর।
হে ভব-সাগর কর্ণধার!
ওই ভাবে লক্ষ্মীসনে থাক দাঁড়াইয়া,
ওইরূপ উচ্চৈঃস্বরে
কর সবে হরি-সঙ্কীর্ত্তন।
ওইরূপ দেখিতে দেখিতে
তব দাস মুদিবে নয়ন।

শিবি। [ছুরি তুলিয়া]
মোদ আঁখি, সভাসদ্গণ!
মোদ আঁখি, দেব দিবাকর!
মোদ আঁখি, পশু পক্ষী সবে!
কেবল আমার চক্ষুঃ থাক্ উন্মীলিত।
বজ্র হ'তে সুকঠিন আমি।
ওকি! মায়া? মায়া? না—না—না
প্রাণের কুমার! এইবার
তুমিও মোদ আঁখি জনমের মত।

উন্মত্তভাবে জয়সেনের পুনঃ প্রবেশ।

জয়। মহারাজ! মহারাজ!
ক্ষান্ত হও, প্রভু!
নিজ হস্তে পুত্রবধ ক'রো না, রাজন্!
পুত্রের উত্তপ্ত রক্তে
পিতৃহস্ত—রাজহস্ত ক'রো না রঞ্জিত।
এই রক্ত যথায় পড়িবে,

জ্ব'লে যাবে সেই স্থান, প্রভু!
পদে ধরি, মহারাজ!
সুখের স্বরগ মাঝে
ভীষণ নরক দৃশ্য ক'রো না প্রকাশ।
ওই দেখ বিহঙ্গমগণ
মহানন্দে গান করি'
উড়ে যায় অনন্ত আকাশে।
ওই দেখ নাচাইয়া বাসন্তী লতায়,
দোলাইযা ফুটন্ত কুসুমে
মৃদুমন্দ বহি যায় প্রভাত-পবন।
ওই দেখ ভাগীরথী কুল কুল স্বরে,
মহানন্দে চলেছেন সাগরের পানে।
ওই দেখ—ওই দেখ, প্রভু!
মহানন্দে জনস্রোত
চলিয়াছে রাজপথ বহি।
নিরমল বসন্ত-প্রভাতে—
বিশ্ব আজ আনন্দে পূরিত।
আনন্দের কোলাহল ওঠে চারিদিকে।
আনন্দের দৃশ্যে পূর্ণ এই কাশীধাম।
নরহত্যা—পুত্রহত্যা করি'
কেন প্রভু, বিষাদে ডুবাও?
ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও, প্রভু!

শিবি। জয়সেন! পুনঃ বলি শোন, জয়সেন!
রাজপদে ভক্তি যদি থাকে,

শীঘ্র ছাড় সম্মুখ আমার।
রাজ-আজ্ঞা পাল' অবিচারে—
অবিলম্বে যাও বনবাসে।

জয়। চলিলাম—চলিলাম, প্রভু!
অহো, বিষময় মানব-সম্বন্ধ!
বিষময় মানব-জীবন!
বিষময় মানব হৃদয়!
বিষ—বিষ—বিষ—
চারিদিকে বিষের প্রবাহ!
বিষ-বহ্নি জ্বলে বক্ষে মোর,
জ্ব'লে গেল—জ্ব'লে গেল বুক!
এ তীব্র বিষের জ্বালা কোথায় জুড়াই?
জুড়াবার নাহি দেখি ঠাঁই,
যাই—যাই—যাই বনমাঝে। [বেগে প্রস্থান।

শিবি। প্রাণাধিক!
পুনর্ব্বার শেষবার বল হরিনাম।

রাজ। হরি! হরি! হরি!
আজ হরি তুমি, সর্ব্বময়!
ওই—ওই জলমাঝে হরি।
তাই বুঝি নদীগণ
কুল কুল শব্দ ক'রি' গায় হরিনাম!
হরি হরি হরি বলি
সিন্ধুবক্ষে তরঙ্গ নাচিছে।
বৃক্ষে হরি, পত্রে হরি,

ওই হরি লতায় পাতায়।
ফুলরূপে ফুটেছেন হরি।
বিহগের গানে দিক্ দিগন্তরে
ভেসে যায় সুমধুর হরিনাম-ধারা।
সাগরের প্রতি বালুকণা,
এক এক হরি মূর্ত্তি।
একি! একি! আমার হৃদয়ে হরি!
মরি মরি কি রূপমাধুরী!
নাচ' হরি, হৃদি আলো করি'।
থাক প্রভু, হৃদয়ে আমার।
কিন্তু—কিন্তু থেকো সাবধানে,
এক পার্শ্বে থেকো, প্রভু!
এখনি ত সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা
বিদ্ধ হবে বক্ষেতে আমার;
তাই বলি, সাবধানে থেকো মোর হৃদে।
দেখো হরি, অস্ত্রাঘাতে
অঙ্গে তব যেন দেব, ব্যথা নাহি লাগে।

[স্বগত] আহা, আমার কি সৌভাগ্য! হরি আমার হৃদয়ে। প্রভু, যদি দয়া ক'রে আমার হৃদয়েই এসেছ, তবে তোমার পদে একটি ভিক্ষা চাই; এইটি আমার শেষ ভিক্ষা। এ ভিক্ষাটি দিয়ো, প্রভু! আমার স্নেহময়ী সরলা জননী যখন আমার শোকে হৃদয়ে লক্ষ বৃশ্চিকের দংশন-যন্ত্রণায় কাতরা হবেন, তখন তুমি তাঁর বক্ষে একবার উঠো, নাথ! একবার তাঁকে তোমার ঐ সুমধুর বীণানিন্দিত স্বরে মা মা ব'লে ডেকে তাঁর শোকের শান্তি ক'রো, নাথ!

শিবি। একি ! কেন কাঁপে কর ?
কম্পিত হ'য়ো না, হস্ত !
স্থির থাক নয়ন আমার !
চঞ্চল হ'য়ো না পদ !
ওহো ! ওহো ! তবু কাঁপে কর।
বলহীন হতেছে শরীর।
কেন—কেন ?
অনাথের নাথ ! দুর্ব্বলের বল !
বল দাও শরীরে আমার,
দ্বিজকার্য্য হউক্ সাধিত।
জয় জয় জগদীশ হরি !
দয়া মায়া, স্নেহ সরলতা !
এইবার দূর হও সবে,
শিবির হৃদয় ছাড়ি'
অন্যস্থানে করহ আশ্রয়।
ব্রাহ্মণের মৃতপুত্র পাইলে জীবন,
দয়া যদি থাকে তোমাদের,
তবে পুনরায় অভাগারে করিবে আশ্রয়।
[ছুরিকাঘাত, পাত্রে রক্ত ধারণ ও হৃৎপিণ্ড উৎপাটন]
রাজ। হরি ! হরি ! হ—রি—হ। [পতন ও মৃত্যু]
সকলে। ধন্য—ধন্য, মহারাজ !

বেগে রাণীর প্রবেশ।

রাণী। মহারাজ ! মহারাজ !
কোথা মোর প্রাণের নন্দন ?

শিবি　　[সক্রোধে] মহারাণি !
অন্তঃপুর ছাড়ি'
আমারে কাঁদাতে বুঝি এসেছ হেথায় ?
কিন্তু স্থির জেনো, রাণি !　কর্ত্তব্যের পথে
সদা অচঞ্চল আমার হৃদয়।
ওই দেখ, পুত্র তব রক্তাক্ত শরীরে,
ধরিত্রী মাতার কোলে অন্তিম নিদ্রায়,
এবে রয়েছে নিদ্রিত।
ব্রাহ্মণের উপকার করি'
পরিশ্রান্ত হ'য়ে যেন পড়েছে ঘুমায়ে।
তোমার ক্রন্দন—
কিংবা জগতের ক্রন্দনের রোলে—
এই নিদ্রা ভাঙিবে না আর !
তবে কেন বৃথা, দেবী, এসেছ হেথায় ?
রাণী।　　না—না, মহারাজ !
কাঁদিতে আসি নি হেথা।
পর-উপকার তরে
যেই পুত্র তুচ্ছ করে আপন জীবন,
ঐহিকের দৃঢ় মায়াপাশ
নাহি পারে যাহারে বাঁধিতে,
হরিধ্যানে মগ্ন হ'য়ে
ভুলে যায় যেই পুত্র
নিজ বক্ষে তীক্ষ্ণ ছুরিকা-আঘাত,
চুম্বিতে তাহার মৃত মুখ,

তার শব শেষবার হেরিতে নয়নে,
আনন্দের অশ্রুধারে
ভিজাইতে তার বক্ষঃস্থল
হেথায় এসেছি, মহারাজ !
ধন্য তব দয়া, নারায়ণ !
তোমার দয়ায় এ হেন ধার্ম্মিক পুত্রে
গর্ভে আমি করেছি ধারণ !
বৈকুণ্ঠবিহারী হরি !
ভবসিন্ধু পার কালে
দিয়ো দয়া করি' ওই পদতরী—
তব পদে থাকে যেন মতি।

সকলে। ধন্য—ধন্য—ধন্য তুমি, রাণি !

রাণী। [মৃত পুত্রের মুখ ধরিয়া]
দেখ—দেখ, মহারাজ !
স্বরগের ফুল্ল পারিজাত
ভাগ্যবশে এসেছিল
পাপপূর্ণ পৃথিবী মাঝারে ;
পুনঃ গেল স্বর্গেতে চলিয়া।
মরি-মরি কিবা রূপ !
কি মধুর বদন-মাধুরী !
যাও পুত্র, স্বর্গধামে।
তোমার নিমিত্ত, বৎস !
স্বর্গের তোরণ-দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে।
তোমারে লইতে কোলে

সুরবালাগণ স্বর্গদ্বারে আছেন দাঁড়ায়ে।
যাও বৎস, যাও বৎস, সুখে থাক সেথা।

শিবি। হে সন্ন্যাসিবর!
এই নিন্ মৃত পুত্র,
এই নিন্ তনয়ের হৃদয়-শোণিত,
তপ্ত রক্তমাখা এই হৃৎপিণ্ডখান—
দ্বিজপুত্র হউন জীবিত।

[সন্ন্যাসীর পদে অর্পণ]

ইন্দ্র। ধন্য তুমি, মহারাজ!
ধন্য রাজা, মহিষী তোমার,
শত ধন্য তোমার নন্দন।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ!
তোমরা কখন নহ মর্ত্তের মানব।
কি আর বলিব, মহারাজ!
সুখে থাক—করি আশীর্ব্বাদ;
ধর্ম্মপথে থাক্ তব মতি।
অচিরে তোমার এক জন্মিবে তনয়।
তোমার পবিত্র নাম
দিক্-দিগন্তরে সবে করিবে কীর্ত্তন,
হরিপদে পাইবে আশ্রয়।

ইন্দ্র। মহারাজ! এবে চলিলাম আমি
মৃতপুত্রে লইয়া তোমার।
আশীর্ব্বাদ করি,
ধর্ম্মপথে থাক্ তব মতি।

সন্ধ্যাকালে ব্রাহ্মণ-তনয়
বিষমুক্ত হবেন, রাজন্!

শিবি ও রাণী। শিরোধার্য্য বিপ্র-আশীর্ব্বাদ। [প্রণাম]

সখাগণ।—

গান।

বৃথা অহঙ্কারে মেতো না মানব,
বিষয়-মদিরা পানে রে।
অনিত্য এ দেহ শুধু প'ড়ে র'বে,
প্রাণ যবে যাবে ছেড়ে রে॥
কতবার এসে কতবার গেলে,
ভাব দেখি মনে মনে রে।
মায়ার কুহকে সোনার বদলে,
কাচ ল'য়ে ভুলে গেলে রে॥
মায়া-পরিহরি, বল হরি হরি,
হরিনাম কর সার রে।
আর আনাগোনা করিতে হবে না,
জঠর-যাতনা যাবে রে॥

[রাজপুত্রের মৃতদেহ লইয়া সখাগণ, ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীর প্রস্থান।

রাণী। অন্তর্যামী নারায়ণ! হৃদয়ে বল দাও, প্রভু! হৃদয় যে বড় দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ছে। কুমারের সেই মৃত মুখ বারংবারই যে মনে হচ্ছে, নাথ! সুশীলা নাই—জয়সেন নাই—সুষেণ নাই। অন্তঃপুর যে একেবারে এক দণ্ডের মধ্যেই শূন্য হ'য়ে গিয়েছে, নাথ! কুসুম-কাননের কুসুম-কলিকা যেখানে যা ছিল, এক ঝটিকায় সকলই যে উড়ে গেল, প্রভু! কেবল শাখাহীন তরুর মত আমরাই অতীতের সাক্ষী হ'য়ে এই সংসার-কাননে প'ড়ে রইলাম কেন, নাথ?

রক্তাক্তবক্ষে উন্মাদ বালকবেশী কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। উঃ! উঃ! উঃ! জ্ব'লে গেল—জ্ব'লে গেল! বুকটা চিরে দিয়েছে, দুখানা ক'রে দিয়েছে, বাবা! মহারাজ! মহারাজ! জ্ব'লে গেল—জ্ব'লে গেল, একটু হাত বুলিয়ে দেবে? হাঃ!হাঃ! হাঃ! হাস্‌ব কত? হাস্‌ব কত? এই রাজাটার হাতে এখনও ওর ছেলের রক্ত লেগে রয়েছে; আমি আবার ওকে হাত বুলিয়ে দিতে বল্‌ছি! কিন্তু বুকটা বড় জ্বল্‌ছে—বড় জ্বল্‌ছে! কি করি? কি করি?

শিবি। আহা! এই উন্মাদ বালক কে? একদিন হিমালয়ের গোমুখী তীর্থে দেখেছিলাম। আহা, মহির্ষি! সৃষ্টির সর্ব্বত্রই বিচিত্রতাময়! এমন সুন্দর মূর্ত্তির মধ্যেও এমন ভীষণ রোগ আছে।

কৃষ্ণ। 'চিন্‌তে পেরেছ, তবু ভাল। না—না, তোমার চেনা-পরিচয়ে কাজ নাই, বাবা! কোন্ দিন আবার বুকে ছোরা বসিয়ে দেবে! উঃ! উঃ! বুকটা জ্ব'লে গেল—জ্ব'লে গেল!

শিবি। বালক! তোমার বুকে কি হয়েছে?

কৃষ্ণ। যা হয়েছে, তা আমিই জান্‌তে পার্‌ছি, বাবা! শুন্‌বে? শুন্‌বে? কতকগুলো খুনে আনাড়ী বেণে সোনা কিন্‌তে এসে সোণার পরখ কর্‌তে গিয়ে সকলে জুটে জোর ক'রে আমার বুকে ছোরা বসিয়ে দিয়েছে। একটু হাত বুলিয়ে দেবে? না—না, তুমি দিলে হবে না। তোমার হাতে রক্ত—মাথায় তোমার লাল টুপিয়া, তুমি আমাকে ছুঁলেই আমি এক ছুট্ দোব, বাবা! [রাণীকে দেখাইয়া] তবে উনি যদি দেন, ত হয়। উনি আমার মা। মা! মা! তুমি আমার মা হবে?

রাণী। মহারাজ! মহামায়ার এ আবার কি খেলা, নাথ? এই বালককে দেখে ওর প্রতি আমার পুত্রাধিক স্নেহ হচ্ছে কেন, নাথ? হাঁ বাবা! তোমার কি মা-বাপ নেই?

কৃষ্ণ। বালাই—বালাই! তোমাব না থাকুক্‌গে, আমাব থাক্‌বে না কেন?

রাণী। পাগলের বিচিত্র লীলা! আচ্ছা বাবা, তবে তুমি আমাকে মা বল্‌তে চাচ্ছিলে কেন?

কৃষ্ণ। চাচ্ছিলাম ব'লেই ত তোমার গায়ে একেবাবে ফোস্কা পড়ে নি?

বাণী। তাঁবা কি তোমাকে খেতে দেন্ না?

কৃষ্ণ। হাঃ! হাঃ! হাঃ! আমাব অবস্থা শুন্‌বে?

গান।

দুঃখেব কথা বল্‌ব কত আর।
আমার বাবা পাগল, মা পাগল, আমি পাগল
পাগলের সংসাব ॥
সিদ্ধি খেযে শ্মশান ঘাটে,
বাবা বেড়ায় মড়া ঘেঁটে,
এলোচুলে ছু'ট ছুটে
বেড়ায় মা আমার।
মুখে ছাই, কপালে আগুন, আমার মা, বাবার ॥
বাবা বেড়ায় ভিক্ষা ক'রে,
মা করে অসি ধরে,
বাবার বুকে নাচে যে মা, মায়া কি আছে তার।
মহামায়া নামটি বটে (কিন্তু) ধারে না'ক মায়ার ধার ॥
ভালবেসে লোকে মোরে,
যা দেয় খাই তা আদর ক'রে,
ফুল ফল, ঘাস পাতা, জল করি নে বিচার।
বাজিয়ে বাঁশী, সুখে ভাসি, ভালবাসি বনফুলহার ॥

উঃ! উঃ! বুকটা ফেটে যাচ্ছে। একটু হাত বুলিয়ে দেবে? তুমি আমার মা হবে?

রাণী। আহা! তাই ত। বুক দিয়ে যে দর্ দর্ ক'রে রক্ত পড়্ছে। কিন্তু কোথাও ত আঘাতের চিহ্ন নাই। এ ত বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার!

কৃষ্ণ। মা। আঘাতের দাগ নাই কেন, শুন্‌বে? এক ব্রাহ্মণ আমার বুকে রাগ ক'রে একবার লাথি মার্‌লে, তার পর আমি তাঁর পায়ে ধ'রে অনেক কাকুতি-মিনতি কর্‌বার পর তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর সেই লাথির দাগ যত দিন আমার বুকে থাক্‌বে, ততদিন অন্য আঘাতের দাগ আর আমার বুকে হবে না। সেইজন্যই দাগ হয়; কিন্তু এই দেখ মা, এখনও রক্ত পড়্ছে, আর মা, যা জ্বালা কর্‌ছে, তা আর কি বল্‌ব, মা! মা—মা! আমায় কোলে ক'রে ব্যথায় একটু হাত বুলিয়ে দেবে?

রাণী। [কোলে লইয়া] কোথায় ব্যথা লেগেছে, বাবা? কোথায় হাত বুলিয়ে দিতে হবে?

কৃষ্ণ। এইখান্‌টায়। [বুকে রাণীর হস্ত স্থাপন]

রাণী। [বুকে হাত দিয়া] আহা, এই বালকের কি সুকোমল দেহ! কি শীতলস্পর্শ! যেন সর্ব্বাঙ্গ শীতল হ'য়ে গেল! হৃদয়ের সকল জ্বালাই যেন জুড়িয়ে গেল! অগ্নিরাশির মধ্যে যেন কে জল ঢেলে দিলে! উত্তপ্ত মরুভুমির যেন স্বাদু শীতল প্রবাহিনী তর্ তর্ বেগে প্রবাহিত হ'ল। মহারাজ, তুমি একবার এ বালককে কোলে ক'রে দেখ।

কৃষ্ণ। না মা, আমি খুনীর কোলে যাব-না, আমাকে কেটে ফেল্‌বে।

রাণী। ভয় কি বাবা, আমি রয়েছি, আমি থাক্‌তে তোমার কোন ভয় নাই। তুমি স্বচ্ছন্দে ওঁর কোলে যাও, বাবা!

কৃষ্ণ। হাঃ! হাঃ! হাঃ! আপনার পেটের ছেলেকেই বড় রাখ্‌তে পার্‌লে, তা' আবার পরের এই একটা পাগ্‌লা ছেলে।

রাণী। সে ছেলে ত আমার নয় বাবা, তুমিই আমার ছেলে।

কৃষ্ণ। তবে সে ছেলেটা কার মা, ঠিক বল।

রাণী। সে ছেলে যাঁর, তাঁর কাছেই চ'লে গিয়েছে, বাবা! আর যে ছেলে আমার, সে আমারই কাছে রয়েছে, বাবা! আজ আমি জগদীশ্বরের নাম ক'রে বল্ছি—আমার প্রত্যক্ষ দেবতা পতির সম্মুখে বল্ছি, তোমাকে এমনি ক'রে কোলে রাখ্তে পার্লে আর আমি কিছুই চাই না।

কৃষ্ণ। তার পর মা, যে কথা বল্ছিলে? তোমার সে ছেলে কোথায় গেল?

রাণী। সে পুত্র আমার নয়, সে পুত্র সেই বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণের। তিনিই তাকে কিছুদিনের জন্য—কোন কার্য্য সাধন উদ্দেশ্যে আমাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন, আবার তার কার্য্য শেষ হ'লেই নিয়েছেন।

কৃষ্ণ। হাঁ মা, এটি কি তোমার কথা? না—পাগল পেয়ে আমায় ভোলাচ্ছ, মা?

রাণী। বাবা! আমি প্রবঞ্চনা জানি না, তাঁর পুত্র তিনিই নিয়েছেন।

কৃষ্ণ। তবে মা, তোমার বুকটা অত গরম ছিল কেন? বুকের মধ্যে কোন বিশেষ দুঃখ না হ'লে কি, বুক অত গরম হয়, মা? ওটা যে আমি বিশেষ জানি। আমারও যখন কোন দুঃখ এসে জোটে, তখন বুক্টা, ঐ রকম গরম হ'য়ে উঠে, আর জ্বালা করে।

রাণী। বাবা! যে দুঃখ পূর্ব্বে হয়েছিল, এখন আর তা নাই। তোমাকে বুকে ধ'রেই নাই—পূর্ব্বে ছিল।

কৃষ্ণ। [স্বগত] ধন্য আমার প্রতি বিশ্বাস! এত বিশ্বাস না হ'লে —এত ভক্তি না থাক্লে কি আমি বৈকুণ্ঠ ছেড়ে আস্তে বাধ্য হই? মানুষ কর্ত্তব্যের অনুরোধে—ধর্ম্মের অনুরোধে আপনার বুকেও অস্ত্রাঘাত

করতে পারে—আপনার হৃৎপিণ্ডও স্বহস্তে উৎপাটিত করতে পারে; কিন্তু যন্ত্রণা যাবে কোথায়? ভৌতিক দেহ থাকতে যন্ত্রণার অবসান নাই। তবে সেই সময় যে আমাকে আত্মসমর্পণ করে, সেই যন্ত্রণা বিস্মৃত হয়। যে তা পারে না, সে যন্ত্রণা ভোগ করে। শিবির পুত্র মৃত্যুকালে আমাতে আত্মসমর্পণ করেছিল, তাই সে বক্ষে অস্ত্রাঘাতের বেদনা জানতে পারে নাই, সে অস্ত্রাঘাত আমিই বুক পেতে নিয়েছিলাম। সে যন্ত্রণা এই ভক্তের স্পর্শে দূর হয়েছে। ভক্তই আমার প্রাণ—ভক্তই আমার অঙ্গ—ভক্তই আমার অস্তিত্ব। কেহ যেন আমার ভক্তকে ক্লেশ না দেয়, সে ক্লেশ আমাকেই দেওয়া হবে। শিবিপুত্রের অন্তিম প্রার্থনা ছিল যে, তার মাকে মা ব'লে শোকের শান্তি করা; সেইজন্যই আমি এসেছি। এখন এক-বার শিবির কোলে উঠেই প্রস্থান করব।

রাণী। তুমি মনে মনে কি ভাবছ, বাবা; আমার পতির কোলে একবার যাবে না?

কৃষ্ণ। কৈ মা, উনি ত একবার নিতে চাইলেন না।

রাণী। মহারাজ! ধর—ধর। এই পুষ্পস্তবকের ন্যায় কোমল অঙ্গ একবার স্পর্শ কর। এই বালককে আর ছেড়ে দেওয়া হবে না, যখন মন চঞ্চল হবে, তখন এর মুখ দেখ্‌ব—একে কোলে নেবো।

শিবি। [বালককে কোলে লইয়া]

আহা কি কোমলস্পর্শ!
শিরায়—শিরায়
বহে যেন অমৃতের ধারা!
যেন এক বৈদ্যুতিক বলে
সর্ব্বদেহ হতেছে স্পন্দিত!
মনে হয়—যেন আমি

ডুবে আছি অমৃতের হ্রদে !
সুধাময় যেন এ সংসার,
আকাশ, কানন,
জল সুধায় নির্ম্মিত।
পাপ নাই, তাপ নাই,
ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই,
উচ্চ নাই, নীচ নাই,
বিজ্ঞ নাই, অজ্ঞ নাই
যেদিকে তাকাই,
সুধাময় সকলি নিরখি।
দেবি ! দেবি ! সুধা ! সুধা !
চারিদিকে সুধার সাগর !
এস দেবী,
দুইজনে ডুবি এই সুধাসিন্ধুমাঝে।

[কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান।

শিবি। একি হ'ল !
কোথা গেল উন্মাদ বালক ?

কৃষ্ণ। [নেপথ্য হইতে]—

গান।

মুখের হাসি মিশ্‌লো অধরে।
ছুটে ছুটে সর্ব্বঘটে বেড়ায় যে,—
ভেবেছ তারে রাখ্‌বে গো ধ'রে ॥
আমারি উড়্‌ছে পাখী, ছুটছে গো নদী,
আমি থাক্‌ব কয়েদী ?

আমি টিয়ে চন্দনা, পায়ে শিকল পরি না,
ইচ্ছা হ'লে ভাস্‌ব আমি আকাশ-সাগরে,
আমায় রাখ্‌তে কি পারে॥

রাণী। মহারাজ! মহারাজ! একি হ'ল? বালক আমাদের সহসা ছেড়ে চ'লে গেল? বাবা, বাবা, বাবা, কোথায় তুমি?

কৃষ্ণ। [নেপথ্য হইতে]—

গান।

আমি আস্‌ব গো আবার।
যে আমারে ভালবাসে আমি কেনা তার॥
ভালমানুষের ছেলে,
চোরের হাতে কষ্ট পেলে,
ধর্ম্মকাজে বিঘ্ন হ'লে
প্রাণ কাঁদে আমার,—
তাই আমি আসি বারে বার॥

শিবি। উন্মাদের অদ্ভুত লীলা।

রাণী। চ'লে গেছে—চ'লে গেছে, হায়! চ'লে গেছে।

শারদ পূর্ণিমা-শশী বিতরি' জ্যোছনারাশি
অকস্মাৎ আঁধারের কোলে লুকায়েছে।
হায়, চ'লে গেছে!
নির্ম্মল তটিনীজল, করি' মৃদু কল কল,
মরুভূমি বালুকার মাঝে প'শেছে।
হায়, চ'লে গেছে!
ফুটন্ত মল্লিকা ফুল, মাতাইয়া অলিকুল,
নীরবে গোপনে পুনঃ ঝরিয়া পড়েছে।
হায়, চ'লে গেছে!

গগনের ধ্রুবতারা, করি মোরে পথহারা
অতল সাগর জলে অকূলে ডুবেছে।
হায়, চ'লে গেছে!
সুখরবি চিরতরে, ডুবে গেছে পারাবারে,
অন্ধের যষ্টিকাগাছি আপনি ভেঙেছে।
হায়, চ'লে গেছে!

মন্ত্রী সহ রাজদূতের প্রবেশ।

দূত। মহারাজ!

মন্ত্রী। কি সংবাদ, দূত?

দূত। মন্ত্রী মহাশয়! কেরলের অধিপতি রাজা পৃথুপাল বিদ্রোহী হ'য়ে আমাদের কয়েকজন সৈন্যকে গুপ্তভাবে আক্রমণ ক'রে নিহত করেছেন। এদিকে কেরলদেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত: কিন্তু প্রজাদের এই ঘোর অন্নকষ্টেও কেরলপতি চঞ্চল না হ'য়ে সমরের বিপুল আয়োজনে ব্যস্ত হয়েছেন। অচিরে এ বিদ্রোহের দমন না কর্‌লে চারিদিকে অশান্তির অনল জ্ব'লে উঠ্‌বে। এখন মহারাজের যেরূপ আদেশ হয়।

মন্ত্রী। মহারাজ! যদি অনুমতি করেন, তবে বিদ্রোহ দমনের জন্য আমরাও সমরের আয়োজন কর্‌তে পারি। পৃথুপাল বহুদিন থেকেই বিদ্রোহের অবসর অনুসন্ধান করেছিল; এখন বোধ হয়, কোন সুযোগ হ'য়ে থাক্‌বে। যাই হ'ক্, এখন যুদ্ধ ভিন্ন এ বিদ্রোহ দমনের আর অপর উপায় নাই। এখন মহারাজের যেমন অনুমতি হয়।

শিবি। লীলাময় হরি, এ পুত্রমেধযজ্ঞ শেষ না হ'তেই আবার এখনই নরমেধের আয়োজন কর্‌তে হবে? উঃ! রাজকার্য্য কি যন্ত্রণাময়! কিন্তু আমি ভাবি কেন? কে আমি? যাঁর কার্য্য তিনি কর্‌ছেন, আমি

কেবল যন্ত্র-চালিত পুত্তলিকার ন্যায় চালিত হচ্ছি মাত্র। দূত, তুমি সেনাপতি জয়সেনকে এখানে পাঠিয়ে দাও। [দূতের অধোবদনে অবস্থিতি]

উঃ হু! বুঝেছি—বুঝেছি!
জয়সেন হেথা নাহি আর।
আমার দক্ষিণ বাহু
নিজ করে করেছি ছেদন।
জয়সেন এবে বনবাসী,
বনবাসী সুষেণ, সুশীলা।
যাক্—থাক্ বৃথা চিন্তা।
প্রধান সেনানী পদে
চণ্ডবিক্রমেরে এবে করি নিয়োজিত।

মন্ত্রি! আজ হ'তে সহকারী সেনাপতি চণ্ডবিক্রম জয়সেনের পদে প্রধান সেনাপতিরূপে নিযুক্ত হ'ল। অগ্রে দূতের দ্বারা কেরলপতি পৃথুপালকে অধীনতা স্বীকার করতে ব'লে পাঠাও। যদি তাতে তিনি সম্মত না হ'ন্, তবে যুদ্ধের আয়োজন করা হ'ক্।

মন্ত্রী। রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কেরলরাজ্যের বহির্ভাগ—যুদ্ধক্ষেত্র।

দুইজন শিবি-সৈন্যের প্রবেশ।

১ম সৈন্য। বাহবা! বাহবা! বাহবা! ও ভাই ভীমরাজ, আমাদের নূতন সেনাপতি চণ্ডবিক্রম মশাই দেখ্ছি দ্বিতীয় জয়সেন হ'যে পড়েছেন।

২য় সৈন্য। ওরে ভাই, ভাল কথাতেই বল্-না কেন যে, আমাদের নব সেনাপতি চণ্ডবিক্রমসিংহ জয়সেনের দ্বিতীয় সংস্করণ। বাহবা! বাহবা! এ বাবা, নামে চণ্ডবিক্রম, কাজে প্রচণ্ডতম পরাক্রম; যেন যম ঠাকুরের জ্যেঠা মশাই। কেরলরাজ পৃথুপাল কি জব্দটাই হয়েছে, ভাই! এমন সাতদিন যুদ্ধের মধ্যে একদিনও শুঁড়িহস্ত কর্তে হয় নি, বাবা!

১ম সৈন্য। হায়, হায়! আমাদের মহারাজের বিদ্রোহী হওয়া, আর ইচ্ছা ক'রে আগুনে হাত দেওয়া উভয়ই সমান। একেই বলে সুখে থাক্তে ভূতে কিলোয়।

২য় সৈন্য। কিন্তু ভাই, রাজাটার কি সাহস! এখনও যুদ্ধ কর্ছে।

১ম সৈন্য। আর কর্তে হবে না বাবা! আজই যাবে ফর্সা হ'য়ে।

২য় সৈন্য। দেখ্ ভাই, আমাদের সেনাপতি যদি রাজাটাকে বন্দী কর্তে পারে, তা' হ'লেই ভাই, সেটাকে আমাদের রাজধানীতে নিয়ে গিয়ে বাঁদর নাচ্ নাচাব। আর—

১ম সৈন্য। আর কি বল্।

২য় সৈন্য। আর তফাৎ থেকে আমার গিন্নীকে দেখাই।

১ম সৈন্য। তোমার গিন্নীর বাঁদর নাচ্ দেখ্বার যদি এতই ইচ্ছা হ'য়ে থাকে, তবে তুমি নিজেই একবার তার সাম্নে নাচ্লেই তার সে সখ্টা মিটে যায় ত। চেহারাটা পাশাপাশি যায়—

২য় সৈন্য। হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাস্ব কত? হাস্ব কত? ভায়া হে! বেঁচে থাক, যতকাল ইচ্ছে। রসিকতাটা কর্লে ভাল, কর্লে ভাল। ও আবার কিসের শব্দ? ও ভাই, দেখ্—দেখ্, আমাদের সেনাপতি মশায়কে কেরলরাজার কতকগুলো সৈন্য আর সেনাপতি একবারে ঘিরে ফেলেছে। চ ভাই, আমরা তাঁর সাহায্য করি গে।

১ম সৈন্য। শীগ্‌গির শীগ্‌গির চ।

[উভয়ের প্রস্থান।

যুধ্যমান কীর্ত্তিসিংহ ও চণ্ডবিক্রমের প্রবেশ।

[কীর্ত্তিসিংহের পলায়ন ও চণ্ডবিক্রমের পশ্চদ্ধাবন।

যুদ্ধ করিতে করিতে কেরলসৈন্য ও শিবিসৈন্যের প্রবেশ।

[কেরল-সৈন্যগণকে আক্রমণ ও যুদ্ধ]

[সকলের প্রস্থান।

যুদ্ধরত চণ্ডবিক্রম ও কীর্ত্তিসিংহের পুনঃ প্রবেশ।

চণ্ড। [কীর্ত্তিসিংহকে বন্দী করিয়া]
কি হে বীর!
এইবার মিটেছে কি সমরের সাধ?
জয় আশা এখনো কি আছে তব মনে?
জীবনের সাধ তব,
এখনি মিটাতে পারি এই অসি-রণে!
কিন্তু কাপুরুষ নহি আমি,

অস্ত্রহীনে না করি আঘাত ;
অথবা মূষিকে বধিয়া সিংহ
নাহি দেয় নিজ বীর্য্য-পরিচয়।
প্রভু মোর দয়ার সাগর,
বিশেষতঃ বন্দিপ্রতি বড় দয়া তাঁর।
তাই আজি তব দেহে রহিল জীবন,
এইভাবে থাক হেথা বসি'।

শিবিসৈন্যগণ। জয় মহারাজ শিবির জয়!
জয় জয় ধর্ম্মের জয়!

সৈন্যগণ সহ পৃথুপালের প্রবেশ।

পৃথু। ওকি! ওকি!
কার জয় শব্দ ওই!
দেখি—দেখি অগ্রসর হ'য়ে। [অগ্রসর]
অহো! অহো! অদ্ভুত ব্যাপার!
মহাবল কীর্ত্তিসিংহ—
কেরলের অদ্বিতীয় বীর
শত্রু-করে বন্দী এবে!
লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ তাহার কর!
সৈন্যগণ! বধ' শত্রুগণে,
শত্রুরক্তে ভাসাও ধরণী।
সূর্য্যবংশ আদিম পুরুষ দিবাকর
ওই দেখ নীলাকাশে থাকি'
দেখিছেন আমাদের যুদ্ধের কৌশল।
এস—এস, দেখাই তাঁহারে,

কত বল ধরি মোরা সবে।
ওই দেখ—ওই দেখ—
মহারত্ন ডুবে যায় অতল সাগরে,
বধ' এই চণ্ডবিক্রমেরে।

[সকলের চারিদিক্ হইতে চণ্ডবিক্রমকে আক্রমণ। সকলের সঙ্গে চণ্ডবিক্রমের যুদ্ধ ও চতুর্দ্দিকে শত্রুগণ বেষ্টন করিল]

পৃথু। শান্ত হও, গর্ব্বিত যুবক!
এখনো মান' পরাজয়।
ওই দেখ মোর সৈন্যগণ
চতুর্দ্দিকে ঘিরেছে তোমারে।
ক্ষত্রিয় হইয়া আমি
বীরত্বের অপমান না চাহি করিতে।
পশুবৎ বধিলে তোমারে
প্রশংসা হবে না মোর।
তাই বলি—ক্ষান্ত হও,
প্রাণ ল'য়ে যাও নিজদেশে।

চণ্ড। মহারাজ!
বীরভোগ্য বিশাল ধরণী।
বীর মোরা তাই ভাবি সদা,
বিদ্রোহের এই দণ্ড দিব,
নতুবা ত্যজিব এই প্রাণ
ইহাই প্রতিজ্ঞা মোর।
ধর অস্ত্র, মহারাজ!
বৃথাবাক্যে নাহি প্রয়োজন।

পৃথু। উন্মত্ত কি হয়েছ, যুবক ?
কিংবা বুঝি প্রাণে তব নাহিক মমতা !
পুনঃ বলি, সেনাপতি !
প্রাণ ল'য়ে যাও পলাইয়া,
নতুবা এখনি তব
জীবন-প্রদীপ হবে নির্ব্বাপিত।

চণ্ড। হাঃ! হাঃ! হাঃ! মহারাজ!
বীর যেই জন, অসি সঞ্চালন করি'
দেয় সেই বিপক্ষের কথার উত্তর।
যত সেনা আছে তব,
একে একে কিংবা দলে দলে
বেষ্টন করুক্ সবে মোরে,
কেশাগ্রও কাঁপিবে না মোর।
মেষ কেশরীরে করিলে বেষ্টন,
করে কি কেশরী কভু তাহে দৃষ্টিপাত ?
নরনাথ! ধর অসি
কিংবা পর লৌহের শৃঙ্খল;
বীরত্বের পরিচয়
অসিমুখে দাও, মহারাজ!

পৃথু। ওহো! বুঝেছি—বুঝেছি,
শমন ডাকিছে তোরে।
তাই বুঝি পতঙ্গের প্রায়
বার বার যেতে চাস্ অনলের কাছে!
আয় তবে দেখা যাক্, কত বল দেহে

চণ্ড। উত্তম সঙ্কল্প, মহারাজ!
কিন্তু এইবার—শেষবার,
ভাল ক'রে দেখে লও জন্মভূমি তব।
শেষবার—মনে কর
প্রিয়জন আত্মীয়ের মুখ।
শেষবার—ইষ্টনাম জপ মনে মনে।
শেষবার ভাব মনে,
প্রিয়জনে ছাড়ি' কোথায় যাইবে চলি'।
কোথায় থাকিবে প্রিয়জন?

পৃথু। মনে ছিল, তোর রক্তে
কলঙ্কিত করিব না অসি।
বড় দুঃখ সেই সাধ পূরিল না মোর।
আয় তবে—

[চণ্ডবিক্রমের সহিত সকলের যুদ্ধ ও সৈন্যগণের পলায়ন
এবং পৃথুপালের পরাজয়]

চণ্ড। ওকি! ওকি! আবার সমর-বাদ্য!
কে এরা?

অদূরে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিতা কেরলরাজ মহিষী জয়ন্তী সহ বীরবেশধারিণী সহচরীগণের প্রবেশ।

জয়ন্তী। [সঙ্গিনীদের প্রতি]
ওই দেখ, সখীগণ!
শৃঙ্খলিত প্রাণেশ আমার,
শৃঙ্খলিত কীর্ত্তিসিংহ বীর।

কেশরীরে জালে বদ্ধ করি'
ব্যাধগণ সহ ফেরুপাল
আনন্দের কোলাহল করে যথা সবে,
সেইরূপ মহারাজে শৃঙ্খলিত করি'
কাপুরুষ নীচাশয়
কোলাহল করিছে সম্মুখে।
পিঞ্জরে আবদ্ধ সিংহ
কিন্তু সিংহী এবে রয়েছে জীবিত;
কার সাধ্য নিবারে তাহায়?
বল্ বল্, নীচাশয়গণ!
কোথা সে পাষণ্ড চণ্ডবিক্রম?
কোথা সে দুর্ম্মদ শিবি রাজা?
এস—এস, সঙ্গিনীগণ!

সঙ্গিনীগণ।—

গান।

চল লো সঙ্গিনী।
কোমলতা ভুলে হও সবে আজি সমর-রঙ্গিণী॥
কোমল করেতে কঠিন কৃপাণ,
কোমলাঙ্গে কর বর্ম্ম পরিধান,
হ'য়ে মুক্তকেশী চল হাসি হাসি বীর-কামিনী॥
সমরে ত্যজিয়ে সকলে জীবন,
সফল করিব নারীর জনম,
সতীধামে যাব সতী সনে র'ব কেরলবাসিনী॥

[অগ্রসর]

চণ্ড। সাবধান রমণীমণ্ডলী !
রমণী তোমরা তাই,
একবার করিলাম ক্ষমা।
চণ্ডবিক্রমের দেহে থাকিতে জীবন,
মহারাজ শিবিরে নিন্দিয়া
কেহ নাহি পায় পরিত্রাণ।

জয়ন্তী। [সঙ্গিনীদের প্রতি]
এস—এস, সহচরীগণ !
এই সে চণ্ডবিক্রম শিবি-সেনাপতি।
বিনাশিয়া এর প্রাণ
উদ্ধারিব প্রাণেশে আমার।
অথবা এ যুদ্ধক্ষেত্রে করিয়া শয়ন
বীরগতি লভিব সকলে।
ওই দেখ স্বরগের সুরবালাগণ
সাদরে ডাকিছে আমা সবে।
বীরের রমণী, বীর-প্রসবিনী মোরা,
বীরত্বের পরিচয় দিয়া
বীরক্ষেত্র যুদ্ধভূমে
বীরসাজে ত্যজিব পরাণ !

[চণ্ডবিক্রমের সহিত যুদ্ধারম্ভ]

সহসা শিবির প্রবেশ।

শিবি। কি কর—কি কর, সেনাপতি !
নারী সনে যুদ্ধ ?
নারী দেহে অস্ত্রাঘাত ?

ছিঃ! ছিঃ! লজ্জার কথা।
এ অদ্ভুত যুদ্ধনীতি
কোথায় শিখিলে, বীরবর?
ভক্তি যদি থাকে মোর প্রতি,
অবিলম্বে কর অস্ত্রত্যাগ।

[চণ্ডবিক্রম যুদ্ধে বিরত হইলেন।]

[জয়ন্তীর প্রতি]
স্থির হও, ক্ষান্ত হও, দেবি!
বুঝিলাম কেরল-মহিষী তুমি।
যাহারে বধিতে চাও তুমি,
এই সেই শিবি, মাতঃ!
স্ত্রীজাতি জননী সমা।
জননীগণের দেহে
শিবি নাহি করে কভু অস্ত্রাঘাত।
আদ্যাশক্তি ভগবতী নারীরূপ ধরি'
মহামায়া অংশরূপে
প্রত্যেক নরের গৃহে র'ন্ বিরাজিতা,
তাই চলে মায়ার সংসার।
সংসার-মরুর মাঝে,
তাই বহে স্নেহময়ী নির্ম্মলা তটিনী।
তাই বহে স্নেহ-স্রোত তর তর রবে।
তাই ফোটে কুসুমের হাস,
চন্দ্রের বিমল ভাস সুধার ধারায়—
তাই মাতঃ, ভেসে যায় সুনীল আকাশে।

দুঃখের অকূল সিন্ধু মাঝে
তাই জীব দেখে ধ্রুবতারা।
এ সংসার পান্থাবাসে
আয়ু-নিশা থাকিতে থাকিতে
তাই জীব পূজে সেই
অতুল রমণীরূপা নগেন্দ্রবালারে।
মাতৃরূপা সেই নারী-দেহে
অস্ত্রাঘাত কেমনে করিব ?
যাক্ রাজ্য রসাতলে,
যাক্ মোর নশ্বর এ দেহ,
প্রভুত্ব, সম্মান, যশঃ, বীরত্ব, গৌরব
সকলি চলিয়া যাক্ বিনাশের পথে।
রটুক্ সংসার মাঝে
কাপুরুষ নরাধম নাম।
তথাপি—তথাপি, মাতঃ !
করিব না অস্ত্রাঘাত নারীর শরীরে।

জয়ন্তী। ধর্ম্মে যদি থাকে তব মতি,
তবে রাজা, ধর অস্ত্র,
যুদ্ধ কর আমাদের সনে, কিংবা
অবিলম্বে মুক্ত কর প্রাণেশে আমার ;
মুক্ত কর কীর্ত্তিসিংহে।

শিবি। এই কথা—এই কথা, মাতঃ ?

[উভয়কে মুক্ত করিয়া]

এই দেখ মুক্ত বীরদ্বয়,

এই দেখ, মাতঃ!

মেঘ-বিমুক্ত শারদ-চন্দ্রমা।

[পৃথুপালের প্রতি] রাজন্! আমার কর্ত্তব্য সম্পূর্ণরূপে সাধিত হয়েছে। বিদ্রোহী হ'য়ে আমার রাজ্য আর আপনি শ্রীহীন করবেন না। আপনার রাজ্য আপনারই থাক্‌ল। এখন থেকে যাতে প্রজা রক্ষা হয়—যাতে সনাতন ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা হয়—যাতে দেব ব্রাহ্মণের সম্মান অব্যাহত থাকে—যাতে রমণীগণের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে, সেই সকল বিষয়ে যত্নবান্ হবেন; এই আমার শেষ অনুরোধ। আমি এখন সসৈন্যে এ রাজ্য ত্যাগ ক'রে চল্‌লেম।

[সসৈন্যে প্রস্থান।

জয়ন্তী। মহারাজ! এত দিনে বুঝ্‌তে পার্‌লে ত শিবি পৃথিবীর অধীশ্বর কেন? কোটীকণ্ঠে পৃথিবীর সকলে শিবির জয় ঘোষণা করে কেন? এখন তুমিও ধর্ম্মপথে থেকে সদ্‌গুণের দ্বারা শিবিকে পরাস্ত কর্‌তে চেষ্টা কর; দেখ্‌বে—এর পরিণাম কিরূপ হয়।

পৃথু। পৃথুপাল শিবি-প্রদত্ত রাজ্যে শত পদাঘাত করে। অপর কর্ত্তৃক নিহত পশুকে পশুরাজ সিংহ কখন ভক্ষণ করে না। যদি আমার ক্ষমতা থাকে, পুনর্ব্বার শিবির সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌ব। হয় তা'কে পরাজয় ক'রে এ অপমানের প্রতিশোধ প্রদান কর্‌ব, নয় যুদ্ধক্ষেত্রে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হব। আমি এখনই এ শিবির অধিকার ত্যাগ ক'রে মহারণ্যে চল্‌লাম। সেখানে দস্যুদল সংগ্রহ ক'রে তাদের সাহায্যে এ অপমানের প্রতিফল দিতে একবার প্রাণপণ চেষ্টা কর্‌ব।

জয়ন্তী। মহারাজ! রাজপুত্রদের বনবাসী কর্‌তে কি তোমার মনে একটুও কষ্ট হবে না?

পৃথু। যাদের পিতা বনবাসী, তারা কখন রাজপ্রাসাদে থাকে না।

জয়ন্তী। মহারাজ! তুমি আমার দেবতা—তুমি আমার বুদ্ধি—তুমি আমার সর্ব্বস্ব। তোমার অস্তিত্বেই আমার অস্তিত্ব। সুতরাং যখন তুমি এই যুক্তি সঙ্গত ব'লে বোধ করেছ, তখন তাই আমাকেও সঙ্গত ব'লে বোধ ক'র্‌তে হবে। তুমি যে অবস্থাকে সুখকর ব'লে জ্ঞান কর, সেই আমার সুখের অবস্থা। চল মহারাজ, পুত্রদের নিয়ে তোমার সঙ্গে গমন করি। [স্বগত] কিন্তু আজ আমার দক্ষিণ চক্ষু ঘন ঘন নৃত্য কর্‌ছে কেন? বিধাতঃ! রাজমহিষী বনবাসিনী হ'তে চল্‌ল, রাজপুত্র পথের কাঙাল হ'তে চল্‌ল, দীন নিরাশ্রয় অরণ্যবাসী হ'তে চল্‌লেম; এতেও কি তুমি সন্তুষ্ট নও? আর কি দুঃখ দেবে, প্রভো? পাপ-চিন্তা দূর হ'ক্‌। যখন আমি আমার দেবতার সঙ্গে চলেছি, তখন আর চিন্তা কিসের? মধুসূদন! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক্‌।

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য।

মহারণ্য।

দীনবেশে জয়সেন, সুশীলা ও সুষেণের প্রবেশ।

জয়। সুশীলা! তৃষ্ণায় প্রাণ যায়, আর যে আমি চল্‌তে পারি না। জল বোধ হয়, এ প্রদেশে নাই, সুশীলা!

সুষেণ। বাবা! আমি এতক্ষণ বলি নি, কিন্তু আমারও গলা শুকিয়ে গেছে, বাবা! জল যদি না পাওয়া যায়, তবে কি হবে, বাবা?

সুশীলা।—

গান।

জানি না কি দিয়ে বিধি গ'ড়ছ হে এ সংসার।
কভু শুনি বীণাধ্বনি, কভু ওঠে হাহাকার॥
ওই যে নীল আকাশে,
শারদ চন্দ্রমা হাসে,
কেন তারে রাহু গ্রাসে
ধরা করি' অন্ধকার॥
ওই যে কুসুম হাসে,
ঘোরে অলি চারিপাশে,
এখনি পড়িবে খ'সে
শুকা যে বৃন্ত তাহার॥
ছিলাম রাজ-নন্দিনী,
এখন বনবাসিনী,
পতি পুত্র সনে ভ্রমি
গহন ঘোর কান্তার॥

সুষেণ। মা! আর যে চল্‌তে পারি না—পা যে আর ওঠে না, মা! এস না মা, এই গাছতলায় একটু বসি।

সুশীলা। বাবা সুষেণ, তুমি আমার কোলে এস; আর তোমাকে চল্‌তে হবে না, বাবা! দেখ্‌ছ ত বাবা, [জয়সেনকে দেখাইয়া] উনি তৃষ্ণায় কাতর হয়েছেন। যে পর্য্যন্ত কোন নদী না পাওয়া যায়, সেই পর্য্যন্ত চল্‌তে হবে, বাবা! এস সুষেণ, তুমি আমার কোলে ওঠ।

সুষেণ। না মা, আমি চল্‌তে পার্‌ব; আমাকে তোমায় কোলে নিতে হবে না, মা! কাল সমস্ত দিনরাত তুমি ত কিছু খাও নি মা, তোমার মুখ শুকিয়ে গিয়েছে; এর উপর কি আমায় কোলে ক'রে পথ হাঁট্‌তে পার, মা?

জয়। ভগবান্ যা কর্‌বেন, তাই হবে, বাবা!

সুষেণ। আচ্ছা বাবা, সেই ভগবানের মনে কি দয়া নাই?

জয়। তাঁর যত দয়া আছে, এত দয়া এই ত্রিসংসারে আর কোথাও নেই, বাবা! তিনি যে দয়াময়—দয়ার সাগর! কিন্তু আমাদের দুঃখের ডাক্ তাঁর কাছ পর্য্যন্ত যায় না, তাই তিনি শুন্‌তে পান্ না, বাবা!

সুষেণ। তিনি যেখানে থাকেন, সেখানটা বুঝি এখান হ'তে অনেক দূর, বাবা? তাই তিনি আমাদের কথা শুন্‌তে পান্ না? মা আর তুমি যে দিনরাতই তাঁকে ডাক, বাবা।

জয়। না বাবা, তা নয়। ডাকার মত ডাক্‌তে না পার্‌লে, সে ডাক্ তিনি শুন্‌তে পান্ না। আমরা সে রকম ডাক্‌তে জানি না, বাবা!

সুষেণ। আচ্ছা মা, তুমি মধ্যে মধ্যে মা মা ব'লে কা'কে ডাক, মা? আমার দিদিমাকে কি? তা তিনি ত এখান থেকে অনেক দূরে আছেন। তাঁকে কেঁদে কেঁদে ডেকে কি হয়, মা?

সুশীলা। বাপ সুষেণ, আমি যাঁকে মা ব'লে ডাকি, তিনি তোমার দিদি মা ন'ন্।

সুষেণ। মা! তবে তিনি তোমার কোন্ মা? তোমার কি আরও একজন মা আছেন, মা?

সুশীলা। আমার কেন বাবা, সকলেরই। পৃথিবীর মা ছাড়া আর একজন মা আছেন, তিনি ত্রিলোকের মা।

সুষেণ। তাঁর বাড়ী কোথায়, মা?

সুশীলা। তাঁর বাড়ী সর্ব্বত্র, তবে লোকে তাঁকে কৈলাসবাসিনী বলে।

সুষেণ। কি ব'লে তাঁকে ডাক্‌তে হয়, মা?

সুশীলা। দুর্গা দুর্গা ব'লে—কাশীবাসিনী ব'লে।

সুষেণ। তাঁর কেমন রূপ, মা?

সুশীলা। তাঁর এক রকম রূপ নয়, তিনি অনেক রূপ ধর্‌তে পারেন, বাবা!

সুষেণ। তবে কি তিনি বহুরূপীদের ঘরের মেয়ে, মা?

সুশীলা। তিনি বহুরূপী কেন, অনন্তরূপিণী। যখন তিনি কালী, তারা, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা মূর্ত্তি ধরেন, তখন একরূপ। আবার যখন যোড়শী, ভুবনেশ্বরী, মাতঙ্গী, কমলা মূর্ত্তি ধারণ করেন, তখন আর একরূপ। কখন তার মুখ দেখ্‌লে মহাকালের মনেও ভয় হয়, আবার কখন তাঁর রূপ দেখ্‌লে পাঁচ বছরের ছেলেরও তাঁর কোলে উঠ্‌তে মন যায়।

সুষেণ। যেরূপ দেখ্‌লে মনে ভয় হয়, সে রূপ তবে তিনি ধরেন কেন, মা?

সুশীলা। ভয় দেখাবার জন্য, বাবা!

সুষেণ। তিনি ত সকলেরই মা। তবে আবার ছেলেদের ভয় দেখান কেন, মা?

সুশীলা। যে ছেলে তাঁর অবাধ্য হ'য়ে অধর্ম্ম করে, পুণ্যের পথ ছেড়ে পাপের পথে যায়, তাদের ভয় না দেখালে—দণ্ড না দিলে কি চলে, বাবা? জান ত বাবা, ভাল ছেলে হ'তে পার্‌লে মায়ের সোহাগ পাওয়া যায়। যারা দুষ্ট ছেলে, তারা কি মায়ের কাছে মা'র্ খায় না, বাবা?

জয়। সুশীলা! তৃষ্ণায় প্রাণ যায়। যতক্ষণ সহ্য কর্‌তে পেরেছিলাম, ততক্ষণ স্থির হ'য়ে তোমাদের কথা শুন্‌ছিলাম। কিন্তু সুশীলা! আর ত সহ্য হয় না।

সুশীলা। তবে নাথ, সুষেণ তোমার নিকটে থাক, আমি জলের চেষ্টা দেখি।

[প্রস্থান।

জয়। জলের চেষ্টা নয়—সুশীলা, আমার প্রাণরক্ষার চেষ্টা। জল না পেলে আমার প্রাণ আর অধিকক্ষণ দেহে থাক্‌বে না। হা তৃষ্ণা! তোর কি বিপুল শক্তি! যে জয়সেন মহাযুদ্ধে অসংখ্য অসংখ্য যোদ্ধ্‌গণ পরিবৃত হ'য়ে মুহূর্ত্তের জন্যও ভীত হয় নি, আজ সে তৃষ্ণায় দুগ্ধপোষ্য শিশুর মত অস্থির হয়েছে। একদিন স্বর্ণপাত্রে কর্পূরবাসিত জল নিয়ে পরিচারিকাগণ যার সেবার জন্য অবসর প্রতীক্ষা কর্‌ত, আজ সে বিজন বন মধ্যে অনাহারে সুকুমার পত্নী পুত্রের সঙ্গে বৃক্ষতলে তৃষ্ণায় শুষ্ককণ্ঠ হ'যে বিলাপ কর্‌ছে। চন্দ্র সূর্য্যও যে সুশীলার মুখ দেখ্‌তে পেতেন না, আজ সেই সুশীলা শ্বাপদসেবিত মহারণ্যে আশ্রয়, তৃষ্ণা নিবারণ কর্‌বার জন্য হিংস্র পশুর মধ্যে ছুটেছে। ধন্য সংসার! ধন্য তোমার পরিবর্ত্তন! এই পরিবর্ত্তনময় সংসারে বাস ক'রে লোকে মদগর্ব্বে আবার অন্ধ হয়!

সুষেণ। বাবা! আমাদের কত লোকজনই ছিল, এখন কেবল আমরা তিন জন।

জয়। আবার বাবা, তিন জনের স্থানে দুজনও হ'তে পারে বা দুজনের স্থানে একজনও হ'তে পারে; কিংবা এই তিন জনেরই অস্তিত্ব একেবারে লোপও হ'তে পারে।

সুষেণ। আচ্ছা বাবা, আমাদের সেই অত লোক জন, অত ঘর বাড়ী, অত সুখ-সম্পত্তি কোথায় গেল, বাবা?

জয়। মানুষ গড়ে আর বিধাতা ভেঙে দেন্। আমাদেরও সেই সুখের বাসা বিধাতাই ভেঙে দিয়েছেন, বাবা!

সুষেণ। সে বিধাতা কে, বাবা?

জয়। আমাদের কর্ম্মফল—আমাদের অদৃষ্ট।

সুষেণ। অদৃষ্ট কি, বাবা?

জয়। অদৃষ্ট—অ-দৃষ্ট, যা দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, বাবা! সুষেণ!

সুষেণ! উঃ! তৃষ্ণায় প্রাণ যায়; অসহ্য—অসহ্য! ঐ যে কারা গান কর্‌তে কর্‌তে এইদিকেই আস্‌ছে না? এদের কাছে যদি জল থাকে! হায়, এমন কি হবে!

সুধাপাত্র লইয়া গান গায়িতে গায়িতে
মায়াকুমারীগণের প্রবেশ।

মায়াকুমারীগণ।—[নৃত্যসহ]

গান।

চাঁদের সুধা, ফুলের মধু, কোকিল বঁধুর মধুর তান।
মিশায়ে তিন রতনে, রমণীর হাসির সনে
করেছে বিধি গোপনে এ সুধার নিরমাণ॥
প্রাণের পিয়াসা, মরমের আশা,
সকলি মিটিবে, পাবে ভালবাসা,
মুদিত নয়নে, সুখের স্বপনে
শোনাবে কত প্রেমের গান॥
আয়—আয় খাবি কে সুধা,
দূরে যাবে সকল ক্ষুধা,
সুধা পানে নূতন মনে,
নূতন সুখে ভাস্‌বে প্রাণ॥

জয়। তোমরা যেই হও, তৃষ্ণায় আমার প্রাণ যায়। যদি তোমাদের কাছে জল থাকে, দয়া ক'রে আমাকে একটু দাও। বড় তৃষ্ণা—বড় তৃষ্ণা!

১ম কুমারী। আমাদের কাছে জল নাই বটে, কিন্তু জলের চেয়েও শীতল দ্রব্য আছে।

২য় কুমারী। আর তা পান কর্‌লে, এখনই শরীরও ঠাণ্ডা হবে—প্রাণও ঠাণ্ডা হবে; আর মনটা আহ্লাদে উড়্‌তে থাক্‌বে।

৩য় কুমারী। আর মুখ দিয়ে গোলাপী গোলাপী গন্ধ বেরুবে। আর গোলাপী গোলাপী নেশা হ'লে এ বিজন অরণ্যটা ফুলবাগান ব'লে বোধ হবে।

৪র্থ কুমারী। আর ঘুম এলেই আমাদের কোলে শুয়ে গান শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমাও। আর ঘুম ভাঙ্‌লেই আবার এক ঢোক্।

৫ম কুমারী। [সুরাপাত্র দেখাইয়া] দেখ্‌ছ—দেখ্‌ছ ? একবার চেহারাখানা দেখ ! দেখ্‌তেও যেমন গোলাপী রং ঢল্‌ঢলে, খেলেও তেমনি গোলাপী গোলাপী নেশা আর শরীরটা টল্‌টলে।

৬ষ্ঠ কুমারী। এ-ও একরকম জল, তবে এ জলটা সাদা না হ'য়ে লাল জল, এই যা একটু তফাৎ। [ঢালিয়া] একটু খাও না—একটু খাও না, এখুনি তৃষ্ণা দূর হবে।

জয়। হরি! হরি! এ আবার তোমার কি খেলা, প্রভু? এ যে সুরা। ওঃ! ওঃ! তৃষ্ণায় প্রাণ যায়।

১ম কুমারী [মুখের নিকট ধরিয়া] একটু খাও—একটু খাও, এখুনি আবার প্রাণটা ধড়ে আস্‌বে, আর কত ফূর্ত্তি পাবে! একটু—এক ঢোক্ খাও।

জয়। [সুরাপাত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া] দূর হও, পাপিয়সীগণ।

সুষেণ। বাবা! বাবা, ফেলে দিলে কেন, বাবা? ওতে কি ছিল, বাবা?

জয়। বিষ—বিষ—প্রাণনাশক কালকূট বিষ—অথবা তা অপেক্ষাও ভয়ানক!

সুষেণ। সে কি জিনিস, বাবা?

জয়। বাবা! যে দ্রব্য অনেক ধনীর প্রাসাদকে ভিখারীর কুটীরে পরিণত করে, ধার্ম্মিককে নরপিশাচ করে, পতিব্রতাকে বারবিলাসিনী

করে, রাজপুত্রকে দীন ভিখারী করে, এ সেই ভয়ানক বিষ, বাবা! যে বিষ খেলে আর লঘু-গুরু জ্ঞান থাকে না—মান অপমান, পথ বিপথ, ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই বোধ থাকে না, এ সেই সুরা বিষ, বাবা, এ বিষ পান কর্‌লে লোকের আর নিজের স্ত্রী পুত্রের প্রতিও স্নেহ-মমতা থাকে না। সর্পের বিষে শীঘ্র মৃত্যু হয়—শীঘ্রই সকল জ্বালার অবসান হয়, আর এই সুরা-বিষে তিল তিল ক'রে অজ্ঞাতসারে মৃত্যু হ'তে আরম্ভ হয়। আমাদের ধর্ম্ম শাস্ত্রে যে সুরাপানকে মহাপাপ বলে, এ সেই সুরা, বাবা!

সুষেণ। বাবা! বাবা! তবে তুমি ও জিনিষ খেয়ো না, বাবা! ও খেয়ে যদি তুমি আমাদের স্নেহ মমতা ভুলে, আমাদের ত্যাগ ক'রে কোথাও যাও, তবে আমি আর মা কোথায় যাব, বাবা?

১ম কুমারী। খেলে না? তোমার অদৃষ্টে নিতান্তই কষ্ট আছে। [সঙ্গিনীদের প্রতি] চল্ ভাই, এখান থেকে যাওয়া যাক্।

[মায়াকুমারীগণের প্রস্থান।

জয়। চল সুষেণ, আমরা আর একটু এগিয়ে গিয়ে ঐ গাছতলায় বসি গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য ।

অরণ্যের অপর পার্শ্ব।

একজন ব্রাহ্মণের প্রবেশ ।

ব্রাহ্মণ। ওঃ। কি গভীর বন! এত ঘুরলেম, কিন্তু কোথাও ত নির্গমের পথ পেলেম না। একটি লোকও নাই, যে তাকে পথের কথা জিজ্ঞাসা করি। তাই ত, কোন্ দিকে যাই? পুত্রটির কঠিন পীড়া, যদিও ঔষধের গাছ বহু অনুসন্ধানের পর পেলেম, কিন্তু এখন এই বন থেকে বহির্গত হবার পথ না পেলে আমার এই হাতের ওষুধ হাতেই থেকে যাবে। দেখি, না ঐদিকেই আরও একটু অগ্রসর হওয়া যাক্।

নেপথ্য হইতে।—আর এগুতে হবে না, ঐ খানেই দাঁড়া।

ব্রাহ্মণ। [সচকিতে] য়ঁ্যা! য়ঁ্যা! য়ঁ্যা। কে তুমি, বাবা?

দস্যুপতিবেশী পৃথুপালের প্রবেশ।

পৃথু। তোর যম—তোর যম! এখন তোর সঙ্গে কি কি আছে, শীগ্রি আমাকে দে; নতুবা এখুনি এই ছোরার আঘাতে—

ব্রাহ্মণ। না—না—না, আমার নিকটে কিছুই নাই, বাবা: আমার একমাত্র পুত্রের কঠিন পীড়া, তাই ঔষধের গাছ সংগ্রহ করতে এইখানে এসেছিলাম। গাছ পেয়েছি, কিন্তু পথ পাচ্ছি না। আমার কাছে কিছুই নাই, বাবা!

পৃথু। ভণ্ডামি রাখ্—শীগ্‌গির দে, তোর সঙ্গে অধিক কথা কইবার আমার সময় নেই।

ব্রাহ্মণ। আমি ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণে কখন মিথ্যাকথা বলে না। আমি সত্য বল্‌ছি, আমার কাছে এই পয়সাটি ভিন্ন কিছুই নাই।

পৃথু। হাঃ! হাঃ! হাঃ! কি বজ্জাৎ—কি প্রবঞ্চক! প্রথমে বল্‌লে কিছুই নাই—তার পর বল্‌লে এই পয়সাটি ভিন্ন কিছুই নাই। ঠাকুর! এখনও ভাল কথায় বল্‌ছি, যা কিছু আছে, শীগ্‌গির আমায় দাও। কেন সামান্য ধনের জন্যে প্রাণটা খোয়াবে, বাবা! আমি নরহন্তা দস্যু, ব্রহ্মহত্যার ভয় রাখি না। প্রতারণায় আমাকে ভোলাতে পার্‌বে না, ঠাকুর!

ব্রাহ্মণ। ঈশ্বরের শপথ—ইষ্টদেবতার শপথ, আমার কাছে আর কিছুই নাই, বাবা!

পৃথু। তবে এইবার দেখ্। [আক্রমণোদ্যত]

ব্রাহ্মণ। সত্য বল্‌ছি—আমার কাছে আর কিছুই নাই। কেন অকারণ ব্রহ্মহত্যা কর্‌বে? আমার প্রাণাধিক পুত্র মৃত্যুশয্যায় প'ড়ে রয়েছে, এই ঔষধ না পেলে তার প্রাণ রক্ষা হবে না। আমাকে ছেড়ে দাও—দয়া ক'রে আমাকে পথ দেখিয়ে দাও।

পৃথু। এই একেবারেই তোকে যমালয়ের পথ দেখাই। [ব্রাহ্মণের বক্ষে ছুরিকাঘাত]

ব্রাহ্মণ। হা পুত্র! তোমার প্রাণরক্ষা হ'ল না। আজ আমার পিতৃকুল নির্ম্মূল হ'ল। ওঃ! প্রাণ যায়। হরি—নারায়ণ—মধুসূ— [পতন ও মূর্চ্ছা]

পৃথু। [ব্রাহ্মণের শরীর অন্বেষণ করিয়া একটি পয়সা পাইল] য়্যাঁ! য়্যাঁ! য়্যাঁ! তবে কি ব্রাহ্মণের কথাই সত্য! এর নিকটে কি আর কিছুই নাই? না—না—না, আর একবার ভাল ক'রে অনুসন্ধান করা যাক্। [পুনর্ব্বার অনুসন্ধান ও আর কিছু না পাইয়া] ওঃ! ওঃ!

আজ করলেম কি! এক পয়সার জন্ত ব্রহ্মহত্যা করলাম? [পয়সাটি লইয়া] হা পয়সা! আজ তোমার জন্ত এই মহাপাতক সঞ্চয় করতে হ'ল! না—না—না, তুমি পয়সা নও, তুমি আমার পক্ষে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা অথবা তুমিই আমার পরকালের সেই অনন্ত নরক। আজ পয়সা রূপে আমাকে ছলনা করতে এসেছ। না—না—না, আর তোমাকে স্পর্শ করব না। যার বক্ষের রক্তপাত ক'রে তোমাকে পেয়েছি, তার বক্ষেই এই ভীষণ ব্রহ্মহত্যার সাক্ষী হ'য়ে তুমি এই বনমধ্যে অনন্তকাল বিরাজ কর। যেন অনন্তকালেও তোমার ধ্বংস না হয়। [ব্রাহ্মণের বক্ষে পয়সা রাখিয়া ছোরা লইয়া] অস্ত্র! আজ তোকে ব্রহ্মরক্ত পান করিয়েছি। ধন্ত তোর শক্তি! হাঃ! হাঃ! হাঃ! ব্রাহ্মণের এই শরীর কতকাল কত খাদ্য খেয়ে এত বড় হয়েছিল, এর চক্ষু কত শীত, গ্রীষ্ম, বসন্তের নব নব মাধুরী নিরীক্ষণ করেছিল। কিন্তু অস্ত্র! ধন্ত তোমার শক্তি! তোমার এক আঘাতেই—ব্যস্—সব ফর্সা! হাঃ! হাঃ! হাঃ! সব চুকে গেছে। এখনও ব্রাহ্মণের হাত পা সকলি আছে, কিন্তু তাদের সকল শক্তিই তোমার শক্তিতে আকর্ষণ ক'রে নিয়েছ। তবে অস্ত্র! নরহন্তা তুমি না আমি? আমি নই—আমি নই, তুমি—নিশ্চয় তুমি—তুমি—তুমি। ওকি! ওকি! ঐ কাদের কণ্ঠস্বর না? কারা? কারা? যদি মনুষ্য হয়, তবে মনুষ্য-হন্তা অস্ত্র আমার নিকট থাকতে আমার কোন ভয়ের কারণ নাই। মনুষ্যকে আমি ভয় করি না। আর যদি দেবতা হয়, তা' হ'লে আমার ভয়ের কারণ আছে বটে। কারণ—দেবতারা পাপের শাস্তি দিয়ে থাকেন। তবে পালাই—পালাই। এখনি ধরবে—এখনি নরকে নিয়ে যাবে—এখনি কুম্ভীপাকে ডুবিয়ে রেখে আমার মাথায় লোহার মুগুর মারবে। পালাই—পালাই—পালাই।

বেগে প্রস্থান।]

কাঠুরিয়াগণের প্রবেশ।

কাঠুরিয়াগণ।—

গান।

১ম।—চল্—চল্—চল্ ঝট্ চ'লে চল্
দেরি হো যাগা।
২য়।—আস্মানের তাপে মোদের গা পোড়েগা ॥
৩য়।—হামি ডাল ভাঙেগা,
৪র্থ।—হামি লকুড়ি তোড়েগা,
৫ম।—বোঁঝা বাঁধিয়ে হাম বাজার লে যাগা,
৬ষ্ঠ।—হাম পয়সা লিয়ে থহর ভরে মোয়া কেনেগা ॥
১ম।—জল্দি জল্দি চল্,
২য়।—মুখে রাম নাম বল্,
৩য়।—দোনো হাতে কুড়ুল চালা, কাম কত্তে করেগা,
৪র্থ।—মিল্লে কড়ি পোলাপুলী সুখে রহে গা ॥

১ম কাঠু। এ জংলু ভাই, এথ্ঠো রক্তমাখা মানুষ প'ড়ে রয়েছে রে, দেখ্—দেখ্—দেখ্।

২য় কাঠু। আরে আরে ভেইয়া, এর কল্জির ওপর একঠো পয়সা রে!

৩য় কাঠু। আরে দেখ্—দেখ্, এর কল্জিটে কে ফেঁড়ে দিয়েছে রে! এ ডাকাতের কাজ। চল্—চল্ পালাই চল্। এই জঙ্গলে যে ডাকাত আছে রে!

৪র্থ কাঠু। [ব্রাহ্মণের নিঃশ্বাস পরীক্ষা করিয়া] ও ভাহ্ ভাই, এ আদ্মিঠে বামুন রে! এখন্ তক্ মরে নি; তু ভাই জল্দি ক'রে সেই দাওয়াই গাছঠো লিয়ে আয়। সেই দাওয়াইঠো দিলি পর বামুন বাঁচ্বে।

১ম কাঠু। আরে ভেইয়া, আপ্নে বাঁচ্লে বাপের নাম রে! এ জঙ্গল ছোড়ি চল্, হাম লোক্ সব জল্দি জল্দি ভাগি।

৪র্থ কাঠু। তব্ ভাই, একঠো কাম কর্। এ বামুনঠোকে ঘাড় পর্ চাপিয়ে হামাদের কুঁড়েমে লে চল্। হামরা দোজন দাওয়াই গাছ লিয়ে যাই।

১ম কাঠু। সাঁচ্ কইয়েছিস্ ভেইয়া, বামুনটার জান্ বাঁচ্লে হামাদের পোলা পুলী সব সুখে থাক্বে, চল্!

[ব্রাহ্মণের দেহ লইয়া ছুইজনের প্রস্থান।

জলপাত্র হস্তে সুশীলার প্রবেশ।

৩য় কাঠু। আরে ভাই, দেখ্—দেখ্, একঠো মেইয়া লোক আস্ছে।

৪র্থ কাঠু। আরে, ও মেইয়া লোক নেহি রে! আস্মানের দেওতা মা লক্ষ্মী ঠাকুরাণ। দেখ্ছিস্ না, জঙ্গলঠো যেন আলো করিয়ে আস্ছে। আয়—এঁকে গড় করি।

উভয়ে। মা লক্ষ্মীঠাকুরাণ! মোরা তোমায় গড় করি, মা! [প্রণাম]

সুশীলা। ভগবান্ তোমাদের সুখে রাখুন, বাবা! আমি দেবতা নই, বাবা! আমার স্বামী আর পুত্র তৃষ্ণায় বড়ই কাতর, তাই জল খুঁজ্তে এসেছি। তোমরা বল্তে পার বাবা, জল কোথায় পাওয়া যায়?

৩য় কাঠু। এ মা! তু যদি লক্ষ্মীঠাকুরাণ না হ'স্, তবে আবার লক্ষ্মীঠাকুরাণ কে আছে গো?

সুশীলা। বাবা! জল কোথায় পাওয়া যায়, আমাকে শীঘ্র ব'লে দাও।

৪র্থ কাঠু। পাণি ত এ অঞ্চলে নেই মিল্বে, মা! আর হামাদের গ্রামবি হিঁয়াসে বহুৎ দূর আছে। তু মা, যদি মানুষ বটিস্, তব্ হিঁয়াসে জল্দি জল্দি পালা, মা! এখানে ডাকাত আছে, মা! হামাদের বড্ডি জরুরী কাম আছে, মায়ি! হাম লোক যাউছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

সুশীলা। এত খুঁজ্‌লাম, তবু জল ত কোথাও পেলেম না। তবে কি এ প্রদেশে জল নাই? না, আমার অদৃষ্টে আজ জল, স্থলরূপ ধারণ ক'রে আমার প্রাণের প্রাণ সংহার করতে উদ্যত হয়েছে। ভগবন্‌! এই জলশূন্য নিবিড় অরণ্য কি তোমার সৃষ্টি? না—কোন মায়াবিনী মায়াজাল বিস্তার ক'রে তৃষ্ণার্ত্ত পথিকের প্রাণ সংহার কর্‌বার জন্য এই নিবিড় অরণ্যে গোপনে বাস করে। হা বিধাতঃ! রাজার নন্দিনীকে—পৃথিবীর অদ্বিতীয় বীরের পত্নীকে পতি পুত্রের সঙ্গে পথের ভিখারীর চেয়ে অধম করেও তুমি সন্তুষ্ট নও? শেষে অনাথিনী কর্‌তে ইচ্ছা করেছ? হে তরুলতাগণ, তোমরা ফল ও ছায়াদানে জীবের প্রাণরক্ষা ক'রে থাক, আজ আমাকে ব'লে দাও, কোথায় গেলে জল পাব? হে পশুপক্ষিগণ! আজ তোমরাই এই বিপন্না অবলার সহায়। তোমরা কোথায় জল পান ক'রে জীবন রক্ষা কর, আমাকে দয়া ক'রে ব'লে দাও। ওঃ! বল্‌বে না? বল্‌বে না? এই বিপন্না—অসহায়া অবলার প্রতি দয়া কর্‌বে না? তা কর্‌বে কেন? ভাগ্যহীনের সহায় যে জগতে কেউ নাই, তা বুঝেছি। বুঝেছি, আজ যদি আমি সাগরতীরে যাই, তা' হ'লে সাগরও আমার অদৃষ্টে শুষ্ক হ'য়ে বালুকাময়ী মরুভূমির ন্যায় ধূ ধূ ধূ কর্‌বে। দীনবন্ধু হরি! দীনা রমণীর প্রতি দয়া কর, নাথ! আমার পরম দেবতা পতি পিপাসায় অস্থির হ'য়ে বৃক্ষতলে প'ড়ে আছেন। জল না পেলে তাঁর প্রাণ বিয়োগ হবে। ওঃ! ওঃ! সে বৃথা চিন্তা কর্‌তে গেলেও হৃদয়ের রক্ত শুকিয়ে যায়।

গান।

হৃদয়-আকাশে মম এবে চির অন্ধকার।
অস্ত গেছে সুখরবি উদিবে না কভু আর॥
প্রাণ-বীণা রুদ্ধ রবে,
আর কভু না বাজিবে,
শ্মশানে সুশীলা তব দেখ করে হাহাকার॥

তাপসবেশী ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। কে তুমি, মা? তুমি কি বনদেবী? না কোন দেবকন্যা এই বন পবিত্র কর্‌তে এখানে এসেছ? তোমার মুখ অত মলিন কেন, মা?

সুশীলা। বাবা! আপনাকে প্রণাম করি। [প্রণাম] আপনি নিশ্চয়ই দেবতা। এই নিঃসহায়া—নিরাশ্রয়া অবলার উপকার কর্‌তে এখানে এসেছেন।

ইন্দ্র। মা! আমি তাপস, তীর্থভ্রমণে গমন কর্‌ছি। তুমি কে, মা?

সুশীলা। বাবা! আমার পরিচয়, সে অনেক দূরের কথা, বাবা! সে বল্‌বার সময়ও আমার নাই। আমার স্বামী ও পুত্র উভয়েই পিপাসায় কাতর। যদি দয়া ক'রে কোথায় জল আছে ব'লে দিতে পারেন, তা' হ'লে দুটি জীবন রক্ষা হয়, আর এ দাসীও অনাথিনী হয় না।

ইন্দ্র। মা! জল এদিকে নাই, এখান থেকে আরও তিন ক্রোশ দক্ষিণে গেলে তবে জল পাওয়া যাবে।

সুশীলা। তিন ক্রোশ? তিন ক্রোশ? এখনও তিন ক্রোশ? হা বিধাতঃ! তবে আর স্বামী, পুত্রের জীবন রক্ষা হ'ল না! হা ভগবন্! তোমার মনে কি এই ছিল!

ইন্দ্র। মা! যদি জল হ'লেই তোমার স্বামী, পুত্রের জীবন রক্ষা হয়, তবে সেজন্য চিন্তা ক'রো না। আমার এই কমণ্ডলুতে যে পরিমাণ জল আছে, তা'তে দুজনের তৃষ্ণা নিবারণ হ'তে পারে। এই নাও, মা! [জল দান]

সুশীলা। বাবা! কি ব'লে আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা আপনাকে জানাব, তার ভাষা জানি না, বাবা! আপনি আমার স্বামী, পুত্রের জীবন দান কর্‌লেন।

ইন্দ্র। মা! তোমাকে আর একটি কথা ব'লে সাবধান ক'রে দিই।

এই বনে অত্যন্ত দস্যুর ভয়, তুমি শীঘ্র শীঘ্র তোমার স্বামীর নিকটে যাও ; আর যদি বল, তবে আমিও তোমাকে সঙ্গে ক'রে রেখে আস্‌তে পারি।

সুশীলা। না বাবা, আপনার ততদূর কষ্ট কর্‌বার প্রয়োজন নাই। দস্যু এই ভিখারীর কি গ্রহণ কর্‌বে, বাবা?

ইন্দ্র। মা! তুমি ত দেখ্‌ছি বুদ্ধিমতী, তবে এ কথা বল্‌ছ কেন, মা? তুমি কি জান না মা, ধন অপেক্ষা যৌবনই মনুষ্যের প্রধান শত্রু। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের। তোমার সামান্য ধন নাই বটে; কিন্তু মা, তুমি এখানে যে অতুলনীয় রূপের এবং অমূল্য সতীত্ব রত্নের অধিকারিণী, মা!

সুশীলা। পিতা! আপনি যথার্থই বলেছেন। নশ্বর সামান্য ধন আজ আমার নাই, আর তার আকাঙ্ক্ষাও করি না, তাই যখন সে সকল ছিল, তখন তার রক্ষার জন্য বিশেষ যত্নও করি নাই। কিন্তু আমার সতীত্বের যিনি রক্ষক, তাঁর পরাক্রমের তুলনা নাই; কার সাধ্য তাঁকে পরাজয় করে!

ইন্দ্র। তিনি কে, মা! তিনি কি তোমার স্বামী?

সুশীলা। শুধু আমার স্বামী নন্, এই অনন্ত বিশ্বরাজ্যের স্বামী। সর্ব্ব-শক্তিমান্ বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ। যদি তাঁর চরণে আমার মতি থাকে, তবে কার সাধ্য আমার প্রতি অত্যাচার করে? এই বিশ্বাস মনে আছে ব'লেই এই গহন কাননে একাকিনী ভ্রমণে সাহস করেছি। বাবা, আমি চল্‌লেম, কি জানি—বিলম্বে আবার কি বিপদ্ ঘটে! আপনাকে প্রণাম করি। [প্রণাম] [প্রস্থান।

ইন্দ্র। মা! আশীর্ব্বাদ করি, ভগবানের চরণে যেন চিরদিনই তোমার এইরূপ অটল বিশ্বাস থাকে।

তাপসবেশে অগ্নির প্রবেশ।

অনলদেব! দেখ্‌লেন ত, শিবি-কন্যার ভগবানে কি অটল বিশ্বাস!

পার্থিব সম্পদে কিরূপ অনাদর? পতিসেবায় কতদূর আস্থা? আহা, অনলদেব! আমাদের ছলনায় রাজকন্যা আজ বনবাসিনী। কুসুম-কাননের নববিকশিত বসন্ত মল্লিকা, আজ অগ্নিময় মরুবালুকায় লুণ্ঠিতা। স্বর্ণ-পিঞ্জরের আদরের সারিকা আজ ব্যাধজালে আবদ্ধা। মাধবীলতা আজ হস্তিপদে বিদলিতা। আর সেই বীরাগ্রগণ্য জয়সেন আজ ভিক্ষুকের অধম হ'য়ে পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠে বালকের ন্যায় বালক-পুত্রের নিকটে জল ভিক্ষা কর্ছে। অনলদেব, আর কেন?

অগ্নি। দেবরাজ! এইবার জয়সেনের প্রকৃত পরীক্ষার সময়। এইবার বোঝা যাবে, তার হৃদয়ের ধর্ম্মবল কতদূর প্রবল।

ইন্দ্র। হব্যবাহন! আপনি নিশ্চয় জান্বেন, যখন শিবি-কন্যা তাকে পতিত্বে বরণ করেছে, তখন জয়সেন হীন, নীচাত্মা, অধার্ম্মিক কখনই নয়। মাধবীলতা কি সহকার ভিন্ন কণ্টক তরুকে আশ্রয় ক'রে থাকে?

অগ্নি। সুররাজ! সেই রাজসভা মধ্যে আপনার জয়সেন কৃত সেই অপমান কি এখনও মনে নাই? গর্ব্বিত জয়সেনের সেই উদ্ধত বাক্য—অসির আস্ফালন—সেই সাহঙ্কার পাদবিক্ষেপ, সকলই কি এর মধ্যে ভুলে গেলেন? হাঃ! হাঃ! হাঃ! ধন্য আপনার স্মৃতিশক্তি!

ইন্দ্র। অগ্নিদেব! মনুষ্য, মনুষ্য-প্রকৃতিসম্পন্নই হ'য়ে থাকে। মনুষ্য-দেহে দেবরক্ত প্রবাহিত হয় না, মানব-রক্তেই তাদের অস্থি, মজ্জা সংগঠিত। সুতরাং সভামধ্যে জয়সেনের সেই ব্যবহার মনুষ্যোচিতই হয়েছে; এতে তার আর বেশি অপরাধ কি?

অগ্নি। আমি ত সেই কথাই আপনাকে বল্তে যাচ্ছিলাম। জয়সেন, সুশীলা, সুবেণ যখন শিবির সংসর্গে বাস কর্ত, তখন তাদের প্রকৃতি যেরূপ ছিল, এখন কখনই সেরূপ নাই।

ইন্দ্র। আপনার কথা সত্য ব'লে স্বীকার কর্তে পার্লেম না।

অগ্নিদেব! তা' হ'লে জয়সেন পিপাসার দারুণ যন্ত্রণায় কাতর হ'য়েও মায়াকুমারীগণের প্রদত্ত সেই সুরা দূরে নিক্ষেপ কর্‌বে কেন?

অগ্নি। একবার করেছে, কিন্তু এখন হ'লে আর কর্‌ত না। এখন হ'লে সেই সুরাপানে উন্মত্ত হ'য়ে মায়াকুমারীগণের সঙ্গে প্রেমগান গায়িতে গায়িতে নৃত্য কর্‌ত।

ইন্দ্র। না, অগ্নিদেব, আমার বিশ্বাস—তখনও করেছে, এখনও কর্‌বে, এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেও কর্‌বে। ধার্ম্মিকের ধার্ম্মিকতা প্রদর্শন লোক-সমাজে গৌরবের জন্য নয়।

অগ্নি। ভাল—ভাল দেবরাজ, যদি আপনার কথাই সত্য হয়, তবে তার এইবার প্রকৃত পরীক্ষাক্ষেত্র উপস্থিত। এইবার এই তাপসবেশ ত্যাগ ক'রে ব্রাহ্মণবেশে একবার তাদের নিকট গমন কর্‌তে হবে।

ইন্দ্র। তার পর আমাকে আপনি কি কর্‌তে বলেন?

অগ্নি। যা কর্‌তে হবে, তার সুযোগও উপস্থিত। আসুন, আপনাকে সমস্তই বুঝিয়ে দিই গে।

ইন্দ্র। [স্বগত] চক্রীর চক্র কখন্ কোন্‌দিকে কি ভাবে ঘোরে, তা সেই চক্রী ভিন্ন অপরে কিরূপে বুঝ্‌বে? সেই ইচ্ছাময়ের মনে আজ আবার কোন্ অভিনব ইচ্ছা উদয় হয়েছে, তা তিনিই বল্‌তে পারেন। মধুসূদন! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক্। আমরা ত তোমার যন্ত্র, প্রভু! যে ভাবে ঘোরাবে, সেই ভাবেই ঘুর্‌ব; যে পথে চালাবে, সেই পথেই চল্‌ব: যা করাবে, তাই কর্‌ব; যা বলাবে, তাই বল্‌ব। ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি। [প্রকাশ্যে] চলুন অনলদেব, আপনার অভিনব কৌশলটাই একবার দেখা যাক্।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

মহারণ্য, তরুতল।

জয়সেন ও সুষেণ উপবিষ্ট।

জয়। সুষেণ! তৃষ্ণায় প্রাণ গেল, আর যে সহ্য হয় না; কথা বল্‌বার শক্তি যে ক্রমেই হ্রাস হ'য়ে আস্‌ছে। আর যে বস্‌তে পার্‌ছি না, বাবা!

সুষেণ। তবে বাবা, তুমি আমার কোলে মাথা রেখে একটু শোও, মা বোধ হয়, জল নিয়ে এলেন ব'লে। আমারও বড় তৃষ্ণা পেয়েছে, বাবা! মা'র এত বিলম্ব হচ্ছে কেন, বাবা?

জয়। সুষেণ! তোমার মাতার সঙ্গে আমার বোধ হয়, আর এ জীবনে দেখা হবে না, বাবা!

সুষেণ। কেন বাবা—কেন বাবা, মা কি আর ফিরে আস্‌বেন না?

জয়। তিনি ফিরে আস্‌বেন, কিন্তু ততক্ষণ বোধ হয়, আমার জীবন এ দেহে থাকবে না, বাবা!

সুষেণ। বাবা! বাবা! তুমি ম'রো না বাবা, ম'রো না। তুমি ম'লে আমাদের কি হবে, বাবা? আমাদের কে দেখ্‌বে, বাবা? কে আমাদের খেতে দেবে? কে আমাদের আশ্রয় দেবে? এই বিজন বনের মধ্যে আমাদের যে আর কেউ নাই, বাবা!

জয়। হা বিধাতঃ! ধন্য তব লীলা!

একদিন যেই জয়সেন

শিবিরাজ সেনাপতি হ'য়ে

সসাগরা পৃথিবীর প্রজাগণে
রক্ষিবারে ছিল নিয়োজিত,
আজি সে বিজন বনে
দীনহীন ভিখারীর বেশে
জলাভাবে শুষ্ককণ্ঠে ত্যজিছে জীবন।
তার পুত্র পত্নী আজ
অসহায়—পথের কাঙাল।
রক্ষকবিহীন হ'য়ে
পুত্র তার করে আর্ত্তনাদ।
ক্ষণস্থায়ী সম্পদের
হায়—হায়, এই পরিণাম!
দয়াময় জগদীশ!
পথের কাঙালে কেন, প্রভু!
দিলে তবে সেনাপতি-পদ?
রাজনন্দিনীরে কেন বা
করিলে পত্নী তার?
কেনই বা দিলে তারে
সুকুমার তনয়-রতন?
তা' হ'লে ত মৃত্যুকালে
থাকিত না আজ আর কোনই ভাবনা।
পথের কাঙাল যেই,
কাঙালের মত আজ ত্যজিত সে প্রাণ।

সুষেণ। বাবা! বড় তৃষ্ণা। তোমার কষ্ট দেখে এতক্ষণ সহ্য ক'রে ছিলাম, কিন্তু আর যে থাক্‌তে পারি না, বাবা!

জয়।　　হা অদৃষ্ট!

যার বীরদাপে একদা সন্ত্রাসে
পৃথিবীর বীরগণ হইত কম্পিত,
তাহার সম্মুখে প্রাণাধিক পুত্র তার
পিপাসায় কাতর হইয়া
শুষ্ককণ্ঠে চাহে জল,
আর সেই জয়সেন
নিশ্চল পাষাণ সম,
শুনিছে সে কাতর রোদন।
হৃদয়-বিদারি দৃশ্য
অনায়াসে দেখিছে নয়নে।
তবে এই নশ্বর জগতে
কেন জীব করে অহঙ্কার?
কার জন্য অহঙ্কার!
কেন তবে এত অভিমান?
এখনি ত এই দেহ শৃগাল কুক্কুরগণ,
নখাঘাতে বিদরিয়া
অস্থি, মাংস করিবে ভক্ষণ!
মৃত্তিকা ত মৃত্তিকায় যাবে মিশাইয়া।
এর জন্য এত অহঙ্কার?
কিন্তু—কিন্তু, তৃষ্ণা—তৃষ্ণা, অসহ্য পিপাসা।
সুষেণ! সুষেণ! জল দাও, জল।

সুষেণ। বাবা! বাবা! আমায় একটু জল দাও। জল—জল।

জয়। বাবা সুষেণ। এ জীবনে আর আমরা জল পাব না। আয়,

বাবা! তোকে কোলে ক'রে পিতা-পুত্র পিপাসায় প্রাণত্যাগ করি। জল দাও, জল—

সুষেণ। বাবা! জল। মা, মা, কোথায় মা, জল—

জল লইয়া সুশীলার প্রবেশ।

সুশীলা। সুষেণ! সুষেণ! এই যে আমি শীতল জল নিয়ে এসেছি, বাবা! ভগবন্! ধন্য আপনার দয়া!

জয়। সুশীলা! আর কিছু বিলম্ব হ'লে আমাদের মৃতদেহ কেবল দেখ্‌তে পেতে। অগ্রে সুষেণকে জল দাও।

সুষেণ। কৈ, জল মা, শীঘ্র আমাদের দাও, মা!

[উভয়কে পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে জল দান ও উভয়ের জলপানে উদ্যত]

নেপথ্যে।—শরণাগত—শরণাগত, রক্ষা কর—রক্ষা কর—

[উভয়ে জলপান না করিয়া জলপাত্র হস্তে অবস্থিতি।]

জয়। কে তুমি? সম্মুখে এস।

ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র সহ কেরলরাজ মহিষী জয়ন্তীর মূর্চ্ছিত পুত্রদ্বয় ক্রোড়ে প্রবেশ।

ইন্দ্র। বৎস! বৎস! আমি ব্রাহ্মণ, বড় বিপদাপন্ন! এই ক্ষত্রিয়-পত্নী এঁর দুটি পুত্রের সঙ্গে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে কালযাপন করেন। আজ ইনি পথভ্রমে এই বনে এসে পড়েছেন। এই বালক দুটি দারুণ পিপাসায় মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়েছে। জল আর এখানে কোথাও পাওয়া গেল না। যদি তুমি দয়া ক'রে একটু জল দিয়ে এই অনাথ বালক দুটির প্রাণ রক্ষা কর, তা' হ'লে এরা কালের আসন্ন করাল কবল হ'তে তোমার অনুগ্রহে রক্ষা পায়; আর আমিও নিশ্চিন্ত মনে গমন করতে পারি।

সুশীলা। নাথ! কি হবে?

জয়। সুশীলা! একবার ব্রাহ্মণের অপমান করায় আমাদের এই দুর্দ্দশা হয়েছে। এবার ব্রাহ্মণের উপদেশ মত এই ক্ষত্রিয় পুত্র দুটীর জীবন রক্ষা করতে যদি প্রাণ যায়, তবে সেই পূর্ব্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে। [জয়ন্তীর প্রতি] মা! এই জল নিন্; আপনার পুত্রদের মুখে অগ্রে জল দিয়ে মূর্চ্ছা ভঙ্গ করুন, পরে পান করতে দেবেন।

সুষেণ: মা! আমিও এখন জল খাব না। যদি বাবার জলে ঐ ছেলে দুটির তৃষ্ণা না ভাঙে, তখন এই জল দোব।

[জল লইয়া জয়ন্তী পুত্রদ্বয়ের মুখে দিলে তাহারা চৈতন্যলাভ করিল।]

১ম পুত্র। মা! আঃ! আঃ! একটু জল মুখে ঢেলে দাও না, মা!

২য় পুত্র। আমায় একটু আগে দাও না, মা!

[জয়ন্তীর দ্বিতীয় পুত্রকে জলদান]

১ম পুত্র। [জল পাত্র ধরিয়া] সব খেয়ো না ভাই, একবার এক চুমুক আমি খেয়ে নিই, তার পর তুমি আবার খেয়ো। লক্ষ্মী ভাইটি আমার, একবার এক চুমুক আমাকে খেতে দাও, ভাই!

২য় পুত্র। দাদা, এই জলটুকু সমস্ত খেলে, তবে বোধ হয়, তৃষ্ণা একটু কম্‌বে; নৈলে আবার যে জ্বালা ছিল—সেই জ্বালাই থাক্‌বে। দুজনেই ম'রে যাব। তার চেয়ে দাদা, আমাদের একজন ভাল ক'রে খেয়ে নিই, তা' হ'লে সে বাঁচ্‌বে; এক ভাই বাঁচ্‌লে তবু মাকে দেখ্‌তে পার্‌বে। তা দাদা, আমি ছোট, তুমি বড়। তুমি বাঁচ্‌লে মাকে ভিক্ষা করেও খাওয়াতে পার্‌বে। তবে দাদা, তুমিই এই জল খাও।

১ম পুত্র। না ভাই শান্তি, তুমি খাও। তোমাকে হত্যা করা আর ঐ জল খাওয়া দুই-ই সমান। আমি এমন প্রাণ রাখ্‌তে চাই না।

সুষেণ। তোমার নাম কি, ভাই?

১ম পুত্র। আমার নাম শক্তি, আর আমার ভা'য়ের নাম শান্তি।

সুষেণ। তবে ভাই শক্তি, তুমি এই জলটুকু খাও ; এতে বোধ হয়, তোমার তৃষ্ণা যাবে।

ইন্দ্র। কেন বাবা, তোমার কি তৃষ্ণা পায় নি ?

সুষেণ। পেয়েছিল ঠাকুর, কিন্তু আমি ত এদের চেয়ে বয়সে বড়, আমার সহ্য করবার শক্তি আছে। আগে এরা জলপান ক'রে শীতল হ'ক্ ; পরে—ঠাকুর! আপনি ত ব্রাহ্মণ, আপনার একটু পায়ের ধূলো আমার মাথায় দেবেন, তা' হ'লেই আমার তৃষ্ণা যাবে। [শক্তির প্রতি] এই জল খাও, ভাই! [জল প্রদান]

[শান্তি ও শক্তির সমস্ত জল পান]

জয়ন্তী। হাঁ দিদি! এইটি কি তোমার সন্তান? তোমার গর্ভে কি এই মহাপুরুষপুত্র জন্মেছে, দিদি ? তা' হ'লে তুমি ত দিদি, রত্নগর্ভা। আর এই সৌম্যমূর্ত্তি পুরুষটি কি তোমার স্বামী ? আহা—যেন স্বর্গের লক্ষ্মী-নারায়ণ পুত্রকে সঙ্গে ক'রে পৃথিবীতে এসেছেন! কিন্তু দিদি, তোমাদের এরূপ হীন-অবস্থা কেন ?

সুশীলা। আমাদের অদৃষ্ট, দিদি!

জয়ন্তী। হা অদৃষ্ট! ধন্য তোমার শক্তি!

ইন্দ্র। বৎস! তবে আমি চল্‌লাম। এই স্ত্রীলোকটিও তোমার সঙ্গে থাকুল। ওঁকে তোমরা পথ দেখিয়ে দিয়ো। [সুশীলার প্রতি] মা! আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের মঙ্গল হ'ক্।

জয়। দ্বিজবর! মঙ্গলই আবার অমঙ্গল। এখনও কি মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে ? সে সুখ-স্বপ্নের ঘোর অকালে ভেঙে গেছে, প্রভু!

ইন্দ্র। বৎস! সংসারে দুঃখের ভাগই অধিক। নিবিড় ঘনঘটা-সমাচ্ছন্ন রজনীতে চপলার ক্ষণিক চমকে পথহারা পথিক যেমন পথ দেখ্‌তে

পায়, আরও অগ্রসর হ'তে সাহসী হয়, এ সংসারেরও সেইরূপ অবস্থাই। ক্ষণিক সুখ মানবের দুঃখরাশি ভেদ ক'রে মধ্যে মধ্যে দেখা দেয়, এবং পরক্ষণেই কালের বিরাট্‌গর্ভে মিশিয়ে যায়। কিন্তু বৎস, মহামায়ার এমনি মায়া যে, ভ্রমান্ধ মানব সেই ক্ষণিক সুখ লাভ ক'রেই পূর্ব্বের সকল দুঃখ ভুলে যায়, এবং সংসারকে পরম সুখের স্থান ব'লে মনে করে। এইজন্যই যাঁরা প্রকৃত সাধুহৃদয় মহাপুরুষ, তাঁরা সুখ দুঃখ সমস্তই সেই বিশ্বনিয়ন্তা বিধাতার মায়ার খেলা মনে ক'রে অটল সহিষ্ণুতার সহিত সুখ দুঃখ সহ্য করেন এবং সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার উপর নির্ভর ক'রে ধীরে ধীরে ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হ'তে থাকেন। বৎস, ধর্ম্মপথ ভিন্ন জীবের আর দ্বিতীয় শান্তিময় স্থান নাই। আমি চল্‌লেম।

সুষেণ। ঠাকুর! আপনার একটু পায়ের ধূলো আমাদের দিয়ে যান্।
[পদধূলি লইয়া মস্তকে ধারণ ও পিতা মাতার মস্তকে প্রদান]

[ইন্দ্রের প্রস্থান।

জয়ন্তী। দিদি! আমার এই ছেলে দুটি এখানে থাক্, আমি আর একবার জল ও কিছু ফলের জন্য চেষ্টা ক'রে দেখি।

[প্রস্থান।

জয়। পুত্র, ধন্য তুমি! যে শিবিরাজা ব্রাহ্মণের উপকারের জন্য নিজ পুত্রের বক্ষে স্বহস্তে ছুরিকাঘাত কর্‌তেও কুণ্ঠিত হ'ন্ নি, তাঁর দৌহিত্র যে ব্রাহ্মণের পদধূলিতে বিশ্বাস ক'রে তৃষ্ণা হ'তে পরিত্রাণ পাবে, তার আর বিচিত্র কি? কিন্তু যে পাপী ব্রাহ্মণের অপমানে উদ্যত হয়েছিল, তার মনে সে বিশ্বাস কোথায়? তাই তার তৃষ্ণা দূর হ'ল না। সুশীলা, আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত। উঃ! বুক ফেটে গেল। উঃ! উঃ!

সুষেণ। না বাবা, ম'রো না বাবা, ম'রো না। তুমি গেলে আমাদের কে রক্ষা কর্‌বে, বাবা?

জয়। রক্ষা—রক্ষা? ধর্ম্ম—ভগবান্ রক্ষক। সুশীলা! হরিপরায়ণা! হ—রি। [পতন ও মূর্চ্ছা]

সুষেণ। মা! মা! বাবা যে প'ড়ে গেলেন, বাবা যে আর কথা কইছেন না। বাবা! বাবা! বাবা!

সুশীলা। সুষেণ! তোমার ও ডাক্ শুনে উত্তর দেবার লোক আর এ জগতে নাই, বাবা! হা নাথ!

একজন দস্যুর প্রবেশ।

দস্যু। [সুষেণ, শান্তি ও শক্তিকে ধরিয়া] বাঃ! বাঃ! বাঃ! কেলে মা বেটীর কি দয়া? আজ দুদিন ঘুরে ঘুরে মর্‌ছি, আমাদের সর্দ্দারের পছন্দসই নরবলির ছেলে আর পাচ্ছি না। যখন আমরা খুঁজে খুঁজে একবারে হয়রাণ হ'য়ে পড়্‌লাম, তখন কেলে মা বেটীর তিনটে চোখ একেবারে ফুটে উঠ্‌ল। যেমন সে বেটী তাকালে, অমনি. আর যায় কোথায়? অমনি সকল সুলক্ষণওয়ালা তিনটে ছেলে। ধন্যি কেলে মা! ধন্যি তুই বেটি! ওরে শালারা—শীগ্‌গির শীগ্‌গির এইদিকে আয়।

গান।

দেখ্—দেখ্—দেখ্ তিন-তিন্‌টে মিলেছে শিকার।
যত পারিস্ ক'সে ধরিস্, খুব হুঁসিয়ার
খুব হুঁসিয়ার—খুব হুঁসিয়ার ॥
কেলে মায়ের দয়া হ'লে,
আস্‌মানে জোনাকী জ্বলে,
বৌয়ের কোলে ছেলে দোলে ক্যায়সা বাহার।
ক্যায়সা বাহার—ক্যায়সা বাহার ॥

দস্যুগণের প্রবেশ।

দস্যুগণ। বাহবা—বাহবা—বাহবা শিকার!

১ম দস্যু। বল্ শালারা, কেলে মায়িকী জয়!

দস্যুগণ। জয় কেলে মায়িকী জয়!

সুশীলা। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—তোমাদের পায়ে পড়ি, বাছাদের ছেড়ে দাও। ' ঐ দেখ, আমার স্বামী এইমাত্র প্রাণত্যাগ করেছেন; আর আমার কেউ নাই। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও। [জয়সেনের ·পদ ধারণ করিয়া]

ওঠ—ওঠ, পৃথিবীর অদ্বিতীয় বীর!
একবার মেলো আঁখি।
দেখ—দেখ অমূল্য হৃদয়রত্ন তব
দস্যুগণে করিছে হরণ।
স্নেহের পিঞ্জর ভেঙে মোর্
পুত্র-পক্ষী গ্রাস করে দস্যু বিষধর।
পাষণ্ডের অত্যাচার-মহাঝটিকায়
বংশের প্রদীপ তব যায় হে নিবিয়া।
বীরবর! এ সময়ে নীরবে নিশ্চিন্তে
ধরাশয্যা উচিত কি তব?
শীঘ্র ওঠ ধরাশয্যা ছাড়ি,
দণ্ড দাও অত্যাচারীদলে।
কেন প্রভু, কি করেছি দোষ?
নিবিড় অরণ্যমাঝে
দস্যুগণ পুত্রহারা করিবে আমায়,
বিনাশিবে আশ্রিত বালক দুটি,
এও নাথ, স'বে তব প্রাণে?

সুষেণ। [দস্যুদের প্রতি] তোমরা আমাদের ছেড়ে দাও। ঐ দেখ,

মা আমার কাঁদ্‌ছেন। ঐ দেখ—বাবা ম'রে প'ড়ে রয়েছেন। আমাদের ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—

১ম দস্যু। আরে বোকা, তোর মা—যে সুন্দরী! তোর বাবার মত আবার কত বাবা জুটবে রে! তোর মত কত গণ্ডা ছেলে আবার হবে রে! ঐ দেখ্—আমাদের সর্দ্দার আস্‌ছে। সর্দ্দার মশাই, এইবার শিকার জালে পড়েছে।

দস্যুপতিবেশে পৃথুপালের প্রবেশ।

পৃথু। হাঁ, এইবার ঠিক হয়েছে। আজ একটা ব্রহ্মহত্যা করেছি, কিন্তু এ বৎসর এই তিনটে বালকের তপ্ত শোণিত দিয়ে সেই করালবদনী ভৈরব-ভামিনী দিগম্বরীর লোল রসনার তৃপ্তি সাধন কর্‌ব—তা' হ'লেই মঙ্গল হবে। কিসের পাপ? নরহন্তা দস্যুর সামান্য একটা ব্রহ্মহত্যা ক'রে এত ভয় কিসের? কিন্তু মধ্যে মধ্যে আমার সেই পূর্ব্বজীবনের কথা মনে হ'লে মনটা যেন এক-একবার চমকিত হ'য়ে ওঠে। কি ছিলাম, কি হয়েছি! না—না—না, আর সে সকল মনে কর্‌ব না। স্মৃতি! তুমি লুপ্ত হও। আমি দস্যু—দস্যু—নরহন্তা দস্যু! [সঙ্গিগণের প্রতি] দে—দে, সরাপ দে—সরাপ দে। [মদ্যপান] হাঃ! হাঃ! হাঃ! মায়া? কিসের মায়া? আর আমি তোমার দাস নই। আচ্ছা—এই স্ত্রীলোকটাকে কেন আগে বধ করি না? তা' হ'লে ত আমার এই কার্য্যের আর কেউ সাক্ষী থাক্‌বে না। তাই ভাল, কিন্তু—কিন্তু—স্ত্রীহত্যা! একদিনে ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা দুইই? না—না—না, তা কর্‌ব না। আবার মায়া? আবার ধর্ম্মভয়? আবার পাপের ভয়? পাপ ত মানসিক দুর্ব্বলতা মাত্র। সরাপ দে—সরাপ দে—দে—দে—শীঘ্র দে। [মদ্যপান] হাঃ! হাঃ! হাঃ! পৃথিবীটে একটু একটু ঘুর্‌ছে বোধ হয়। [সুশীলার প্রতি] রমণি! তোমার এ সংসারে যদি কেউ আপনার বল্‌তে থাকে, তবে এইবার তাদের

মুখগুলো একবার জন্মের মত চিন্তা ক'রে নাও। এখনই এই ছোরা তোমার বক্ষে প্রবেশ করবে। ব্রহ্মরক্ত পান ক'রেও এর তৃষ্ণার শান্তি হয় নাই। আমার এ কার্য্যের সাক্ষী আর রাখ্‌ব না।

সুশীলা। দস্যুপতি! তা' হ'লে তোমাকে আমি অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ কর্‌ব, এ দয়া কি তুমি করবে?

পৃথু। কর্‌তাম না। রমণীর প্রতি অত্যাচার—রমণীর অঙ্গে অস্ত্রাঘাত আমাদের নিষিদ্ধ; কিন্তু তুমি আমার এই কার্য্যের সাক্ষী, তাই তোমাকে হত্যা কর্‌লেই আর কেউ আমার এ কার্য্যের সাক্ষী থাক্‌বে না, সেইজন্যই আমি তোমাকে হত্যা কর্‌ব।

সুশীলা। দস্যুপতি! আমাকে হত্যা কর্‌লেও ত তোমার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হবে না।

পৃথু। কেন? কেন?

সুশীলা। তোমার এ কার্য্যের সাক্ষী আরও অনেক ত আছে; তাদের তুমি কি করবে?

পৃথু। কেন, আর কেউ কি বনের মধ্যে লুকিয়ে আমার কার্য্য দেখ্‌ছে নাকি?

সুশীলা। লুকিয়ে দেখ্‌বে কেন দস্যুপতি, প্রকাশ্য ভাবেই ত দেখ্‌ছেন। ঊর্দ্ধে দৃষ্টি কর, ঐ দেখ—অনন্ত আকাশে লোকসাক্ষী ভগবান্ সূর্য্যদেব, বিধাতার চক্ষুর মত তোমার পানে চেয়ে আছেন। সম্মুখে ঐ ঘন শ্যামল বনতরুলতারাজি, তাদের কুসুম-নয়ন উন্মীলন ক'রে দেখ্‌ছেন। আর ঐ অসংখ্য তৃণ, পশু, পক্ষিগণ, সকলেই ত দেখ্‌ছে। আর সকলের উপর সেই বিশ্ববিধাতা বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ দেখ্‌ছেন। এ সকলের চক্ষে তুমি কেমন করে ধূলি দেবে?

পৃথু। ধর্ম্ম আমার চক্ষে নাই। ঈশ্বর নাই—পাপ নাই—স্বর্গ নাই—

নরক নাই। আছেন কেবল সেই সংহাররূপিণী মুক্তকেশী নৃমুণ্ডমালিনী নররুধির লোলুপা মহাকাল পত্নী মা করালিনী কালী। তাঁর তৃপ্তির জন্যই এই বালকদের বলি দেবো। তোমার অদৃষ্টে এখন মৃত্যু নাই। তুমি এখন থেকে পুত্রশোকে দিবারাত্র দগ্ধ হ'তে থাক। [সহচরগণের প্রতি] চল্— চল্—চল্, এই তিনটে ছেলেকে শিগ্‌গির নিয়ে চল্।

১ম দস্যু। আর এই মাগীটাকে ? এটা বড্ড সুন্দরী। সর্দার, এটাকে—

পৃথু। চুপ্—খবরদার! ফের্ ওকথা মুখে আনিস্ নে। মেয়ে মানুষ আমাদের কেলে মা'র জাত। ওদের ওপর অত্যাচার কর্‌লে কেলে মা চ'টে যাবে ; তা' হ'লে আমাদের রক্তে নদী-নালা বইবে। তোরা ও রকম ইচ্ছা কখন করিস্ নে, তা' হ'লে অমনি গলাটি দু' টুক্‌রো কর্‌ব। এখন চল্।

সুষেণ, শান্তি, শক্তি। [যাইতে যাইতে] মা! মা! আমাদের নরবলি দিতে নিযে যাচ্ছে।

[সুষেণ, শান্তি ও শক্তিকে লইয়া দস্যুদের প্রস্থান।

সুশীলা। [দস্যুগণের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া] বাবা! তোমরা বিপদ্‌বারণ মধুসূদনকে ডাক। ওরে দস্যুগণ, তোরা ঐ সঙ্গে আমাকেও বলি দিতে নিয়ে যা। [পশ্চাদ্ধাবন।

ঋষিবালকগণের প্রবেশ।

ঋষিবালকগণ।—

গান।

বল হরি হরি, রাজার কুমারী
হরিপদে লও শরণ।
জান না কি মনে, সংসার কাননে
শ্রীহরি বিপদ্ বারণ॥

সুরধুনীর তীরে পবিত্র অন্তরে,
গাও হরিনাম সুমধুর স্বরে,
ভব-যন্ত্রণা র'বে না বেদনা
স্মরিলে শ্রীমধুসূদন॥

১ম বালক। দেখ্ ভাই সব, এই মানুষটি অচেতন হ'য়ে প'ড়ে আছে, এখনও মৃত্যু হয নি। চল্ ভাই, আজ ফুল তোলা রেখে একে নিয়ে আশ্রমে যাই।

সকলে। বেশ—ভাই, সেই ভাল।

[জয়সেনকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

ঐক্যতান বাদন।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

গঙ্গাতীর—শ্মশান।

চণ্ডাল ও চণ্ডালিনীর প্রবেশ।

নৃত্যগীত।

পুরুষ।— আয় চ'লে আয়, সোণার যাদু,
সাত পুরুষের নাম রে।
মুখখানা তোর মিষ্টি মধু,
বুকটা বিষের ঠাম রে॥

স্ত্রী।— তোরে কতই ভালবাসি,
তুই রে আমার হাসি-খুসি,

পুরুষ।— ওই কথাতেই বেঁচে আছি,
নইলে মরতাম রে।

স্ত্রী।— মুখখানা তোর চিনির পানা,
তুই রে আমার কেলে সোণা,

পুরুষ।— তুই যে আমার গলার দানা
তুই যে আমার জান্ রে॥
আমার যে তুই বেড়াল-চোখী
তুই রে আমার বাঁধা হুঁকী,

স্ত্রী।— ঝাড়ুর চোটে উনোন-মুখো
কর্‌ব লবেজান্ রে॥

চণ্ডালিনী। দেখ্ ছোঁড়া, আমার কথা রাখ্—আজ ফিরে চ। আমি

চার-পাঁচ শনিবারে বেটাকে এখানে দেখেছি। আজ আবার শনিবার, জানিস্ ত ?

চণ্ডাল। মিছি মিছি বক্ বক্ করিস্ কেন? অত যদি মনে ডব্, তবে আমার ঘর কর্‌তে এয়েছিলি কেন?

চণ্ডালিনী। তোর ঘর কর্‌তে এসেই ত একবারে রাজরাণী হয়েছি। এবার কিন্তু সোণার নোলক গড়িয়ে দিতে হবে, ব'লে রাখ্‌ছি।

চণ্ডাল। শুধু কি তাই দিলে তুই তুষ্ট হবি? এখন তোকে মাছ কুট্‌লে মুড়ো দিতে হবে, ধান ভান্‌লে কুঁড়ো দিতে হবে, গাই বিয়োলে বাছুর দিতে হবে, আবার শেষে বাবা, সোনার থালে ভাতও দিতে হবে। আর তুই আমার বুকের উপর রেখে সপাসপ্ ক'রে খাবি।

চণ্ডালিনী। মস্কারামি ছাড়া ত থাক্‌বি না; এখন ঘরে চ। অনেকক্ষণ সন্ধ্যে উৎরে গিয়েছে; ঐ দেখ্, বামুনঠাকুররা মন্তর পড়্‌তে পড়্‌তে গঙ্গা থেকে ফিরে যাচ্ছেন। চ—এই বেলা ওনাদের সাথে আমরাও যাই। এইবার সেইটের আস্‌বার সময় হয়েছে।

চণ্ডাল। তোর মতন ত আমি আটাশে ছেলে নই, যে পেত্নীর ভয়ে একেবারে দাঁত কপাটী লেগে যাবে।

গীতকণ্ঠে ঋষিগণের প্রবেশ।

ঋষিগণ।—

গান।

ত্রাহি গঙ্গে গতিদায়িনী।
গিরিগুহাবিদারিণী, গিরিশ-শিরঃচারিণী॥
সুখদে মোক্ষদে পতিতপাবনী,
পাতকহারিণী মাতঃ পাপ-বিনাশিনী,
জীব-জনম-জরা-যম-যাতনা-বারিণী,
পতিত পাতকী জনে নিস্তারকারিণী॥

গতিহীন অধম নরে ত্রিতাপে তারিতে,
ত্রিধারায় আসিলে মা এই অবনীতে,
অন্তকালে তব সলিলে পারে যেবা মরিতে,
বৈকুণ্ঠে পাঠাও তারে, তুমি কৃপা-প্রদায়িনী ॥

[প্রস্থান।

অদূরে বিধবা বেশে সুশীলার প্রবেশ।

সুশীলা। কতকাল হ'ল গত,
দেখি নাই সুষেণের মুখ।
কতকাল দেখি নাই,
পতিপদ এ পাপ-নয়নে।
দেখিব না আর এ জীবনে।
হা বিধাতঃ! তব পদে
এতই কি অপরাধ করেছে এ দাসী?
ক্ষমা কি নাহিক তার?
জীবন-সর্ব্বস্ব পতি—
পৃথিবীর অদ্বিতীয় বীর
পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠে
তরুতলে ত্যজিলেন প্রাণ।
প্রাণাধিক পুত্র মোর—
বিধবার একমাত্র আশার প্রদীপ,
দস্যুগণে করিল হরণ।
এতদিনে শঙ্করীর পদে
নরবলি দিয়েছে তাদের।

দয়াময়ী কৈলাসবাসিনি!
আমার পুত্রের রক্ত
এতই কি প্রিয়তম, দেবি!
দানবদলনী মাতঃ!
দানবের রক্তপানে
তৃষ্ণা তব মেটে নি কি, দেবি?
আমার পুত্রের রক্তে
মিটাইলে এবে সে পিপাসা?
মা! এ দাসীর রাজভোগ, ধন জন,
পতি, পুত্র, সহোদর
সকলি ত করেছ গ্রহণ;
অবশিষ্ট অভাগীর প্রাণ
দয়া ক'রে করিয়া গ্রহণ,
দয়াময়ী নাম তব কর মা প্রচার।

গীত।

আর কেন মা দয়াময়ী দুঃখ দাও তনয়ারে।
তাপিত জীবন মোর বিনাশ' কৃপাণ প্রহারে॥
পতি পুত্র ধন জন,
দিয়েছি সব বিসর্জ্জন,
পাপ প্রাণে নাই প্রয়োজন,
কাতরে জানাই তোমারে॥
ছিলাম আমি রাজনন্দিনী,
এবে পতিহারা অনাথিনী,
পুত্র বিনা কাঙালিনী,
বিধবা করেছেন আমারে॥

চণ্ডালিনী। দেখ্‌লি—পোড়ারমুখো, দেখ্‌লি? আমার কথা সত্যি কি মিথ্যে, এখন বুঝ্‌লি ত? এটা নতুন পেত্নী। খবরদার! খবরদার! এখানে শনি, মঙ্গলবারের রাত্রে একলা কখন আসিস্‌ নে। তোর মত সোমত্ত জোয়ান্‌কে দেখ্‌লেই অমনি পেয়ে বস্‌বে।

চণ্ডাল। আরে ক্ষেপী, তাঁতেই কি আমি ডরাই? একটা আছে, না হয় দোস্‌রা একটা জুটবে। যেদিন থেকে তুই মোর ঘরে এয়েছিস্‌, সেদিন থেকে পেত্নীর ভয় আর করি নে।

চণ্ডালিনী। মস্কারামো রেখে দে, উনোনমুখো। তুই পেত্নী মানিস্‌?

চণ্ডাল। আমি ছেড়ে আমার চৌদ্দপুরুষ মানে। এই ছেলেবেলা থেকে মড়া পুড়িয়ে যা কিছু রোজগার কর্‌লাম, সব এই পেত্নীর খর্পরে প'ড়ে কোথায় উধাও হ'য়ে চ'লে গেল, বাবা! পেত্নী আবার মানি নে!

চণ্ডালিনী। কথার ওপর কথা কইলে আমার বড় রাগ হয় জানিস্‌? এখনও বল্‌ছি, আমার কথা শোন্‌। ঐ দেখ্‌—ঐ দেখ্‌—

সুশীলা। সকলেই চ'লে গেল,
একে একে ফুরা'ল সকল আশা।
বসন্তের অবসানে
শুষ্ক কুসুমের মত,
কেবল আমিই কেন
প'ড়ে থাকি সংসার-উদ্যানে?
কেন আর প্রাণের মমতা?
কার তরে কোন্‌ আশে রাখিব এ প্রাণ?
কাজ নাই আর দগ্ধ প্রাণে—
কিন্তু—কিন্তু—
কি উপায়ে ত্যজিব জীবন?

ওই যে সম্মুখে মোর
কুলু কুলু ধ্বনি করি'
চলেছেন জননী জাহ্নবী,
ওই জলে ত্যজিব জীবন।
মা'র কোলে জুড়াবে তনয়া।
কিন্তু আত্মহত্যা! মহাপাপ আত্মহত্যা।
তাতেই বা ক্ষতি কি আমার?
সুতীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতে
ভ্রাতা যার ত্যজেছে পরাণ,
পিপাসায় পতি যার
হারালেন অমূল্য জীবন,
প্রাণাধিক পুত্র যার
দস্যুকরে খড়্গাঘাতে বিগত-জীবন,
আত্মহত্যা ভয়ে আজ
তার প্রাণ হয়েছে শঙ্কিত?
দূর হও—দূর হও, ভয়!
সেনাপতি-পত্নী আমি,
প্রাণে মোর নাহিক মমতা।
জননী গো ভাগীরথি!
আজ তব শীতল সলিলে
জুড়া'ব সকল জ্বালা।

চণ্ডালিনী। দেখ্‌লি পোড়ারমুখো, দেখ্‌লি ত? এখন আমার কথা মান্‌বি কি না, বল্!

চণ্ডাল। কেন মান্‌ব?

চণ্ডালিনী। মান্‌বি নে? আলবৎ মান্‌বি—তোর বাবা মান্‌বে।

চণ্ডাল। কেন? আমি যেন তোর খাসমহলের পের্‌জা আর কি? রাত্তির দুপুরে যা হুকুম হবে, অমনি তাই কর্‌ব!

চণ্ডালিনী। বলি, তা কেন রে পোড়ারমুখো, বলি—পেত্নীতে কখন হাসে কাঁদে, আবার কখন তেড়ে ওঠে, শুনেছিস্ ত? এটা মানিস্?

চণ্ডাল। তা ছাড়া আরও মানি, কখন ঘাড়ে ওঠে—কখন বুকে ব'সে দাড়ি ওপ্‌ড়ায়।

চণ্ডালিনী। তোর মস্কারামোর মুখে আমি বিষ ঝাড়ু মারি।

চণ্ডাল। আর আমার মুখে?

চণ্ডালিনী। মস্কারামো রাখ্, এখন তবে আমার কথার সঙ্গে মিলিয়ে নে। পের্‌থোমে আমরা যখন দেখ্‌লাম, তখন পেত্নীটে কাঁদ্‌ছিল। আবার এখন তেড়ে তেড়ে উঠ্‌ছে। আবার—আবার ঐ দেখ্ একটা ছায়াভূত ওর কাছে যাচ্ছে। পালাই চ—পালাই চ, আজকার গতিক ভাল নয়।

[চণ্ডালকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

ছায়ামূর্ত্তিতে আত্মহত্যার প্রবেশ।

আত্ম। শোন—শোন মোর কথা,
সাহসে হৃদয় বাঁধ।
ঝাঁপ্ দাও ওই নদীজলে।
[রজ্জু দিয়া]
কিংবা এই রজ্জু লও.
এই রজ্জু গলে দিয়া
বৃক্ষশাখে ত্যজ তব প্রাণ।
[ছুরি দিয়া]
অথবা এই লও সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা,

বক্ষে করি' ইহার আঘাত
ত্যজ' তব দুঃখের জীবন।

[বিষ দিয়া]

কিংবা এই লও তীব্র হলাহল,
ভক্ষিলে ইহারে
এক নিমেষের মধ্যে প্রাণ-পাখী
দেহ ছাড়ি' উড়ে যাবে ছায়াময় দেশে ;
সকল দুঃখের তব হবে অবসান।
বীরের বনিতা তুমি,
দাও এবে তার পরিচয়।
কারো কথা শুনো না'ক কাণে,
আত্মহত্যা—আত্মহত্যা সুখের আশয়।

সুশীলা। [চমকিত হইয়া]

কে তুমি গো ছায়ামূর্ত্তি ?
শুনিতেছি কর্ণে তব কথা,
কিন্তু কোথা শরীর তোমার ?
কেবল সম্মুখে মোর হেরি ছায়া তব।
দেবী কি গো তুমি ?
না—না, দেবীদেহে ছায়া না সম্ভবে।
মানুষী কি তুমি ?
না—না মানবী ত দেহশূন্য নয়!
তবে কি পিশাচী তুমি ?
এ ভীষণ শ্মশানেতে
তবে বুঝি তোমার আশ্রয় ?

এসেছ কি মোর কাছে
মোরে তব সঙ্গিনী করিতে ?

আত্ম। আত্মহত্যা নাম মোর,
যে চাহে আমারে,
ফিরি আমি তার সাথে সাথে।
এ সংসারে ক্রোধী যারা,
ক্রোধে আত্মহারা হ'য়ে,
কভু নেয় তারা আমার আশ্রয়।
নিরাশ তিমিরে পূর্ণ যাদের হৃদয়,
দেহভার অসহ্য যাদের,
দুর্ব্বল হৃদয় যারা,
ফিরি আমি তাহাদের সাথে।
কত মূর্খ, কত জ্ঞানী,
কত ধনী, কত বা নির্ধন,
কত রূপবান্ যুবা,
কত শত রূপসী যুবতী,
কত বা কুরূপ নরনারী,
কত বা বালক বৃদ্ধ, প্রেমিক প্রেমিকা
আমাকে আশ্রয় করি'
দারুণ অশান্তি হ'তে পেয়েছে নিষ্কৃতি।
তুমিও সুশীলা, যদি শোন বচন আমার,
সকল ক্লেশের তব এখনই হবে অবসান।

সুশীলা। [উন্মত্তভাবে] বটে ? বটে ?
এত দয়া তব ? হাঃ ! হাঃ ! হাঃ !

কি মধুর কথাগুলি,
নিশ্চয় শুনিব তব কথা।
সত্যকথা—সত্যকথা—
ক্লেশময় মানব-জীবন।
যতকাল র'বে এ জীবন,
ততকাল শুধু ক্লেশভোগ।
জীবনের অবসান সনে
সর্ব্বক্লেশ হবে অবসান।
জীবনের পরপারে আর ক্লেশ নাই।
সত্যকথা—সত্যকথা তব।
হাঃ! হাঃ! হাঃ!
আত্মহত্যা মহাসুখ!
হাঃ! হাঃ! হাঃ!
আত্মহত্যা—আত্মহত্যা!
সেই পথ করিব আশ্রয়।
শীঘ্র বল, কোথা যাব?
কি কাজ করিব?
কি করিলে শীঘ্র শীঘ্র
হবে মোর জীবনের শেষ?
আত্মহত্যা—আত্মহত্যা!
হাঃ! হাঃ! হাঃ!
শীঘ্র বল, ছায়াময়ি!
কি করিব, যাব বা কোথায়?
যা বলিবে, তাহাই করিব।

বেদবাক্য সম তব বাক্য সকলি শুনিব।
শীঘ্র যাক্ ক্লেশের জীবন।

আত্ম। লক্ষ্মী মেয়ে, লক্ষ্মী মেয়ে!
এখনি সকল ক্লেশ
দূরে যাবে জীবনের সনে।
তার পর ছায়ার প্রদেশে ছায়ার জীবন।
ছায়ার আকার ধরি' কত নর নারী
সঙ্গে সঙ্গে ফিরিবে তোমার।
একটানা নদী মত
এই ভাবে চলিবে জীবন।
ছায়ার বিবিধ রূপ ধরি'
কত দেশ ফিরি'
মহাসুখে রহিবে বিভোর।
সেই ঘোর কভু না কাটিবে।
শোন মোর কথা, বাছা!
ঝাঁপ্ দাও ওই নদীজলে।

সুশীলা। দাঁড়ায়ে দেখ, মা তুমি।
কেমন সাহস মোর,
তীরে বসি' দেখ মা নয়নে।
প্রস্তরের খণ্ড যথা
ডুবে যায় সলিল মাঝারে,
একবারো ওঠে না ভাসিয়া,
আমিও তেমতি নীরবে নীরবে
ধীরে ধীরে ডুবে যাব জাহ্নবী-সলিলে।

জননী গো! সুরধুনি! পতিতপাবনি!
এ সংসারে আমি
বহুসুখ, বহুদুঃখ পেয়েছি, জননি!
পুত্রশোক—পতিশোক
প্রদীপ্ত অনল সম জ্বলিছে হৃদয়ে।
তাই মাগো!
তোমার শীতল জলে লভিবে আশ্রয়।
তোমার স্নেহের কোলে
স্থান দাও, দয়াময়ী গিরীন্দ্রনন্দিনি!
কোথা, হরি! দয়াময় হরি!

আত্ম। [বাধা দিয়া]
ওকি বাছা? ওকি বাছা?
ওকি কর? ওকি কথা?
ও নাম এনো না মুখে।

সুশীলা। সে কি মা, সে কি, মা ছায়াময়ি?
শিবির তনয়া আমি,
পতি মোর পরমবৈষ্ণব।
আমিও মা, জননীর স্তন্যপান সনে
হরিনাম শিখেছি বলিতে।
সেই হরিনাম,
অন্তিম সময়ে মোর পাব না বলিতে?
একি কথা তব, ছায়াময়ি?

আত্ম। সুশীলা! সুশীলা!
বৃথা যায় সময় বহিয়া।

এইবার—এইবার
শীঘ্র কর সলিলে প্রবেশ।
জীবনের অবসানে
পাইবে অনন্ত সুখ।

সুশীলা। ছায়াময়ি! শুনিব তোমার কথা।
দাসীর মতন পালিব আদেশ তব।
তব প্রদর্শিত পথে
অবিচারে করিব গমন।
এই দেখ—এই দেখ—
এইবার ডুবি গঙ্গাজলে।

[অগ্রসর হইবার চেষ্টা]

সহসা পাগলবেশী কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। [বেগে সুশীলার সম্মুখে যাইয়া]
কি কর—কি কর, বুদ্ধিমতি!
শিবির তনয়া তুমি,
পতি তব পরম বৈষ্ণব।
নিজে তুমি হরিভক্তিপরায়ণা হ'য়ে
আত্মহত্যা করিবে, সুশীলা?
পিশাচীর কথা শুনি'
চলেছ মা, নরকের পথে?
ক্ষণস্থায়ী শোক ভুলিবারে
চিরদুঃখ করিছ গ্রহণ?
চন্দন-পাদপে ছাড়ি'
বিষবৃক্ষে করিছ আশ্রয়?

শীতলতা লাভ আশে
কাল ভুজঙ্গেরে ধরিছ হৃদয়ে ?
সুধাভ্রমে কালকূট করিছ ভক্ষণ ?
ক্ষান্ত হও,—ক্ষান্ত হও, বাছা !

সুশীলা। কে আপনি ?
কেন মোরে করেন বারণ ?

কৃষ্ণ। কে আমি ? হাঃ! হাঃ! হাঃ!
হাসির কথা।
মাথা থাক্‌লেই মাথাব্যথা।
হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

[বেগে প্রস্থান।

আত্ম। কারো কথা শুনো না, সুশীলা !
ঝাঁপ্ দাও শীঘ্র নদীজলে।
সব দুঃখ হবে অবসান,
এখনি সুখের রাজ্যে
মোর সনে যাইবে চলিয়া।
শোন মোর কথা,
শীঘ্র হও অগ্রসর।
ওই দেখ বহিছে তটিনী,
কুলু কুলু শব্দ করি'
ওই দেখ ডাকিছে তোমারে।
শীঘ্র শীঘ্র ঝাঁপ্ দাও ওই নদীজলে।

সুশীলা। ছায়াময়ি !
শিরে ধরি তোমার আদেশ,

বড় হিতৈষিণী তুমি মম।
মরি মরি! কি সুন্দর তব কথাগুলি!
এইবার চেয়ে দেখ—
ঝাঁপ্ দিই জাহ্নবী-সলিলে। [অগ্রসর]

কৃষ্ণের পুনঃ প্রবেশ।

কৃষ্ণ। আবার কি কর, বৎসে!
একবার ভাব দেখি মনে,
কি কারতে আসিলে জগতে,
আর কি করিয়া যেতেছ চলিয়া?
চৌরাশী লক্ষ যোনী করিয়া ভ্রমণ,
বহু পুণ্যবলে হয়
দুর্লভ এ মানব-জনম;
সেই জন্ম হেলায় নাশিবে?
আত্মহত্যা মহাপাপ!
নরকে নরকে যুগ যুগান্তর ধরি'
বেড়াবে ঘুরিয়া।
যে দেহ ধারণ করি'
হরিনাম গান করি'
জীব যায় ভবসিন্ধুপারে।
বিষ্ণুপদ-মহাসিন্ধু জলে
জীব-নদী যায় মিশাইয়া,
আত্মহত্যা করি' সেই দেহ করিবে বিনাশ?
বুদ্ধিমতি!
এই কি তোমার বাছা, বুদ্ধি পরিচয়?

এখনো শোন মা, কথা
ছাড় এই পাপ-অভিলাষ।
আব একপদ মাত্র নবকের পথে
অগ্রসর হ'য়ো না, সুশীলা!

[প্রস্থান।

সুশীলা। কিন্তু—কিন্তু—কেমনে ফিরিব?
ওই দেখ ছায়ামূর্ত্তি ডাকিছে আমায়।
অন্তরে বাহিরে মোর
ওইরূপ কত ছায়া
দলে দলে ডাকিছে কেবল।
এ ছাযার হাত হ'তে
নাহি আব পবিত্রাণ মোব।
এ জীবন ত্যাগ কবি'
ওই ছায়াদল সনে
যাব আমিও মিশিয়া।
[উন্মাদিনী প্রায়]
ওই দেখ—ওই দেখ—
ছায়াদল ঘিরেছে আমায়!
ঊর্দ্ধে ছায়া, নিম্নে ছায়া
আশে পাশে চারিদিকে ছায়া।
যেদিকে ফিরাই আঁখি,
ছায়াময় নিরখি সকলি।
ছায়া—ছায়া—ছায়াময় নিখিল সংসার!

হে বিধাতঃ! এ বিশ্ব কি
ছায়ারাজ্যে হ'ল পরিণত?
দেখ—দেখ, ছায়াদল টানিছে আমারে।
টেনো না—টেনো না আর,
যেতেছি গো, তোমাদের সাথে।
ওহো! ওহো! শুনিল না ছায়াদল,
নরকের পথে সবে টানিছে আমায়।
হায়—হায়! কি করি—কি করি?
কোথা পিতা, কোথা মাগো, বল এ সময়,
তোমাদের স্নেহের কন্যায়
ছায়াদল নিয়ে যায় নরকের পথে।
কে কোথায় আছ?
দয়া যদি থাকে মনে,
সকাতরে করযোড়ে ডাকি,
দয়া করি' রক্ষা কর মোরে।

ভক্তি, মোক্ষ, দয়া ও জ্ঞানের প্রবেশ।

গান।

দয়া।—সকাতরে কে ডাক মোরে,
ভয় কি গো আমি এসেছি।
তোমার আকুল প্রাণের ব্যাকুল রোদন,
দূর হ'তে আমি শুনেছি।
মোক্ষ।—কিসের দুঃখ হয়েছে তোমার ললনা
দুঃখহারী কমলাকে খুলে বল-না,
এ সব অসার ছলনা, ওদের কথায় ভুলো না,

হরি হরি বল, আমরা তোমায়
শান্তিপুরে নিয়ে যেতেছি ॥

জ্ঞান।—জ্ঞানের কবাট খুলি' একবার,
আত্মতত্ত্ব ভাব না,
কোথায় জনম, কোথায় এসেছ
কি কার্য্য করিতে, জান না.
শান্তিদাতা হরির নামটি
মনে মনে তুমি স্মর' না,
যাবে দুঃখ, পাবে মোক্ষ,
সার কথা ব'লে দিতেছি ॥

ভক্তি।—ভক্তি-তরঙ্গ তুলিয়া জীবনে,
ভাব' ভগবানে কায়-মন-প্রাণে
ভাসিবে এখনি শান্তি-তুফানে
তোমার দিব্যস্মৃতি দিতেছি ॥

আত্ম। আর না—আর না হেথা।
সুশীলা! শুনিলি না কথা মোর?
তবে থাক্ তুই ওই নাম নিয়ে,
চলিলাম এ নরক হ'তে।
হয় যথা সদা ওই নাম,
নাই সেথা মোর অধিকার।

[প্রস্থান।

সুশীলা। [কৃতাঞ্জলি হইয়া]
হরি! হরি! দয়াময় বিভো!
পদে রাখ দয়া করি'
বুদ্ধিহীনা অবলা নারীরে।
জ্ঞানহীনা আমি, পিতঃ!

দাও জ্ঞান, অজ্ঞান-নাশন !
ভয়হারি ! ভয় কর দূর ।
মধুর মূরতি ধরি'
এস হরি, হৃদয়ে আমার ।
বিপদ্ সাগরে, বিভো ! দাও পদতরী ।
কোথা আছ, দয়াময় হরি !
কোথা, হরি ! কোথা তুমি,হরি ?

ভক্তি ।— [পূর্ব্বগীতাংশ]

ভক্তির তরঙ্গ তুলিয়া জীবনে,
ভাব, ভগবানে কায়-মন-প্রাণে,
ভাসিবে এখনি আনন্দ-তুফানে
তোমার শ্রীহরির স্মৃতি দিতেছি ॥

[সুশীলা ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।

সুশীলা । আজ হ'তে হরিনাম গান করি'
দেশে দেশে দ্বারে দ্বারে করিব ভ্রমণ ।
বিশ্বপতি-পদ চিন্তা করি'
পতিশোক—পুত্রশোক যাইব ভুলিয়া ।
আজ হ'তে পতি পুত্র, পিতা মাতা,
ভ্রাতা বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন,
সকলি আমার সেই দয়াময় হরি ।
এই আশীর্ব্বাদ কর, পিতঃ !
হরিনাম গানে যেন
এ দেহের হয় অবসান ।
হরিবোল ! হরিবোল ! হরিবোল ! [প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মহারণ্য মধ্যস্থ কালীমন্দির-প্রাঙ্গণ।

সুষেণাকে সবেগে আকর্ষণ করিতে করিতে দস্যুপতি পৃথুপাল ও দুইজন দস্যুর প্রবেশ।

দস্যুগণ।—

গান।

আজ কালোরূপে আলো ক'রে
নাচ্‌ছে ক্ষেপে মা।
রাঙা পায়ে ঝুন্ ঝুনাঝুন্
বাজ্‌ছে বাজনা॥
ভোলা বেটা মড়া সেজে,
ভাব্‌ছে বুঝি চোখ বুজে,
এমন দিন আর হবে না,
এমন দিন আর হবে না॥

সুষেণ। টেনো না—টেনো না, তোমাদের পায়ে পড়ি, অত জোরে টেনো না। গায়ের হাড়গুলো ভেঙে গেল।

১ম দস্যু। তবে আমাদের সঙ্গে জল্‌দি জল্‌দি আয়।

সুষেণ। চল্‌তে যে আর পার্‌ছি না—পা যে আর উঠ্‌ছে না—শরীর যে ঢ'লে ঢ'লে পড়্‌ছে—মাথা যে ঘুর্‌ছে—গলা যে শুকিয়ে গিয়েছে। ওঃ! তোমাদের পায়ে পড়ি, একটু জল দাও।

২য় দস্যু। হ্যাঁ—হ্যাঁ—ঠিক—ঠিক। আমরা তোর জন্যে জল আন্‌তে যাই, আর তুই সেই তক্কে এখান থেকে স'রে পড়্। কি বজ্জাত—কি ফন্দীবাজ ছেলে বাবা!

সুষেণ। পালিয়ে কোথায় যাব? কার কাছে যাব? এ জগতে আমার আর কে আছে? আমার বল্‌তে যারা ছিল, তারা ত আর নাই। হায়! কোথায় তারা গেল? কেন গেল? কোন্ পাপে গেল? কোন্ পুণ্যেই বা তাদের পেয়েছিলাম? হায়! আজ যে একে একে সকলই মনে পড়্‌ছে! সেই সুখের রাজ-সংসার—মমতা সহ মাতামহীর সেই অমূল্য স্নেহ—পিতার সেই অদ্ভুত বীরত্ব—মামার আদর—তার পর এই অবস্থা পরিবর্ত্তন, বনে বনে দীনবেশে ভ্রমণ, তরুতলে ভূমিশয্যা। তার পর—না—না, আর মনে কর্‌ব না। হা বিধাতঃ! কেন তুমি অত সুখ দিয়েছিলে? যদি দিলে, তবে আবার কেড়ে নিলে কেন? যদি কেড়ে নিলে, তবে সেই পর্য্যন্ত ক'রেই ক্ষান্ত হ'লে না কেন? তোমার সেই অনন্ত বিশ্বরাজ্যে আমরা তিনটি ক্ষুদ্র জীব না হয় দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রেই জীবন কাটাতেম, কিংবা না হয় বন্য পশুর মত বনে বনেই বেড়াতেম; তাও যে এ অবস্থার চেয়ে শতগুণে ভাল ছিল। শেষে আমাদের জীবনের ওপর হাত দিলে কেন? আহা! পিতার সেই প্রাণশূন্য দেহ বৃক্ষতলে প'ড়ে রয়েছে; আমাদের তিন-জনকে দস্যুরা মা'র কোল থেকে কেড়ে এনেছে; মা আমার উন্মাদিনীর মত তাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটেছিলেন। এ সমস্তই যেন এখন চোখের সাম্‌নে দেখ্‌ছি। মা গো! এ জীবনে ত আর তোমাকে দেখ্‌তে পাব না। তুমি কি এতদিন বেঁচে আছ, মা? যদি বা থাক, তবে নিশ্চয় পতি-পুত্র শোকে পাগলিনী হ'য়ে পথে পথে বেড়াচ্ছ অথবা আত্মঘাতিনী হয়েছ। আর ত তোমাকে দেখ্‌তে পাব না, মা!

পৃথু। পাবি—পাবি, আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পাবি। যাতে তোর মা বাপ্‌কে শীগ্‌গির শীগ্‌গির দেখ্‌তে পাস্, আমরা তাই ত

কর্‌ছি, বাপু! এখন চুপ্‌টি ক'রে এই হাড়কাঠে মাথা দিয়ে থাক্‌, আর পৃথিবীর মাকে ভুলে গিয়ে ত্রিলোকের মাকে চিন্তা কর্‌।

সুষেণ। সত্যকথা, দস্যুপতি; তোমার কথায় এখন আমার ভ্রম গেল। আর ত অধিকক্ষণ এ জীবন থাক্‌বে না, এখনই ত মানব-জন্ম শেষ হবে, ত্রিলোক-জননীকে ডাক্‌বার আর ত অবসর পাব না। তবে কেন আর বৃথা চিন্তায় জীবনের অমূল্য শেষ মুহূর্ত্তগুলি নষ্ট করি। [বদ্ধাঞ্জলি হইয়া] মা! কৈলাসবাসিনি! কি ব'লে ডাক্‌লে তুমি শুন্‌তে পাও মা, তা জানি না। মা, তোমার কিরূপ রূপ—কোথায় থাক—তুমি কে? এ সকল কিছুই বুঝি না, মা! তবে মা'র মুখে শুনেছি, তুমি বড় দয়াময়ী। তোমার ইচ্ছায় জীবগণ জন্মগ্রহণ ক'রে থাকে, আবার তোমার ইচ্ছাতেই তারা এ সংসার থেকে চ'লে যায়। মাগো, আমাকে কি জন্য সংসারে পাঠিয়েছিলে? সংসার বড় দুঃখের স্থান, মা! এখানে পুত্র, পিতাকে ফাঁকি দিয়ে পলায়, পিতা মাতা বালক পুত্রকে পথের কাঙাল ক'রে চ'লে যায়, কেউ কারো মুখের দিকে চায় না, মা! মা, এখনি ত আমার জীবলীলা শেষ হবে; তবে মা, মৃত্যুকালে যেন তোমার চরণ চিন্তা কর্‌তে কর্‌তে আমার মৃত্যু হয়, মা!

পৃথু। [সহচরগণকে] ভাল ক'রে ধরিস্‌, যেন নড়ে-চড়ে না।

১ম দস্যু। [ধরিয়া] এখন আর নড়্‌তে হবে কেন? বলিদানের পর মরণ-নড়া ন'ড়ে ন'ড়ে একেবারে থেমে ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে।

পৃথু। বল্‌, কালী মায়ীকি জয়!

সকলে। কালী মায়ীকি জয়!

সুষেণ। দস্যুপতি! যদি দয়া ক'রে আর একটু সময় দাও, তবে একবার মধুসূদনের নাম করি।

পৃথু। আচ্ছা—আচ্ছা, শীগ্‌গির নে।

সুষেণ।—

গান।

গহন কাননে আকুল জীবনে
ডাকি তোমায় শ্রীমধুসূদন।
পড়েছি বিপদে, রাখ হে শ্রীপদে,
নতুবা যায় যে জীবন॥
শুনেছি হে হরি, জননীর মুখে,
বিপদে পড়িয়ে যে তোমারে ডাকে,
তার কভু আর বিপদ না থাকে,
তুমি যে বিপদ-বারণ॥
তুমি দীনবন্ধু পতিত-পাবন,
অনাথের নাথ, ভয়-নিবারণ,
কাতর সন্তানে, রাখ হে নিদানে
চরণে লইনু শরণ॥

পৃথু। মাগো! হরমনোমোহিনি! আজ নরশোণিতে তোমার পূজা কর্‌ব। মা! শুনেছি, নরশোণিতে তোমার বড় তৃপ্তি হয়। তাই নরমুণ্ড তোমার গলার মালা, নরমুণ্ড তোমার হস্তে দোদুল্যমান, নর-কর তোমার কটি-ভূষণ। তবে আয় মা, একবার তোর সেই করাল বদনে মাভৈঃ মাভৈঃ রবে অভয় দিযে, নবমেঘপ্রভায় আকাশ আলো ক'রে, এলোকেশি, তোর সেই আপাদলম্বিত মসীবর্ণ মুক্ত কেশদাম নীল আকাশে উড়িযে, অট্ট অট্ট হাসে দিগ্‌দিগন্ত কম্পিত ক'রে অট্টহাসিনী আমার হৃদয় মধ্যে উদয় হ', মা! আমি তোর সেই মহামেঘপ্রভা শ্যামা দিগম্বরীমূর্ত্তি হৃদয় মধ্যে দেখ্‌তে দেখ্‌তে কালী কালী ব'লে এই বালকের শিরশ্ছেদ করি। [সচকিতে] ওকি! ওকি! ওকি! ওকি মূর্ত্তি মা! একহাতে ত্রিশূল অন্য হাতে তীক্ষ্ণধার অসি তুলে আমার দিকে ছুটে আস্‌ছ? আমাকে

কাটবে? না—না—না, আমাকে কাটবে না; এই বালকের রুধির পান করতে তোমার বড়ই ইচ্ছা হয়েছে? বিলম্ব সহ্য হচ্ছে না, তাই ছুটে আসছ! ওহো-হো! কি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি! গলে লম্বিত নরমালা দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত পড়ছে! সর্ব্বাঙ্গে রুধির ধারা, চারিদিকে যোগিনীগণ রক্ত মেখে নৃত্য ক'র্‌ছে! ভীষণ ক্রোধে ত্রিনয়ন ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বল্‌ছে! ললাটের শশীকলা হ'তে সুধার পরিবর্ত্তে অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে! মুক্ত কেশপাশ আকাশে উড়্‌ছে! ত্রিশূলের অগ্রভাগ দিয়ে অগ্নিকণা বাহির হচ্ছে! হাতে নর-কপাল, কিন্তু তাতে নর-রুধির নাই। শূন্য রুধির-পাত্র পূর্ণ কর্‌বার জন্যই তুমি ছুটে আসছ। আচ্ছা—আচ্ছা, এখনই আমি নর-রুধির দিচ্ছি, মা! তার জন্য অত ক্রোধ কেন, মা? এই বালকের রক্তে তোমার রুধির-পাত্র পূর্ণ হবে না? তা না হয়, আরও দুজন বালক বন্দী আছে। ভেবেছিলাম, প্রতি অমাবস্যায় একটি ক'রে নর-বলি দোব। তা না হয়, আজই দিচ্ছি, মা! তার জন্য অত ক্রোধ কেন, মা! [সুষেণের প্রতি] এইবার বল্— কালীমায়ীকি জয়!

সুষেণ। কালি! কালি! দুর্গা! দুর্গা! হরি! মধুসূদন!

[দস্যুপতি পৃথুপাল খড়্গাঘাতে উদ্যত]

যোগিনীগণের প্রবেশ।

[যোগিনীগণের, দস্যুগণের প্রতি খড়্গাঘাত ও তাহাদের মৃত্যু]

যোগিনীগণ।—

গান।

পাপের দণ্ড দেখাও জগতে
　বধ রে পাপীর প্রাণ।
পাপীর হৃদয়ে সবে মিলে এস
　হানি খাঁড়া খরশান॥

কাট্—কাট্—কাট্ পাপীর গলা,
গাঁথ্—গাঁথ্—গাঁথ্ মুণ্ডমালা,
তুষ্ট হবে অচল-বালা,
ঘুচ্‌বে ধরার ভার ;—
মায়ের ছেলে চোখের জল
ভাস্‌বে না'ক আর ;
পাপীর বুক নেচে নেচে,
করি কালী মা য়ব নাম।
পাপের পথে চল্‌লে পরে,
এই তার পরিণাম ॥

সুষেণ। একি! একি! কে তোমরা?

১ম যোগিনী। এখনই তুমি যাঁকে ডাক্‌ছিলে, আমরা সেই কৈলাস-বাসিনীর দাসী। দস্যুদিগকে বধ ক'রে তোমার প্রাণরক্ষা কর্‌তে এখানে এসেছি।

সুষেণ। তবে কি আমার ডাক্ মা শুন্‌তে পেয়েছেন? যদি শুন্‌তে পেয়ে থাকেন তবে তিনি নিজে এলেন না কেন? আমি ত তাঁকেই দেখ্‌তে চেয়েছিলাম; এ পাপ-সংসার থেকে আমাকে নেবার জন্য তাঁর পায়ে প্রার্থনা করেছিলাম; কিন্তু তার পরিবর্ত্তে এ কি হ'ল! আমি বেঁচে থাক্‌লে আমায় আরও অনেক জ্বালায় জ্বল্‌তে হবে। [খড়্গ তুলিয়া] মা দশভুজে! শুনেছি, তোমার স্বামী বিষপানেও মরেন নি। আর তুমিও বিষধর ভুজঙ্গকে গলায় হার ক'রে রেখেছ। বিষে তোমাদের কোন অনিষ্ট হয় না। তাই আমি বিষের সাহায্য নেব না। তাই মা, আজ আমি নিজেকে এই অসির মুখে উৎসর্গ কর্‌লাম। মা! গ্রহণ কর। [নিজ কণ্ঠে খড়্গাঘাতে উদ্যত]

সহসা ভগবতীর প্রবেশ।

[ভগবতী সুষেণকে ধরিলেন ও কোলে লইলেন]

সুষেণ। কে তুমি? কে তুমি? ছেড়ে—দাও—ছেড়ে দাও। কেন আমাকে ধরলে?

ভগ। সুষেণ! দেখ দেখি—বাবা, আমি কে?

সুষেণ। না—না, আমি মা কৈলাসবাসিনীর উদ্দেশে যাত্রা করেছি, পৃথিবীতে আর আস্‌ব না। পৃথিবী বড় পাপময়ী! পৃথিবীতে দৃষ্টি কর্‌লে চোখে আবার পাপ প্রবেশ ক'রে আমাকে কৈলাসের পথ থেকে ফিরিয়ে আন্‌বে। তা আমি কর্‌ব না। আমি যে পর্য্যন্ত ত্রিলোক-জননীর কাছে না যাই—যে পর্য্যন্ত তাঁর চরণ দেখ্‌তে না পাই—যে পর্য্যন্ত তাঁর পায়ে আমার দুঃখের কাহিনী জানাতে না পারি, সে পর্য্যন্ত আমি আর কোনদিকে তাকাব না। তুমি আমাকে ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও।

ভগ। সুষেণ! আমিই তোমার সেই কৈলাসের মা। তুমি আমাকে প্রাণের সহিত ডেকেছ, আর কি আমি কৈলাসে থাক্‌তে পারি, বাবা? এইবার চেয়ে দেখ, তুমি যাকে ডেকেছিলে, আমি সেই কি না?

সুষেণ। [চাহিয়া] মা! মা! তুমি এসেছ? এতক্ষণে তোমার দয়া হয়েছে? মা, তবে আমি তোমার কোলে কেন, মা? পায়ের ধূলো যে, পায়েতেই থাকে, মা! যদি এতই দয়া করেছ, তবে ঐ শীতল পা দুখানি একবার আমার এই তপ্ত বুকের উপর দাও মা, হৃদয়ের সকল জ্বালা জুড়িয়ে যাক্। [ভগবতীর পদ বক্ষে ধারণ] বাবা! মা! এসময়ে তোমারা কোথায় রইলে? আজ তোমাদের সুষেণের সৌভাগ্য একবার চক্ষে দেখ্‌তে পেলে না, তা' হ'লে যে, আজ সকলে মিলে মায়ের এই পায়ে প'ড়ে থাক্‌তেম।

ভগ। সুষেণ! তোমার পিতা মাতা উভয়েই জীবিত আছেন। তোমার পিতা পিপাসায় অচেতন হয়েছিলেন মাত্র, প্রাণহীন হ'ন্ নি। মুনিবালকগণ তাঁকে আশ্রমে নিয়ে যায় এবং পরে তিনি মুনিগণের সঙ্গে বদরিকাশ্রমে বাস কর্‌ছিলেন। তোমার মা-ও সেইখানেই ছিলেন। তুমি এখানেই আজ তাঁদের সঙ্গে মিলিত হবে, বাবা!

সুষেণ। মা! আর এই দস্যুদের উপায় কি হবে?

ভগ। এরা যে তোমাকে বড় কষ্ট দিয়েছে, বাবা, এতক্ষণ যে, এরা তোমাকে বধ কর্‌ত। পাপের দণ্ড অবশ্যই ভোগ কর্‌তে হয়। জান না, বাবা?

সুষেণ। মা! এতক্ষণ কি এদের পাপ যায় নি, মা? তোমার আগমনে—তোমার পায়ের ধুলো লেগে এ বনভূমি যে কৈলাস হয়েছে, মা! তবে কি মা, কৈলাসেও পাপ থাকে নাকি? আমার পাপে আমি দুঃখ পেয়েছি। তাতে এদের কি দোষ, মা? পিতৃবিয়োগের দুঃখ কিরূপ, তা ত আমি জানি। এদের সন্তানেরাও ত সেইরূপ দুঃখ পাবে? না মা দয়াময়ী, তা ক'রো না, মা!

ভগ। তবে তুমি কি চাও, বাবা?

সুষেণ। এদের জীবন লাভ আর ধর্ম্মপথে মতি গতি হয়, তাই।

ভগ। তাই হবে বাবা, তুমি এদের দেহস্পর্শ ক'রে মধুসূদনকে ডাক, তা' হ'লেই ওরা জীবিত হবে। এদের পূর্ব্বজন্মের কিছু পুণ্য ছিল, তাই এবা তোমাকে ধ'রে এনেছে। এই দস্যুর আশ্রয় বন—পরম বৈষ্ণবের আশ্রমে পরিণত হবে। আরণ্য পশুগণও হরিনাম শুনে তালে তালে নৃত্য কর্‌বে। তবে বাবা, তুমি এখন এইখানেই থাক। এখনই তোমার পিতামাতা উভয়েই এখানে আস্‌বেন। তোমাদের দুঃখের অবসান হয়েছে। বাবা! আমি চল্‌লেম। [যোগিনীগণ সহ অন্তর্দ্ধান।

সুষেণ। [দস্যুগণকে একে একে স্পর্শ করিয়া মুদিত নয়নে] দয়াময় হরি! শুনেছি, তোমার নাম কর্‌লে—তোমার নাম শুন্‌লে পুণ্য হয়। প্রভু! আমি ত জন্মাবধিই নাম শুনে আস্‌ছি, কথা কইতে শিখে প্রথমেই ত তোমার নাম উচ্চারণ করেছি; এতদিন জননীর সঙ্গে কেবল তোমার নামই গান করেছি। এই দস্যুদের হাতে বন্দী হ'য়েও শক্তি শান্তির সঙ্গে কেবল তোমার নাম ক'রেই ত এই দিনগুলো কাটিয়েছি, প্রভো! এতে যদি আমার বিন্দুমাত্র পুণ্য হ'য়ে থাকে, তবে সেই পুণ্যফলে এই দস্যুগণ জীবিত হ'ক। [দস্যুগণের জীবন লাভ ও গাত্রোত্থান] মধুসূদন, এদের সমস্ত পাপ ক্ষমা কর, নাথ! এদের পাপের দণ্ড আমাকে দাও, আমি এদের প্রতিনিধি হ'য়ে অনন্তকাল নরক ভোগ কর্‌ব, আর যদি এদের জীবন না দাও, তবে আমার জীবনও গ্রহণ কর। আমার জন্যই আজ এদের এই দশা। এরা অস্ত্রাঘাতে নরহত্যা করে, আর আমি বিনা অস্ত্রেই এদের হত্যা করেছি। আমিই ত প্রধান দস্যু, প্রভো!

১ম দস্যু। [সর্দ্দারের প্রতি] সর্দ্দার! কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছ কি?

পৃথু। যা বুঝি, তাতে ত বিশ্বাস কর্‌তে ইচ্ছা হয় না।

২য় দস্যু। আচ্ছা সর্দ্দার, আমাদের এ কাণ্ডটা সম্‌ঝে দিতে পার?

পৃথু। তিন রকমে এই কাণ্ডটা সম্‌জান যেতে পারে। এক— আমরা ভাং সরাপ খেয়ে নেশার ঝোঁকে স্বপ্ন দেখ্‌ছি। এটা আগা-গোড়াই স্বপ্ন, নয় ও ছেলেটা পাগল, তাই পাগ্‌লামি কর্‌ছে, পরম শত্রুকেও বন্ধুর মত ঠাওরাচ্ছে। নয় ত এ বালক দেবতার ছেলে, আমাদের উদ্ধার কর্‌বার জন্য পৃথিবীতে এসেছে।

১ম দস্যু। তবে এখন থেকে জীবনের রাস্তাটা একটু বদ্‌লে নিয়ে দুনিয়ায় চল্‌লে হয় না কি?

পৃথু। আমিও তাই ঠিক করেছি। এতদিন কেবল পাপের পথেই ফিরেছি। আর কেবল কষ্টের ওপর কষ্টই পেয়েছি। আয় ভাই, আজ থেকে ও পথ ছেড়ে দিয়ে যাতে পরের উপকার হয়, সেই পথে ঘোরা যাক্। আয় ভাই, এই বালককে আমাদের রাজা ক'রে—সর্ব্বদা হরিনাম ক'রে—সৎপথে থেকে জীবনের বাকী দিনগুলো কাটিয়ে দেওয়া যাক্। এতে যদি অনাহারেও মর্‌তে হয়, সে-ও ভাল; তবু আর পাপের পথে পা বাড়ানো হবে না। আয় ভাই, এই বালকের শরণাগত হওযা যাক্। [সুষেণকে কোলে লইয়া] তুমি দেবতার ছেলে, দয়া ক'রে এই পাপী-দের রক্ষা কর। গাছের পাতাটি নড়্‌লেও যাদের মন রাজদণ্ডের ভয়ে ভীত হয়, তারা কেমন ক'রে সেই রাজাব রাজা রাজরাজ্যেশ্বরের নরক দণ্ড থেকে উদ্ধার পাবে, তার উপায় ব'লে দাও।

সুষেণ। দস্যুপতি! তোমরা আমার সঙ্গে যে আর দুটি বালককে ধ'রে এনেছিলে, তাদের এখানে আন্‌তে বল। তাদের কোন ভয় নাই, এ কথা ভাল ক'রে আগে বুঝিয়ে দিযো।

পৃথু। [সঙ্গীদের প্রতি] তোরা শীঘ্র সে বালক দুটিকে নিয়ে আয।

১ম দস্যু। আগে আমাদের উদ্ধারের উপায়টা শোনা যাক্।

সুষেণ। দস্যুগণ! যদি তোমাদের এতদিনের পর কিছু চৈতন্য হ'যে থাকে— যদি পাপের ভয়ে—নরকের ভযে এতই ভীত হ'য়ে থাক, তবে আজ থেকে সেই ভবভয়হারী হরির শরণাপন্ন হও। দস্যুবৃত্তি কর্‌বার সময় যেমন গগনভেদী স্বরে চীৎকার কর্‌তে, আজ সেইরূপ উচ্চৈঃস্বরে হরি হরি ব'লে এই নিবিড় বন কাঁপিয়ে তোল। যাদের দেখে পশুপক্ষিগণ পর্য্যন্ত দূরে পালাত, আজ তাদের ঘিরে পশুপক্ষিগণ তালে তালে নাচ্‌তে থাকুক্।

সকলে। হরিবোল! হরিবোল!! হরিবোল!!!

[দস্যুপতি ব্যতীত অন্য দস্যুগণের প্রস্থান।

সুষেণ। দস্যুপতি! তোমার কথা শুন্‌লে—আকৃতি দেখ্‌লে তোমাকে দস্যু ব'লে ত বোধ হয় না। বোধ হয়, কোন ভদ্রবংশে তোমার জন্ম।

পৃথু। বালক! কালে তোমাকে আমার জীবন-বৃত্তান্ত সমস্তই বল্‌ব; এখন তুমি একটু বিশ্রাম কর গে। আমিও শীঘ্রই যাচ্ছি; আর সেই বালক দুটিকেও সঙ্গে নিয়ে যাব।

সুষেণ। আচ্ছা, আমি চল্‌লেম।

প্রস্থান।

শান্তি ও শক্তির প্রবেশ।

শান্তি। দস্যুপতি! আমাদের তিনজনকে তুমি নাকি ছেড়ে দেবে? আর নাকি আমাদের কাট্‌বে না? আহা, দস্যুপতি! আমরা বড় হতভাগা!

পৃথু। [স্বগত] আহা! এই বালকের কথাগুলি কি মিষ্ট! যেন অমৃতের গভীর কূপ থেকে কথাগুলি বহির্গত হ'য়ে এই বনপ্রদেশ অমৃত-পূর্ণ কর্‌ছে। আহা, এদের মুখের শোভা কি মনোরম! স্নেহ, সরলতা, ভক্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলি মাধুর্য্যের সঙ্গে মিশ্রিত হ'য়ে এদের মুখের উপর সুস্পষ্টভাবে বিরাজ কর্‌ছে। যদিও আমি বহুদিন এই দস্যুসংসর্গে বাস ক'রে কঠোরপ্রকৃতি হ'য়ে গিয়েছি; নিষ্ঠুরতা—স্নেহের স্থান অধিকার ক'রে আমাকে পাষাণের ন্যায় কঠিন ক'রে তুলেছে, তথাপি এই বালকের কথাগুলি শুনে আমার পাষাণ-হৃদয়ও গ'লে গিয়েছে। ভাল, এই বালক-দের পরিচয়টাই কেন জিজ্ঞাসা করি না? এরা নিশ্চয়ই উচ্চকুলসম্ভূত হবে। [প্রকাশ্যে] বালক! কোন্ বংশে তোমার জন্ম, তা কি তুমি জান?

শান্তি। আমি ক্ষত্রিয়-কুমার—সূর্য্যবংশে আমার জন্ম।

পৃথু। [স্বগত] সূর্য্যবংশে! সূর্য্যবংশে! হায়—হায়! আজ একে

একে সেই সকল পূর্ব্ব জীবনের কথা সব মনে পড়ছে। সেই গৌরবান্বিত রাজ-সিংহাসন—সেই রাজভক্ত প্রজাপুঞ্জ—সেই সুখসমৃদ্ধিপূর্ণ কেরলরাজ্য—সেই দ্বিজোত্তম প্রধান সচিব—সেই বীরপ্রধান সেনাপতি, আর—না—না স্মৃতি! তুমি লুপ্ত হও। সেই পূর্ব্বের অবস্থা আমার মানসপটে চিত্রিত ক'রে অভাগার হৃদয়ে আর তপ্ত লৌহশলাকা বিদ্ধ ক'রো না। তার চেয়ে মৃত্যু শতগুণে শান্তিদায়ক। হায়! আমার সেই প্রাণাধিকা ধর্ম্মপত্নী জয়ন্তী আর আমার হৃদয়ের দুইখানি অস্থি শান্তি ও শক্তি—তারা কি এখনও জীবিত আছে? না—না—না, তারা জীবিত নাই। আর যদিই বা থাকে, তাতে আমার কি? আমি ত দস্যু। বিধাতঃ! এই অবস্থায় নিক্ষেপ করবার জন্যই কি আমাকে সৃষ্টি করেছিলেন! না-না-না, তোমার কোন দোষ নাই। তুমি আমাকে যা যা দিয়েছিলে, এ সংসারে তা কয়জন পায়? কিন্তু আমি তা ইচ্ছা ক'রে নষ্ট করেছি। ভাগ্যলক্ষ্মীকে আমি স্বহস্তে বহিষ্কৃত ক'রে দিয়েছি। কেন দিয়েছি? মদগর্ব্বে—অহঙ্কারে। মদগর্ব্বে ও অভিমানে বিমুগ্ধ হ'য়ে যদি আমি মহারাজ শিবির সঙ্গে শত্রুতা না করতাম, যদি আমি সংগ্রামে পরাজিত হ'য়ে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন না কর্‌তাম, যদি আমি গভীর বনমধ্যে পত্নী পুত্র পরিত্যাগ ক'রে না যেতাম, তা' হ'লে আমার কি ক্ষতি ছিল? কিছুই না। কিন্তু অভিমান, মদগর্ব্ব, অহঙ্কার, এই তিনেই আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে। মানবগণ! তোমরা কখন মদগর্ব্ব—অহঙ্কার আর অভিমানে উন্মত্ত হ'য়ে আপনার হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ো না। আজ আমার পরিণাম দেখে তোমরা শিক্ষা লাভ কর। কেরলপতি আজ নীচ জঘন্য দস্যু হ'য়ে প্রতিমুহূর্ত্তে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করছে। [প্রকাশ্যে] আচ্ছা বালক, তুমি বল্‌লে, সূর্য্যবংশে তোমার জন্ম; কিন্তু সূর্য্যবংশ ত বহুস্থানেই আছে। তার মধ্যে কোন্ দেশে তোমার জন্ম, তা কি বল্‌তে পার?

শান্তি। আমার সেটা ঠিক মনে নাই। তবে কেউ সে দেশের নামটি বল্‌লে আমার স্মরণ হ'তে পারে। আচ্ছা—তুমি কতকগুলি দেশের নাম কর দেখি।

পৃথু। অঙ্গ—বঙ্গ—কলিঙ্গ।

শান্তি। না।

পৃথু। মগধ—পাঞ্চাল—দ্রাবিড়।

শান্তি। না—না।

পৃথু। কুরু—সৌরাষ্ট্র—কোশল।

শান্তি। ঐ শেষের দেশটি কি বল্‌লে?

পৃথু। কোশল।

শান্তি। ঐ রকমই বটে, কিন্তু ঠিক ওটি নয়।

পৃথু। তবে—তবে—তবে কি কেরল?

শান্তি। হাঁ—হাঁ, কেরল—কেরল। কেরলদেশেই আমাদের জন্ম।

পৃথু। [স্বগত] কেরল! কেরল! তবে কি এই বালক আমার কোন আত্মীয়ের পুত্র? অহো! অহো! আজ তবে আমি আপনার প্রজা, আপনার আত্মীয় আপনি নষ্ট কর্‌তে উদ্যত হয়েছিলাম? [প্রকাশ্যে] আচ্ছা বাবা, তোমার পিতার কি নাম, অবগত আছ কি?

শান্তি। দস্যুপতি! সে শুনে কাজ নাই, সে বড় দুঃখের কথা।

পৃথু। না—না, সে কথা না শুন্‌লে আমি স্থির হ'তে পার্‌ব না।

শান্তি। আমার পিতা কেরল দেশের রাজা ছিলেন। তিনি কোন যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে আমাদের ত্যাগ ক'রে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়েছেন। তাঁর নাম পৃথুপাল সিংহ।

পৃথু। না—না—না, পৃথুপাল সিংহ নয়। শুধু সিংহ—সিংহ। সিংহ অপেক্ষাও ভীষণ—সিংহ অপেক্ষাও হিংস্র। সিংহ ত আপনার শাবককে

'প্রতিপালন করে ; কিন্তু সে—না—না—বাবা, তার নাম নরপিশাচ। আচ্ছা বাবা, তুমি তোমার পিতাকে কখন দেখেছ ?

শান্তি। একটু একটু বাবাকে মনে পড়ে। আমাদের শৈশব অবস্থা-তেই তিনি ছেড়ে গিয়েছেন।

পৃথু। আচ্ছা বাবা, এখন তোমাদের মা কোথায় আছেন, তা তোমরা জান কি ?

শান্তি। কেমন ক'রে জান্‌ব ? আমরা দু'ভাই ত তোমার কারাগারে বন্দী ছিলাম, মা'র সংবাদ কেমন ক'রে বল্‌ব ? তবে অনুমানে যতদূর বল্‌তে পারি, তাতে বোধ হয়—

পৃথু। কি বোধ হয়, বাবা ?

শান্তি। বোধ হয় মা আর এ জগতে নাই। ঐ যে মাথার উপর নীল আকাশের মধ্যে স্বর্গ আছে, ঐখানে মা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। তুমি বল্‌তে পার কি, কি উপায়ে ঐখানে যেতে পারা যায় ? অতদূর কি যাওয়া যায় ? আর যদিও মা এতদিন বেঁচে থাকেন, তবে তিনি এখন হা শক্তি ! হা শান্তি। ব'লে পাগলিনী হ'য়ে আলুথালু বেশে পথে পথে, বনে বনে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছেন। মা ! মা ! মা ! তোমাকে কি আর দেখ্‌তে পাব না ? আর কি তোমাকে মা ব'লে ডাকৃতে পাব না ? আর কি তোমার কোলে উঠ্‌তে পাব না ? আর কি তোমার সেই স্নেহ-মাখা কথা শুন্‌তে পাব না ?

পৃথু। [স্বগত] হৃদয় ! তুমি ত বহুদিন থেকে পাষাণ হয়েছ। যে কাতর ক্রন্দন শুন্‌লে পাষাণও গ'লে যায়, সে ক্রন্দনেও তুমি বিচলিত হও নি। তবে আজ আবার এত চঞ্চল হও কেন ? আমি যে দস্যু ! নরহন্তা—নারীহন্তা—শিশুহন্তা দস্যু ! পুত্রশোককাতরা জননীর কাতর ক্রন্দনে—পতিশোক বিহ্বলা সতীর গগনভেদী আর্ত্তনাদে—মাতৃহীন শিশুর

মর্ম্মভেদী বিলাপে যার কেশাগ্রও কম্পিত হয় নি, আজ তার এ অবস্থা কেন? ওহো! বুঝেছি—বুঝেছি, এইবার আমার প্রায়শ্চিত্তের সময় উপস্থিত হয়েছে।

শক্তি। দাদা! দাদা! তবে কি আর মাকে দেখ্‌তে পাব না, দাদা? তবে কি আর মাকে মা ব'লে ডাক্‌তে পাব না, দাদা? তবে আর আমাদের বেঁচে কি হবে? দস্যুপতি, তুমি এখনই আমাদের দুভাইকে কেটে ফেল।

শান্তি। ভাই শক্তি, আমাদের মা বোধ হয়, আর বেঁচে নাই, ভাই! জন্মের মত আমাদের মা বলা ঘুচে গিয়েছে, ভাই!

শক্তি। তবে আর বেঁচে কি হবে, দাদা? তবে বেঁচে আর কি কর্‌ব, দাদা? দাদা, আমাদের মা যখন পৃথিবীতে নাই, তখন আমরাই বা থাকি কেন, দাদা?

শান্তি।　শক্তি রে! আয়—আয়, ভাই!
মা-মা ব'লে কাঁদি দুই জনে।
মোদের ক্রন্দন শুনি'
বনপাখী লতাপাতা সকলে কাঁদিবে।
বন্যপশু আমাদের সনে,
কেঁদে কেঁদে ফিরিবে কাননে।
আয় ভাই, আয় ভাই,
দুখিনী মায়ের কথা গাই দুই জনে।
বনে বনে, শৈলে শৈলে, নগরে প্রান্তরে
আয় ভাই, গাই গিয়া
অভাগিনী জননীর গান।
যাহারে দেখিব, তাহারে বলিব,

রাজরাণী ভিখারিণী হ'য়ে
পুত্রশোকে—অনাহারে ত্যজেছে জীবন।
এই গান গায়িতে গায়িতে
দেশে দেশে বেড়াব ঘুরিয়া।
শেষে সেই শান্তিময়ী জাহ্নবীর জলে
মা—মা বলি' দুই ভাই ত্যজিব পরাণ।
আয় ভাই, আয় ভাই!
জননী গো! কার কাছে রেখে গেলে
আমা দুইজনে?

শুষ্কফলহস্তে উন্মাদিনী জয়ন্তীর প্রবেশ।

শান্তি। [দেখিয়া] শক্তি! শক্তি! ভাই! ঐ আমাদের মা আস্‌ছেন। আয় ভাই, ছুটে গিয়ে দুই ভায়ে মা'র কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ি গে।

শান্তি ও শক্তি। মা! মা! তুমি বেঁচে আছ, মা! [জয়ন্তী পুত্রদ্বয়কে দুই কোলে লইলেন]

পৃথু। চৈতন্য! তুমি ক্ষণকালের জন্যও আমার দেহে থাক। জগদীশ! বহুদিন তোমার পবিত্র নাম মুখে আনি নি, দয়াময়! আর ক্ষণকাল আমাকে প্রকৃতিস্থ রাখ, নাথ! [জয়ন্তীর নিকটে যাইয়া] দেবি! দেবি! কেরলরাজ-মহিষি! এই পাপাত্মাই তোমাদের সমস্ত অনিষ্টের মূল। জগতে আমার ক্ষমা নাই। আমার অপরাধের পরিমাণ নাই—নরকে আমার প্রায়শ্চিত্তও নাই—ত্রিলোকে আমার শান্তি নাই; কেবল আমি আছি—আর আমার এই পাপময় জীবন আছে; আর আমার বল্‌তে যদি কেউ থাকে, ত তোমরা আছ। আমি আমার এই প্রাণের প্রাণদের বধ করতে উদ্যত হয়েছিলাম! যদি পার, তবে আমাকে ক্ষমা ক'রো। কিন্তু দেবি, আর তোমরা এই পাপাত্মার

সম্মুখে ক্ষণকালও দাঁড়িয়ো না; তা' হ'লে তোমার পবিত্র আত্মা কলুষিত হবে। যাও দেবি, চ'লে যাও—চ'লে যাও—চ'লে যাও।

জয়ন্তী। একি! একি! মহারাজ! কেরলপতি! মহারাজ আজ দস্যু! [মূর্চ্ছা]

শক্তি। মা! মা! উনি আমাদের কে হ'ন্, বল না, মা?

পৃথু। শত্রু—শত্রু—শত্রু। মানহন্তা—সুখহন্তা—জীবনহন্তা শত্রু—শত্রু—শত্রু।

জয়ন্তী। [চৈতন্ত পাইয়া] য়্যাঁ! আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি, না জাগ্রত অবস্থায় যথার্থ ঘটনা দর্শন কর্‌ছি?

শক্তি। মা! মা! সত্যি ক'রে বল না মা, উনি আমাদের কে হ'ন্?

জয়ন্তী। আমার অদৃষ্টকে জিজ্ঞাসা কর, বাবা! হা ভগবান্! তুমি যে দয়াময়, তবে তোমার এই দয়ার রাজ্যে এত নির্দ্দয়তা কেন, প্রভু? শরৎ-শশধরের অমলধবল জ্যোৎস্নাধারায় এত উত্তাপ কেন, নাথ? সুধার সাগরে হলাহল কেন, প্রভু? কুসুম-স্তবকের মধ্যে কালভুজঙ্গ কেন, দয়াময়? কেরলপতি আজ দস্যু, রাজমহিষী আজ ভিখারিণী, রাজকুমার ছুটি বন্দী! অনাথবালক নরবলির নরপশু? না—না—না, তুমি সচ্চিদানন্দ—দয়াময়—পুণ্যময়। দোষ তোমাকে স্পর্শ কর্‌তেও পারে না। এ সকলই আমাদের কর্ম্মফল। প্রভো! এ কর্ম্মফলের হাত থেকে কি তবে জীবের উদ্ধার নাই?

নেপথ্য হইতে দৈববাণী।—আছে। যিনি পিপাসার সৃষ্টিকর্ত্তা, সুশীতল জলও তাঁরই সৃষ্টি। কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মফলের ধ্বংস কর, তা' হ'লে আর সংসারে গতায়াত কর্‌তে হবে না। এখন থেকে তোমরা সকলে হরিনাম ক'রে কালযাপন কর্‌তে থাক।

পৃথু। আপনি কে, দয়াময়? আপনি যেই হ'ন্, বুঝ্লেম—আপনি একজন মহাপুরুষ। আপনি কি বল্তে পারেন, হরিনামে আমার পাপ, যায় কি না? তুলাদণ্ডের একদিকে শত হিমালয় আর অপরদিকে আমার পাপরাশি দিয়ে ওজন কর্লে পাপই গুরুভার হয়, এ পাপ কি হরিনামে ক্ষয় হ'তে পারে?

নেপথ্য।—যদি ভগবানের উক্তিতে বিশ্বাস থাকে, যদি শাস্ত্র সত্য হয়, যদি হরি সত্য হ'ন্, তবে প্রাণের সহিত হরিনাম কর্লে, যায় না এমন পাপ নাই। যেমন শতবর্ষের অন্ধকার সঞ্চিত ঘরের মধ্যে দীপশলাকা জ্বলিবামাত্র এক পলকে সকল অন্ধকার দূর হয়, তেমনি প্রাণের সহিত একবার হরিনাম কর্লে জন্মজন্মার্জ্জিত সমুদয় পাপ এক নিমেষে কেটে যায়। পাপী কোটী জন্মেও এমন পাপ কর্তে পারে না, যা অকপটভাবে হরিনাম কর্লে দূর হয় না। হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।

পৃথু। তবে এস পুত্র, এস, পত্নি!
গাই সবে হরিনাম গান।
বনলতা তরু, নদ নদী!
গাও সবে হরিনাম গান।
হরি ব'লে নৃত্য কর ময়ুর ময়ূরী!
গাও পাখী, ডালে ডালে
মধুর মধুর হরিনাম।
নদী, কুল কুল স্বরে
হরিনাম গান করি'
হেলে দুলে চ'লে যাও আনন্দ-সাগরে।
পবন, শুনাও হরিনাম।

সকলে। হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

বৈষ্ণববেশে সুশীলা, জয়সেন ও সুষেণের প্রবেশ।

জয়। বল—বল—আবার বল, স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল কম্পিত ক'রে আবার বল—হরিবোল! হরিবোল!! হরিবোল!!!

জয়ন্তী। আহা! এই মহাপুরুষটির কি সৌম্য মূর্ত্তি! এই বালকটি কি সুন্দর! এদের তিনজনকেই কোথায় যেন দেখেছি ব'লে বোধ হচ্ছে।

শান্তি। মা! আমরা দুই ভাই যখন সেই নিবিড় বনমধ্যে তৃষ্ণায় মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ি, তখন ইনিই আপনার জীবনের আশা ত্যাগ ক'রে ওঁর তৃষ্ণার জল শক্তিকে পান করতে দিয়েছিলেন; আর ঐ ছেলেটি ওঁর তৃষ্ণার জলটুকু আমাকে দিয়ে আমাদের জীবন রক্ষা করেছিলেন। তার পর তুমি আমাদের জন্য ফল আন্‌তে গেলে, উনি তৃষ্ণায় অচেতন হ'য়ে যান্। তার পর আমরা তিনজনে বন্দী হ'য়ে এতদিন এইখানেই ছিলাম, মা!

পৃথু। আর আজ যে আমাদের পরম সুখ লাভ, এও ঐ বালকের কৃপায়। ও বালক কখনই মানব-সন্তান নয়। মানব এত নিঃস্বার্থ হ'তে পারে না। দেবি! দেখ—দেখ, এই বালকের মাতা পিতার কি স্বর্গীয় রূপ! কি অলৌকিক মাধুরী! আমাদের উদ্ধারের জন্য এঁরা পৃথিবীতে এসেছেন।

শান্তি। মা! উনি মহারাজ শিবির প্রধান সেনাপতি জয়সেন। আর ঐ ছেলেটি ওঁরই ছেলে সুষেণ আর উনি সুষেণের মা।

শক্তি। কেবল সুষেণের মা নয়, দাদা, উনি আমাদেরও মা।

পৃথু। কি বল্‌লে—কি বল্‌লে? উনি পৃথিবীর অদ্বিতীয় বীর মহারাজ শিবির জামাতা জয়সেন? আর উনিই সতী-শিরোমণি সুশীলা? এই বালক ওঁদেরই পুত্র? যে জয়সেনের নামে পৃথিবী কম্পিত হ'ত, সেই জয়সেনের বংশধর দস্যুহস্তে? লীলাময় ভগবান্! তোমার এই জটিল সংসার-সমস্যার মীমাংসা তুমি ভিন্ন আর কে কর্‌তে পারে, প্রভু! যে

জয়সেন আপনার প্রাণের আশা ত্যাগ ক'রে আমার পুত্রদের প্রাণ রক্ষা করেছেন, তাঁরই পুত্রকে আমি নরবলি দিতে প্রস্তুত হয়েছিলাম! অথবা যে নরাকৃতি পিশাচ নিজের বংশধর পুত্রদের পর্য্যন্ত বলি দিতে প্রস্তুত ছিল, তার পক্ষে অপরের পুত্র বধ করা ত তুচ্ছ কথা।

সুষেণ। ভাই শক্তি, ভাই শান্তি, দস্যুপতির সঙ্গে তোমাদের অত আলাপ পরিচয় কেমন ক'রে হ'ল, ভাই ? আর তোমাদের মা-ই বা কোথা থেকে এলেন, ভাই ?

শক্তি। ভাই! উনিই আমাদের পিতা। আরও শুন্‌ছি ভাই, আমার পিতা নাকি কেরলরাজ্যের রাজা ছিলেন। আমাদের অবস্থাও ত ভাই, তোমাদেরই মতন।

শান্তি। ভাই! মা বলেছেন, উনি আমাদের—

পৃথু। [বাধা দিয়া] পরমশত্রু—পৃথিবীর শত্রু।

জয়। আপনি কেরলপতি পৃথুপাল সিংহ? আমি শুনেছিলাম, আপনি মহারাজের নব-সেনাপতির সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে, স্ত্রীপুত্রকে বনমধ্যে পরিত্যাগ ক'রে কোথায় প্রস্থান করেছেন।

পৃথু। বীরবর! আমি এতদিন পর্য্যন্ত পরাজিত হই নাই। ভারতে শিবিও যেমন রাজার মধ্যে প্রধান, আমিও তেমন দস্যুর মধ্যে প্রধান। তাঁর যেমন কাশী রাজধানী, আমারও তেমনি এই বন রাজধানী। তাঁর যেমন ক্ষত্রিয়-সৈন্য আছে। আমরাও তেমনি দস্যুসৈনা আছে। তবে প্রভেদের মধ্যে এই—তাঁর ধর্ম্ম প্রজারক্ষা, আর আমার ধর্ম্ম দস্যুবৃত্তি। সুতরাং যুদ্ধে পরাজিত হ'লেও নিজেকে তাঁর সমকক্ষ বোধ কর্‌তাম। কিন্তু এতদিনের পর আজ আমি আপনাদের গুণে, আপনার পুত্রের দয়ায় চির-পরাজিত হ'য়ে অবনতমস্তকে মহারাজ শিবির আজ্ঞা শিরোধার্য্য কর্‌লাম। আজ বুঝ্‌লেম, মহারাজ

শিবি দেবতা, আর আমি দানব। তিনি স্বর্গ আমি নরক। তিনি শারদ পূর্ণিমার অমল জ্যোৎস্নাধারা, আর আমি অমাবস্যার সূচিভেদ্য অন্ধকার।

জয়ন্তী। [সুশীলার প্রতি] ভগিনি! তুমি আমার কনিষ্ঠা ভগ্নীর ন্যায়; তোমার মত সতীর দর্শনেই আজ আবার আমাদের এই পূর্ব্ব সম্মিলন সংঘটিত হ'ল।

সুশীলা। দিদি! আমি পূর্ব্বেই বলেছিলাম যে, তুমি আর তোমার পুত্র দুটি কোন উচ্চবংশের হবে; আজ আমার সে সন্দেহ গেল।

পৃথু। সেনাপতি, বহু যুদ্ধে গুপ্তভাবে তোমায় শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে কত চেষ্টা করেছি, কিন্তু কৃতকার্য্য হ'তে পারি নাই। আজ তোমাকে বন্ধুত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ ক'রে এই বাহুপাশে বেষ্টন করলেম। যদি সাধ্য থাকে, তবে এই পাশ ছেদন কর; দেখি—কেমন তোমার বীরত্ব! [উভয়ের আলিঙ্গন]

জয়। মহারাজ! ভগবানের পদে প্রার্থনা করি, এ পাশ যেন এ জীবনে না যায়।

পৃথু। আজ হ'তে তোমার পুত্র সুষেণ এই বনের রাজা। আজ হ'তে এ রাজ্যের নাম ধর্ম্মরাজ্য। হরিনাম প্রচার ও নিঃস্বার্থ পরোপকারই এখন আমাদের রাজকার্য্য। [সুষেণকে কোলে লইয়া] এস বৎস, তোমার নূতন রাজ্যের সিংহাসনে তোমায় স্থাপিত ক'রে সেই রাজাধিরাজ দীনবন্ধু হরির নামে নূতন রাজকার্য্য আরম্ভ করি গে। লীলাময় বিভো! তোমার অনন্ত লীলা-সমুদ্রের মধ্যে এই ক্ষুদ্রতম জল বুদ্বুদ্‌গুলি কোথায় গিয়ে বিলীন হবে, তা তুমিই জান, প্রভু!

সুষেণ। আয় ভাই শান্তি, আয় ভাই শক্তি, আমরা এ মহানন্দের দিনে শান্তি-সুধামাখা হরিনাম গান ক'রে পিতামাতার আনন্দ বর্দ্ধন করি।

গান।

বদন ভ'রে বাহু তুলে গাও রে হরির নাম।
পাপ তাপ দূ'রে যাবে, শান্তি-নী'রে ভাস্‌বে প্রাণ ॥
জীব'নের কথা ভুলে,
নাচ নাচ হরি ব'লে,
আনন্দে বাহু তু'লে
বল্‌ রে হরিনাম ॥
বেলা যে প'ড়ে গেল,
মেঘে মেঘে সন্ধ্যা হ'ল,
এইবেলা পারে চল,
নৈলে উঠ্‌বে তুফান ॥
দাঁড়াও—দাঁড়াও হে হরি,
হৃদি-যমুনা আলো করি,
নেহারি নয়ন ভরি,
ওই সুন্দর সুঠাম ॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কাশী—রাজসভা।

সিংহাসনে শিবি উপবিষ্ট পার্শ্বে মন্ত্রী ও কোষাধ্যক্ষ,
সভাসদ্‌বর্গ দণ্ডায়মান, বৈতালিকগণ আসীন।

বৈতালিকগণ।—

গান।

জয়তি সুমতি সাধু মহীপতি,
মহামতি শিবি সুজন।
সুন্দর আস্যে সুন্দর হাস্যে
সুন্দর দৃশ্যে শোভন॥
অখণ্ড প্রতাপে রাজ্য সুশাসিত,
দোর্দ্দণ্ড দাপে বৈরী বিমর্দ্দিত,
দান, দয়া, ধর্ম্মে বিশ্ব বিমোহিত,
সুযশ, সুকীর্ত্তি করিলে উপার্জ্জন॥
পরহিত সাধনে একান্ত প্রাণপণ,
পুত্র সম নিত্য করেন প্রজা পালন,
শোভিত বিমানে বিজয়-কেতন,
শোক-দুঃখহারী, লোকরঞ্জন॥

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। মহারাজ! চরের মুখে আজ এক অদ্ভুত সংবাদ শুন্‌লেম। বহুকাল থেকে খাণ্ডব বনের মধ্যে এক দুর্দ্দান্ত দস্যুর দল বাস কর্‌ত; তারা গুপ্তভাবে সর্ব্বদা বিচরণ কর্‌ত, তাদের হস্তে বহুলোক জীবন বিসর্জ্জন

করেছে। এতদিন অবধি বহু চেষ্টা ক'রেও আমাদের সৈন্যগণ তাদিগে ধর্‌তে সমর্থ হয় নি।

শিবি। এতদিনের পর কি তা' হ'লে ধৃত হয়েছে? তা' হ'লে এখনই— যে ধরেছে, তাকে সমুচিত পুরস্কার—

মন্ত্রী। না মহারাজ, ধরা পড়ে নি। কিন্তু চরের মুখে শুন্‌লেম—তারা দস্যুবৃত্তি—নরহত্যা ত্যাগ ক'রে হরিনাম গানে উন্মত্ত হয়েছে। একটি সুকুমার বালক এখন তাদের নেতা। অদ্ভুত সংবাদ, মহারাজ!

রক্তাক্ত মৃতকল্প এক কপোতকে লইয়া
একজন পথিকের প্রবেশ।

পথিক। মহারাজ! এই কপোতকে রক্ষা করুন। ঐ এল—ঐ এল! মহারাজ! মহারাজ! এখনই এই কপোতের প্রাণ যাবে, আপনি ভিন্ন এই কপোতের রক্ষাকর্ত্তা আর কেউ নাই।

শিবি। [কপোত কোলে লইয়া] কেন, কেন? কি হয়েছে? ব্যাপারটা কি? ভয় কি পথিক, তুমি কার ভয়ে এত ভীত হয়েছ? তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই।

পথিক। মহারাজ! আমি পথের মধ্য দিয়ে আস্‌ছি, এমন সময় এই কপোত চীৎকার কর্‌তে কর্‌তে বেগে আমার পায়ের তলায় লুণ্ঠিত হ'তে লাগ্‌ল, যেন সে আমার শরণাগত, এরূপ ভাব প্রকাশ কর্‌তে লাগ্‌ল; তার পরেই এক প্রকাণ্ডকায় শ্যেন এসে উপস্থিত হ'য়ে মানুষের বিশুদ্ধ ভাষায় আমাকে বল্‌লে যে, কপোতকে ছেড়ে দাও; নতুবা তোমার প্রাণ পর্য্যন্ত বিনাশ ক'রে একে ভক্ষণ কর্‌ব। আমি ছুটে আপনার নিকট এলাম; শ্যেনটাও আমার পাশ্চাৎ পশ্চাৎ আস্‌ছে। ঐ দেখুন, মহারাজ! কপোত শ্যেন ভয়ে এখনও কম্পিত হচ্ছে।

শিবি। [সহাস্যে] এই কথা? এর জন্য আর চিন্তা কি? [পথিকের প্রতি] এখনও তোমার মনে ভয় আছে? স্থির হও—স্থির হও। তুমি যার কাছে কপোতকে দিয়েছ, সে ক্ষত্রিয়। শরণাগতকে রক্ষা করা তার প্রধান ধর্ম্ম। ঐ দেখ—আমার প্রধান শান্তিরক্ষক তোমার সম্মুখে সশস্ত্রে দণ্ডায়মান। ঐ দেখ—অদূরে আমার বিশ্বজয়ী সেনাগণ সশস্ত্রে নীরবে আমার আজ্ঞা প্রতীক্ষা কর্‌ছে। এই দেখ—আমার কটিতে অসি। এই অসি দর্শনে ভীত না হয়, এমন বীর এই বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডে এখনও নাই পথিক, কপোতের জন্য কোন চিন্তা নাই। আমি যখন একে নিজ অঙ্কে স্থান দিয়েছি, তখন শ্যেন ত কোন্ ছার, দেবাসুর, যক্ষ রক্ষঃ, গন্ধর্ব্ব কিন্নরের মধ্যেও কারও সাধ্য হবে না—এই কপোতের কোন অনিষ্ট করে। আশ্রিতকে রক্ষা করাই রাজধর্ম্ম। তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে বিশ্রাম কর।

মন্ত্রী। [স্বগত] শরীরে কপোত স্পর্শকে পণ্ডিতেরা ভাবী অমঙ্গলের চিহ্ন ব'লে থাকেন। জানি না, আজ মহারাজের কি বিপদ্ সংঘটিত হবে! হে অশুভনাশন মধুসূদন! আপনি মহারাজের মঙ্গল কর্‌বেন।

বেগে ভীষণকায় শ্যেনের প্রবেশ।

শ্যেন। ক্ষুধিত হয়েছি, মহারাজ!
এ কপোত ভক্ষ্য মম।
ভোজনের কাল মোর
বৃথা বাক্যে যায় হে চলিয়া।
শীঘ্র ত্যাগ কর, রাজা!
মৃতকল্প এ ক্ষুদ্র কপোতে।
এ কপোতে লক্ষ্য করি'
বহুদূর হ'তে আমি

ধাইতেছি ইহার পশ্চাতে।
কত রাজ্য, কত নদী,
তুঙ্গ শৃঙ্গ কত বা পর্ব্বত
অতিক্রম করি' এবে
হয়েছি হে ক্লান্ত—পিপাসিত।
ইহার মাংস, মেদ, মজ্জা ও শোণিত
আজি মোর পথ্য, মহারাজ!
সুতীক্ষ্ণ নখরাঘাতে
করেছি ক্ষত-বিক্ষত ওই দেখ উহার শরীর,
এখনি বধিব ওর প্রাণ।
কেন তুমি অকারণ
আহারের বিঘ্ন মোর ঘটাও, রাজন্?
বিধির ইচ্ছায় বহুদিন পরে
ভক্ষিব কপোত-মাংস আজ।
ত্যাগ কর, মহারাজ,
মোর ভক্ষ্য এ ক্ষুদ্র কপোতে।
তিন দিন আছি উপবাসী।

পথিক। মহারাজ! মহারাজ!
দয়া কর এ দীন কপোতে।
রক্ষাকর্ত্তা আর এর
কেহ নাই নিখিল সংসারে।
তাই বলি, মহারাজ!
দয়া কর এই অতি দীন জীবে।
চিরকাল এই ক্ষুদ্র জীব

স্মরিবে তোমার দয়া।
সন্ধ্যাকালে—উষাকালে উড়িতে উড়িতে
গাহিবে তোমার দয়া,
নীলাকাশে দিগ্‌দিগন্তরে।

শিবি। পথিক!
কপোতের কিছুমাত্র ভয় নাই আর,
অবশ্য করিব রক্ষা।
শোন শ্যেন, বচন আমার,
যে কোন শরণাগত জীবে
আশ্রয় প্রদান করা রাজার উচিত।
এ ধর্ম্মের ব্যতিক্রমে
মহাপাপ জনমে রাজার।
রাজপাপে রাজ্যনাশ,
প্রজাক্লেশ, অশেষ বিপদ্।
তাই বলি, বিহঙ্গম!
রাজা হ'য়ে কেমনে করিব মহাপাপ?
বজ্রাহত পাদপের
তবু চিহ্ন থাকে বিদ্যমান্,
কিন্তু পাপরূপ মহাবজ্র
পড়িলে হে নরের উপর,
সে নরের চিহ্ন নাহি রয়,
সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য তার।
ছাড় তুমি কপোতের আশা।
পিপাসার শান্তি কর,

পান করি' শীতল সলিল।
কপোতের পরিবর্ত্তে
রাজভোগে ক্ষুধা দূর করিব তোমার।

শ্যেন। একি কথা, মহারাজ!
পৃথিবীর অধীশ্বর তুমি,
চন্দ্রবংশ অলঙ্কার তুমি,
উশীনর পুত্র তুমি,
যশের সৌরভে তব
আমোদিত দিগ্‌দিগন্তর।
পরম ধার্ম্মিক বলি'
যশ গায় তোমার সকলে।
এই কি তাহার পরিচয়?
এই কি হে ন্যায়-নিষ্ঠা তব?
তুমি যদি কর অবিচার,
সুবিচার কে করিবে তবে?
এ সংসারে ভক্ষ্য যে যাহার,
তা'রে সে নাশিলে
নাহি হয় পাপের উদয়।
বিধাতার সৃজন-কৌশলে
এক জীব অন্য জীবে করিছে ভক্ষণ।
ক্ষত্রিয়ের বধ্য যথা বন্য পশুগণ,
ভুজঙ্গের ভক্ষ্য যথা ভেক;
সেইরূপ, মহারাজ!
শ্যেন-ভক্ষ্য কপোত নিকর।

পাপ নাই এ জীব-হত্যায়,
তবে কেন বাধা দাও মোরে ?
যদি বল কপোতের বিনিময়ে
রাজভোগ দিবে হে আমারে,
কিন্তু, মহারাজ !
নাহি ইচ্ছা মোর ।
ভেবে দেখ মনে,
অগ্রে হয় বস্তুর অভাব,
তার পর জন্মে অভিলাষ ।
যাতে যার জন্মে ইচ্ছা,
তা' হ'তে উৎকৃষ্ট দ্রব্যে
নাহি হয় বাঞ্ছার পূরণ ।
কপোতের পরিবর্ত্তে
অন্য দ্রব্যে নাহি প্রয়োজন ।

মন্ত্রী । [স্বগত] শ্যেনের মুখে বিশুদ্ধ মনুষ্য ভাষা, এ বড় বিস্ময়-জনক ব্যাপার ! বোধ হয়, কোন মায়াবী শ্যেনরূপ ধারণ ক'রে মহারাজের সর্ব্বনাশের চেষ্টায় কাশীধামে এসেছে । বিশ্বেশ্বর ! রক্ষা ক'রো, প্রভু !

পথিক । মহারাজ ! শ্যেনের কবলে
দিয়ো না—দিয়ো না
এই আশ্রিত কপোতে ।
তুমি যদি না পার রক্ষিতে,
মোরে তবে দাও, মহারাজ !
এ কপোতে বক্ষে ধরি'
গঙ্গাজলে ত্যজিব জীবন ।

শিবি। পথিক! প্রাণ দিব,
তবু ছাড়িব না এ ক্ষুদ্র কপোতে।
শোন, শ্যেন! কপোত শরণাগত মোর!
রাজধর্ম্ম—অনুসারে
ছাড়িব না ইহারে কদাপি।
কপোতের বিনিময়ে
কপোতের শতগুণ মৃগমাংস দিব হে তোমায়।
রাখ মোর কথা, শ্যেন!
ছাড় মনে কপোতের আশা।
মম অনুরোধ, আজিকার তরে
জীব-হিংসা ছাড়, বিহঙ্গম!

শ্যেন। মহারাজ, অদ্ভুত এ জীব-প্রীতি তব!
এক জীবে প্রতারণা করি'
অন্য জীবে রক্ষিছ, রাজন্!
আমরা খেচর জাতি,
ভূচরের অধীশ্বর তুমি'।
মোদের উপরে তব প্রভুত্ব না সাজে।
সমাগত মধ্যাহ্ন সময়,
ক্ষুধার জ্বালায় জ্বলে উদর আমার।
বাধা যদি থাকে তব কপোত অর্পণে,
ক্ষুধাশান্তি কর মোর, রাজা!
এ কপোতে রক্ষা করি'
যত পুণ্য হবে হে তোমার,
আহারের বিঘ্ন করি' মোর

তদপেক্ষা বিষম পাতকে
নিমজ্জিত হবে, মহারাজ!

শিবি। শোন শ্যেন, শেষ কথা মোর,
ছেড়ে দাও কপোতের আশা।
আমার শরণাগত এ ক্ষুদ্র কপোতে
কখনই দিব না তোমারে।
কপোতের বিনিময়ে দিব নিজপ্রাণ,
তথাপি দিব না এই আশ্রিত কপোতে।

শ্যেন। হাঃ। হাঃ! হাঃ! মহারাজ!
জন্মে জন্মে জীবগণ ভ্রমে নানা যোনী,
বোধ হয় তুমিও, রাজন্!
পূর্ব্বজন্মে ছিলে এই কপোত-নন্দন।
পূর্ব্বজন্মে মায়াবলে এ কপোতে রক্ষিবারে
তাই তব এতই উদ্যম।
নতুবা যে দেহ হ'তে ধর্ম্ম অর্থ,
কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ হয়েছে সাধিত,
পত্নী পুত্র বিনিময়ে
যেই দেহ রক্ষা করা শাস্ত্রের আদেশ,
তুচ্ছ এক কপোতের তরে
ত্যজিবারে চাহ সেই দেহ?
এই কি হে নীতিজ্ঞান তব?
এখনো রাজন্, কর মোর বচন শ্রবণ,
কপোতে অর্পণ কর মোরে।
ভক্ষিয়া ইহারে চ'লে যাই আপন আবাসে।

শিবি। বৃথা বাক্যে কেন বৃথা কর পরিশ্রম ?
কপোত কখন করিব না তোমারে অর্পণ,
এই হে প্রতিজ্ঞা মম।
কপোতের বিনিময়ে যাহা চাবে দিব তাহা,
করিব না অন্যথা তাহার।

শ্যেন। শোন সবে সভাসদ্‌গণ !
শোন শোন তোমাদের রাজার বচন।
কপোতের বিনিময়ে যা চাহিব তাহাই লভিব,
রাজার প্রতিজ্ঞা শোন সবে।
মহারাজ ! অন্যথা ত হবে না ইহার ?

শিবি। বাল্যকাল হ'তে ক্ষত্রিয়-নন্দন শিবি
মিথ্যাকথা কহে নি কখন।
শীঘ্র বল, বিহঙ্গম।
কপোত-জীবন বিনিময়ে
কোন্ দ্রব্য করিব অর্পণ ?
কোন্ দ্রব্যে ক্ষুধা তব হবে নিবারিত ?
রক্ষা কর কপোতের প্রাণ,
মনস্কাম তব অবশ্যই করিব পূরণ।

শ্যেন। তবে মহারাজ, কপোতের পরিমাণ
তোমার উরুর মাংস দাও হে আমারে।

শিবি। [সহাস্যে] বিহঙ্গম !
এ ত অতি ক্ষুদ্র কথা।
এর জন্য এত বাক্য ব্যয়ে
তোমার ক্ষুধার কাল

বৃথা কেন কাটালে, বিহগ ?
যাহা হ'ক্—ধন্য তব অনুগ্রহ !
মন্ত্রি ! আজ্ঞা কর ভৃত্যগণে,
তুলাদণ্ড আনিতে হেথায়।
কপোত প্রমাণ মাংস
উরু হ'তে করিয়া ছেদন,
ক্ষুধাতুর শ্যেনে শীঘ্র করিব অর্পণ।

মন্ত্রী। মহারাজ ! মহারাজ !

শিবি। শীঘ্র পাল' আদেশ আমার।
শ্যেন ! লক্ষ্মী-নারায়ণ পদে করিয়া প্রণতি,
শীঘ্র আমি আসিতেছি হেথা,
কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর তুমি।

[শিবি ও মন্ত্রীর প্রস্থান।

পাগলের প্রবেশ।

পাগল।—

গান।

সোনা ঘেঁটে জীবন গেল,
তবু ত চিন্‌লে না সোনা।
তাই বেণে বারে বারে
কর্‌ছে সদা আনাগোনা॥
বেণে ছুটো সোনার হাটে,
সারা হ'ল ছুটে ছুটে,
ফল্‌ছে না ফল, আশায় বিফল,
বাড়্‌ছে কেবল যাতনা॥

[প্রস্থান।

শ্যেন। [কোষাধ্যক্ষের প্রতি] বলি, তোমাদের মহারাজ আমাকে ফাঁকি দিয়ে লক্ষ্মী-নারায়ণ প্রণামের ছলে ভেসে পড়্‌বে না ত? তা' হ'লেই হয়েছে! কপোত মাংসও হ'ল না, যে ক্ষুধা সেই ক্ষুধা। শেষে তোমরা, আবার লাঠী শোটা না চালাও, বাবা!

কোষা। শ্যেন। তোমার বড় সৌভাগ্য যে, মহারাজের হাতে পড়েছ, নতুবা অপরের হাতে পড়্‌লে আজ তোমাকে খণ্ড খণ্ড ক'রে গঙ্গার জলে নিক্ষেপ কর্‌ত।

শ্যেন। বটে বটে, এত দয়া? কিন্তু তুমি মনে জেনো, তোমার মত দু-দশ-বিশটা রাজপুরুষে আমার মাথার এক গাছা রোঁয়াও খসাতে পার্‌বে না।

মন্ত্রী সহ তুলাদণ্ড লইয়া ভৃত্যগণের প্রবেশ ও
সভায় তুলাদণ্ড স্থাপন।

তাই ত, এখনও মহারাজের দেখা নাই যে, আর কতক্ষণ অপেক্ষা কর্‌তে হবে?

মন্ত্রী। আর অপেক্ষা কর্‌তে হবে না, ঐ দেখ—মহারাজ আস্‌ছেন।

গৈরিক বস্ত্র পরিহিত শিবির পুনঃ প্রবেশ।

কোষা। মহারাজ! একবার মনে চিন্তা ক'রে দেখুন দেখি, কোন্ কার্য্য কর্‌তে আপনি উদ্যত হয়েছেন? যে কপোত জাতি শ্যেন পক্ষীর আহারের জন্যই জন্মগ্রহণ করে, একগাছি তৃণের চেয়েও যার জীবন তুচ্ছ, যার ন্যায় লক্ষ লক্ষ জীব শ্যেনের উদরে গেলেও জগতের কোন ক্ষতি হয় না, তার তুচ্ছ প্রাণ রক্ষা কর্‌তে গিয়ে আপনার প্রাণ সংহার করা? একটি কপোতকে রক্ষা কর্‌তে গিয়ে জগৎকে রক্ষকহীন কর্‌বার উপক্রম করা? এই কপোত-প্রমাণ মাংস আপনার উরুদেশ থেকে ছেদন করলে, আপনার

জীবন যে কতদূর বিপন্ন হবে, তাকি বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না, মহারাজ ? আরও ভাবুন দেখি, আজ আপনি যাকে গাত্রমাংস দানে রক্ষা কর্‌বেন, কাল তাকে বিজন অরণ্যে অন্য বাজপক্ষীর কবলে কে রক্ষা কর্‌বে, মহারাজ ?

শিবি। কোষাধ্যক্ষ ! তুমিও একবার স্থিরচিত্তে ভাব' দেখি, কপোত-জাতির মস্তক লক্ষ্য ক'রে শ্যেন পক্ষী যেমন সতত ভ্রমণ করে, মৃত্যুও তেমনি মনুষ্যগণকে আপনার করাল কবলে কবলিত কর্‌বার জন্য অবসর প্রতীক্ষা করে। তবে এই কপোতের জীবনের সঙ্গে মানব-জীবনের ক্ষণ-ভঙ্গুরতার প্রভেদ কি ? যদি বল, রাজা জীবিত থাক্‌লে প্রজার মঙ্গল হয়, তাতেই বা আমার জীবনের প্রয়োজন কি ? রাজ-সিংহাসন কখনই শূন্য থাকে না। এক রাজা যায়, অন্য রাজা হয়। আমার পূর্ব্বে চন্দ্রবংশে কত রাজা জন্মগ্রহণ ক'রে এই সিংহাসনে উপবেশন করেছেন, এবং আমার পরেও কত রাজা কর্‌বেন। তার জন্য কেন আমি এই শরণাগত কপোতকে পরিত্যাগ ক'রে গভীর পাপ-পঙ্কে নিমজ্জিত হই ? [অসি লইয়া] এই অসি গ্রহণ কর, এই অসির দ্বারা আমার উরুর মাংস ছেদন ক'রে ঐ তুলাদণ্ডের অপর দিকে প্রদান কর। এই আমি কপোতকে তুলাদণ্ডের একদিকে স্থাপন কর্‌লেম। [তুলাদণ্ডের একদিকে কপোতকে স্থাপন] শ্যেন, এখনই তোমার ক্ষুধা শান্তি কর্‌ব।

কোষা। মহারাজ ! এ দাস রাজকার্য্যে নিযুক্ত হ'য়ে পর্য্যন্ত এতদিন নীরবে আপনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন ক'রে এসেছে। আজ আর রাজাজ্ঞা পালনের শক্তি নাই। রাজ-আজ্ঞা অপালনে আজ আমার প্রতি যে কোন কঠোর রাজদণ্ডের আজ্ঞা হ'ক্ ; দাস সহাস্য বদনে সে আজ্ঞা পালন করবে।

শিবি। ভাল, তোমার দ্বারা এ কার্য্য না হয়, তবে অপর কেহ আমার দক্ষিণ উরু হ'তে মাংস ছেদন ক'রে তুলাদণ্ডে প্রদান করুক্।

শান্তিরক্ষক! তুমিই এ কার্য্য কর। [শান্তিরক্ষকের অধোবদনে অবস্থিতি] মন্ত্রি, তবে তুমিই এ কার্য্য কর। [মন্ত্রীর অধোবদনে অবস্থিতি] ভাল—ভাল, তবে আমি স্বহস্তেই এ কার্য্য কর্‌ছি। [অসি লইয়া মাংস ছেদনের উদ্যোগ]

সহসা বৈষ্ণববেশে বেগে জয়সেনের প্রবেশ ও অসিধারণ।

শিবি। কে তুমি? অসি দাও—শীঘ্র দাও, সময় যায়। কে, তুমি?

জয়। মহারাজ! মহারাজ!
আবার এসেছে তব দাস।
প্রণিপাত করি তব পদে। [প্রণাম]

শিবি। কে তুমি? তোমার স্বর যেন পরিচিত ব'লে বোধ হচ্ছে। কে তুমি, বৎস?

জয়। মহারাজ! প্রতিপালক! পিতা! আশ্রয়দাতা! গুরু! প্রভু!

আবার এসেছে তব দাস।
জয়সেন মরে নাই, প্রভু!
হৃদয়ের রক্ত-মাংস দিয়া
পিতৃঋণ শোধিবার তরে,
তোমার দাসানুদাস
জয়সেন এসেছে আবার।
জানি আমি, মহারাজ!
দশ বর্ষ হয় নি অতীত।

শিবি। জয়সেন! জয়সেন!
প্রাণাধিক! প্রিয়তম!
এখনো জীবিত তুমি?

এস বৎস, বক্ষে এস তবে।
না—না—না, জয়সেন নহ তুমি—
প্রতারক! প্রবঞ্চক!
এসেছ এখানে ধর্ম্মচ্যুত করিতে আমারে।
দূর হও—দূর হও।
নতুবা রাজদণ্ডে দণ্ডিব তোমারে।
জয়সেন রাজাজ্ঞায়
দশ বর্ষ তরে নির্ব্বাসিত—
মৃত—স্বর্গগত। সুশীলা জাহ্নবীজলে,
দস্যু করে নিহত সুষেণ।
জয়সেন নহ তুমি,
জয়সেন রাজাদেশ
কভু নাহি করিবে লঙ্ঘন।

শ্যেন। মহারাজ! বড় বিলম্ব হচ্ছে, আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন। বড় ক্ষুধা।

শিবি। এখনই মাংস দিচ্ছি, শ্যেন! [উরুর মাংসচ্ছেদন ও তুলাদণ্ডে স্থাপন]

শ্যেন। এই দেখুন মহারাজ, এখনও বহু মাংস চাই; এখনও সমান হয় নাই।

শিবি। শ্যেন! দক্ষিণ উরুতে আর মাংস নাই; এইবার বাম উরু থেকে মাংস দিই। [বাম উরু থেকে মাংস প্রদান]

শ্যেন। মহারাজ! এখনও চাই—এখনও সমান হয় নাই। [শিবির পুনঃ মাংস দান] মহারাজ, এখনও—চাই। এই কপোতটা অনেকদিন থেকে খেয়ে খেয়ে বিরাশী সিকের ওজনে ভারি হয়েছে, মহারাজ!

শিবি। শ্যেন! আমার হস্ত ক্রমেই দুর্ব্বল হ'য়ে পড়্‌ছে, মাংস ছেদন কর্‌বার শক্তি আর আমার নাই। আমার সভাসদ্‌গণও কেহ আমার মাংসচ্ছেদন কর্‌তে চায় না। এখন কি করি, শ্যেন?

শ্যেন। মহারাজ! সহজ কথাতেই বলুন না কেন—তুমি চ'লে যাও, তা' হ'লেই ত সব গোল মিটে যায়। তা না হ'য়ে কূট রাজবুদ্ধি অবলম্বনে আমায় বঞ্চনা করা কেন, মহারাজ? কথা মুখে বল্‌তে যত সহজ, কার্য্যে পরিণত কর্‌তে গেলে তত সহজ হয় না। তাতে অসাধারণ ধৈর্য্য চাই—অমানুষিক সহিষ্ণুতা চাই—আর তার সঙ্গে সঙ্গে আন্তরিক ধর্ম্মানুরাগও চাই, মহারাজ! প্রাণের মমতা বড় মমতা, মহারাজ! আমি এই বয়সে আপনার মত কত প্রবঞ্চক—কপট-ধার্ম্মিক—মিথ্যাবাদী রাজা দেখ্‌লাম। হাঃ! হাঃ! হাঃ!

শিবি। কর্ণ! বধির হও। শ্যেন, শিবি যা কথায় বলেছে, কার্য্যেও তা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন কর্‌বে। যাক্—যাক্, আমার শরীর থেকে মাংস ছেদনের আর প্রয়োজন নাই। এই আমার সর্ব্বশরীর কপোতের পরিবর্ত্তে তুলাদণ্ডে দিলাম। [তুলাদণ্ডে আরোহণ]

শ্যেন। মহারাজ! মহারাজ! এখনও সমান হয় নি, এখনও সমান হয় নি। এখনও মাংস চাই—মাংস চাই; না হয় ত ঐ কপোতকেই চাই।

শিবি। [ঊর্দ্ধমুখে যুক্তকরে]

অগতির গতি হরি!
কোথা তুমি বৈকুণ্ঠবিহারী?
কোথা তুমি নীরদবরণ?
দয়া করি' রক্ষা কর এ দাসের পণ।
অকিঞ্চন ডাকে হে তোমায়,

দয়াময়, হ'য়ো না নির্দ্দয়।
নারায়ণ! শ্রীমধুসূদন!
প্রতিজ্ঞা পূরণ যেন হয়।
নতুবা হে সত্যভঙ্গ পাপে
নরকে ডুবিব, নাহি পাব উদ্ধার কখন।
রাজরাজেশ্বর! করুণা-সাগর!
কাতর কিঙ্করে তব করহ উদ্ধার,
এই ভিক্ষা রাতুল চরণে।
দাও কূল অকূল বিপদ্ পারাবারে।
কেশব! তারকব্রহ্ম!
হৃষীকেশ! গোবিন্দ! মাধব!
মুকুন্দমুরারি! বিষ্ণু!
দামোদর! ভবাব্ধি-ভেলক!
রক্ষা কর গতিহীন জনে।

সহসা রাণীর প্রবেশ।

রাণী। মহারাজ! মহারাজ! কিসের জন্য তুমি অত কাতর হয়েছ, নাথ? এখনও কি কপোত-পরিমিত মাংস দেওয়া হয় নি?

শিবি। মহিষি! যা কখন স্বপ্নেও চিন্তা কর নি, আজ তাই হয়েছে। আজ অবধি জগৎ একবাক্যে কোটীকণ্ঠে বল্‌বে, শিবি প্রতিজ্ঞা ক'রে তা পূর্ণ কর্‌তে পারে নি। এই দেখ, দেবি! একদিকে কপোত আর অপরদিকে আমার দেহ; তথাপি কপোত গুরুভার। মহিষি! প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-পাপে পরলোকে অনন্তকাল নরকে বাস কর্‌তে হবে। তাই গত্যন্তর না দেখে অগতির গতি সেই মধুসূদনকে ডাক্‌ছি। মনুষ্য-

শক্তি যেখানে পরাভূত হয়, সেখানে সেই সর্ব্বশক্তিমানের দয়া ভিন্ন আর কি উপায় আছে, দেবি ?

রাণী। মহারাজ! শাস্ত্রে বলে, স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গ, তা' হ'লে নাথ, তোমার অর্দ্ধাঙ্গ ত এখনও তুলাদণ্ডে দিতে অবশিষ্ট আছে ; তবে এত চিন্তার প্রয়োজন কি, মহারাজ? শ্যেন, মহারাজ যা প্রতিজ্ঞা করেছেন, তা অবশ্যই পূর্ণ কর্‌বেন—আমি আমার দেহ তোমার ভক্ষণের জন্য উৎসর্গ কর্‌ছি, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। এই আমি তুলাদণ্ডে উঠ্‌ছি, দেখি এইবার উভয় দিক্ সমান হয় কি না ? [তুলাদণ্ডে আরোহণ]

শ্যেন। এইবার মা, প্রায় হয়েছে ; কিন্তু এখনও একটু বাকী আছে, মা। মহারাজ! সময় যায়—আর ক্ষুধা সহ্য কর্‌তে পারি না ; শীঘ্র আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করুন। আর যদি না পারেন, তবে এই কপোতকে ত্যাগ করুন। আপনার যতদূর সাধ্য ছিল, তার ত ত্রুটি করেন নি। যা আপনার অসাধ্য, সে কার্য্য আপনার দ্বারা সিদ্ধ না হ'লে আপনার গৌরবের কিছুমাত্র লাঘব হবে না। অসাধ্য বিষয়ে চেষ্টা কর্‌লে, সে চেষ্টা যুগ-যুগান্তরেও ফলবতী হয় না। অধিকন্তু এইরূপ বৃথা চেষ্টা যে করে, সে জনসমাজে উপহাসাস্পদ হয় মাত্র। আপনার যা অসাধ্য, তা সিদ্ধ হয় নি, এ বিষয়ে আপনার দোষই বা কি, মহারাজ? কপোত-প্রমাণ নিজ মাংস দানে আমার গ্রাস হ'তে কপোতকে রক্ষা করা যে আপনার অসাধ্য, তা এখন স্পষ্টই বুঝেছেন। তবে আর আমার আহারের ব্যাঘাত করেন কেন, মহারাজ ?

শিবি। হা মধুসূদন! এই কথা শোন্‌বার জন্য কি শিবির কর্ণদ্বয় নির্ম্মাণ করেছিলে ? এই লজ্জাজনক দৃশ্য দর্শন কর্‌বার জন্যই কি শিবির নয়নযুগল এখনও দৃষ্টিহীন হয় নি ? শরণাগত রক্ষায় অকৃতকার্য্য হ'য়ে শিবি ভীষণ নরকের অন্ধতম কূপে চিরদিনের জন্য নিমজ্জিত হবে ? এই

নিমিত্তই কি আমাকে এতকাল জীবিত রেখেছিলেন? [শ্যেনের প্রতি] শ্যেন! তুমি আমার অধিকৃত সমস্ত পৃথিবীর সহিত এই কাশীনগরী গ্রহণ ক'রে কপোতের জীবন দান কর। দয়া ক'রে আমার এই প্রার্থনাটি কি পূর্ণ করবে না? তুমি ঐ সিংহাসনে উপবিষ্ট হ'য়ে, পরম সুখে আমাদের দেহ ভক্ষণ ক'রে তোমার ক্ষুধা শান্তি কর। আমরা পতি-পত্নী উভয়ে তোমার গুণগান করতে করতে, তোমাকে অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ ক'রে প্রাণত্যাগ করি। এ দয়া কি করবে না, শ্যেন?

শ্যেন। মহারাজ! পক্ষীর রাজ-সিংহাসন লাভ, এ কথাটা উপন্যাসে শুনতে বালকদের পক্ষে বড় মধুর ও বিশ্বাসজনক হ'তে পারে বটে, কিন্তু মহারাজ, বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এতে কপোত-মাংস ভক্ষণের আশা পূর্ণ হয় না। মহারাজ, আপনি কেন এই ক্ষুদ্র কপোতকে পরিত্যাগ ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে পরম সুখে রাজ্যভোগ করুন না? যা হ'ক্ মহারাজ, আমি আপনার বক্তৃতা শুনতে, কি আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করতে এখানে আসি নাই। আমার আহারের কাল অতীত হয়। আপনার প্রতিজ্ঞানুসারে কপোত-প্রমাণ মাংস আমাকে দেন, নতুবা এই কপোতকে পরিত্যাগ করুন। এই আমার শেষ কথা, মহারাজ!

শিবি। হরি হে। কি করলে, নাথ? কপোতকে রক্ষা করবার আর যে কোন উপায় দেখি না, প্রভু। মৃত্যু! তুমি শীঘ্র আমাকে গ্রহণ কর।

শ্যেন। মহারাজ! মাংস দেন, কিংবা কপোতকে ত্যাগ করুন।

রাণী। মহারাজ! কি হবে? আর যে উপায় দেখি না, মহারাজ!

সুশীলা ও সুষেণের প্রবেশ।

সুশীলা। পিতঃ! আপনার অভাগিনী দুহিতা এখনও জীবিত আছে। আপনি অত চিন্তিত হচ্ছেন কেন? আপনার প্রদত্ত এই দেহের মাংসে তুলাদণ্ডে সমান করুন।

সুষেণ। না দিদিমা, আর একটু হ'লেই সমান হবে ; তবে আমার এই দেহ তুলাদণ্ডে দেন।

জয়। [রাণীর প্রতি] মা! জয়সেনও এখানে উপস্থিত আছে। আপনার অনুমতি পেলেই বক্ষের রক্ত দিয়ে ঐ অবশিষ্ট ক্ষুদ্র অংশ সমান কর্তে এখন পারি। মহারাজ, দয়া ক'রে অনুমতি দেন।

সুশীলা। শ্যেন! তুমি একটু অপেক্ষা কর, অবশিষ্ট মাংস আমি আমার শরীর থেকে এখনই দিচ্ছি।

সুষেণ। শ্যেন! আমি দিচ্ছি।

শ্যেন। মহারাজ, ধন্য তোমার রাজকৌশল! যা হয়, শীঘ্র একটা কথা বলুন, আমি আস্তে আস্তে স্বস্থানে প্রস্থান করি।

রাণী। শ্যেন! যদি দয়া ক'রে আমাকে একটু সময় দাও, তবে আমি অবিলম্বেই তুলাদণ্ডকে সমান কর্তে পারি। আমি অবিলম্বেই আবার আস্‌ব। এ দয়া কি কর্‌বে, শ্যেন?

শ্যেন। তা তবে যাও, মা! শীঘ্র শীঘ্র এস। আর যদি নাই এস, তবে সেটা স্পষ্ট ক'রে ব'লেই যাও না কেন?

রাণী। শ্যেন! তোমার যদি সন্দেহ হয় যে, আমি প্রাণভয়ে পলায়ন কর্‌ছি, তবে তুমি আমার সঙ্গে এস।

[প্রস্থান।

জয়। তবে সুষেণ, তুমি তোমার বালক-সম্প্রদায়কে নিয়ে এস।

[সুষেণের প্রস্থান।

মন্ত্রী। ওগো! মহারাণী উন্মাদিনীর ন্যায় এইদিকে আস্‌ছেন। একি! একি! কোলে যে শিশু-সন্তান! হায়! হায়! বৃদ্ধের অদৃষ্টে কি শেষে এই ছিল? মহারাজ! মহারাজ!

শিবি। স্থির হও, মন্ত্রি!

শিশুপুত্র কোলে রাণীর প্রবেশ।

রাণী। মহারাজ! এখনও আমরা নিরুপায় হই নি, আমাদের ত এখনও এই শিশুপুত্র আছে। মহারাজ! আমাদের সঙ্গে এর দেহ তুমি তুলাদণ্ডে দাও, দেখি সমান হয় কি না। [রাজার কোলে শিশুকে দিলেন]

মন্ত্রী। মহারাজ! মহারাজ! রাজকুমার নিদ্রা যাচ্ছেন, এ অবস্থায় এঁকে শ্যেনের কবলে দেবেন না। এঁকে শ্যেনের কবলে দেওয়া আর হত্যা করা উভয়ই সমান, মহারাজ!

জয়। মহারাজ! মহারাজ! ক্ষান্ত হ'ন্, রাজবংশ নির্ম্মূল কর্‌বেন না। [ধারণ]

সুশীলা। পিতঃ! পিতঃ! দয়াময় পিতঃ! শ্যেন আমার শিশু-ভ্রাতার পরিবর্ত্তে আমাদের তিনজনের মাংস ভক্ষণ করুক্। [রাজাকে ধারণ]

জয়। কাশীবাসিগণ! কে কোথায় আছ?
শীঘ্র এস হেথা।
সর্ব্বনাশ—সর্ব্বনাশ হ'ল,
রাজবংশ হতেছে নির্ম্মূল।
হায় রে, কি দুঃখের কথা!
পরিতাপে ফেটে যায় বুক।
জয়সেন থাকিতে জীবিত,
জয়সেন থাকিতে সম্মুখে,
মহারাজ, মহারাণী,
অতি শিশু রাজার তনয়
শ্যেনের করাল গ্রাসে হবেন পতিত;

আর জয়সেন নির্ব্বাক্ নিঃস্পন্দ হ'য়ে
এই দৃশ্য করিবে দর্শন ?
কোথা যাই ? কোথা যাই ?
সুশীলা, সুষেণ, চল যাই পুনঃ বনমাঝে,
চল—চল—মহারণ্যে যাই,
হিংস্রজন্তু সম বনে বনে করি গে ভ্রমণ !
সম্মুখে থাকিয়া পারিব না
এই দৃশ্য করিতে দর্শন।
এখনি এ রাজপুরী
ভীষণ শ্মশান-ক্ষেত্রে হবে পরিণত।
এই বেলা চল হেথা হ'তে।
কিন্তু হায়, কেমনে যাইব ?
গতিশক্তি নাই পদে মম।
মহারাজ ! মহারাজ !
রাজ-আজ্ঞা ক'রেছি লঙ্ঘন,
সেই অপরাধে মোর কর শিরশ্ছেদ,
তার পর ক'রো, প্রভু, প্রতিজ্ঞা-পালন।

শিবি। জয়সেন! সুশীলা! কেন তোমরা আমাকে পুনঃ পুনঃ বাধা দাও ? যাও—যাও স'রে যাও। আমার কেউ নাই, পুত্র নাই—কন্যা নাই—জামাতা নাই—দৌহিত্র নাই—পত্নী নাই—রাজ্য নাই। আছেন কেবল ধর্ম্ম আর সেই অন্তর্যামী নারায়ণ। [রাজা, রাণী ও শিশুর তুলাদণ্ডে আরোহণ]

রাণী। এই দেখ শ্যেন, এইবার এই দিক্ কপোতের সঙ্গে সমান হয়েছে। নারায়ণ ! ধন্য আপনার দয়া !

শিবি। হে অনাথনাথ! ধন্য আপনার দয়া! শ্যেন, আর বিলম্ব ক'রো না, শীঘ্র আমাদের ভক্ষণ কর।

শ্যেন। ধন্য মহারাজ, ধন্য আপনার কর্ত্তব্য বুদ্ধি! ধন্য আপনার আত্মত্যাগ! মহারাজ, আমি দেবরাজ ইন্দ্র আর এই পথিক অগ্নিদেব। [স্ব স্ব মূর্ত্তি ধারণ] মহারাজ! ব্রাহ্মণ-পুত্রের প্রাণ রক্ষার জন্য আপনি যে পুত্রকে স্বহস্তে বিনাশ করেছিলেন, সে পুত্র এতদিন আমার নিকটেই ছিল। ঐ দেখুন মহারাজ, এখন সেই দস্যুপতি বৈষ্ণববেশে আপনার সম্মুখে উপস্থিত। উনি কেরলপতি পৃথুপাল। ইনি ওঁর মহিষী আর এই দুটি এঁর পুত্র।

স্নুষেণ সহ বৈষ্ণববালকগণ ও বৈষ্ণববেশী পৃথুপাল,
জয়ন্তী, শান্তি ও শক্তির প্রবেশ।

সকলে।—

গান।

বিপদ্ বারণ, শ্রীমধুসূদন, মদনমোহন হরি।
বংশীবদন, কংস নিধন, কেশী-কৈটভ-অরি॥
ত্রিতাপনাশন, ত্রিলোকপাবন, ত্রিভঙ্গ-মূরতিধারী।
গোপিকামোহন, রাধিকা-রমণ, যমুনা-জীবন মুরারি॥
ভবারাধ্য ধন, হে ভবতারণ, প্রমথনাথ বক্ষোবিহারী।
পাতকী-তারণ ভীতিবারণ দেহ ভবার্ণবে পদতরী॥

অগ্নি। আর এক কথা মহারাজ, আপনার ক্ষতস্থান এখনি পূর্ব্ববৎ হবে, অচিরে আপনার এক পুত্র জন্মাবে, তার নাম রাখ্‌বেন—কপোত। বলুন—আর কি প্রার্থনা আছে?

রাণী। সুরপতি! অনলদেব! আপনাদের চরণে দাসীর একটি ভিক্ষা আছে।

ইন্দ্র। কি ভিক্ষা, মা?

অগ্নি। মা! তোমাকে আমরা বার বার কষ্ট দিয়েছি। কিন্তু মা, আজ তোমার প্রার্থনা যাই হ'ক্ না কেন, তা আমরা অবশ্যই পূর্ণ কর্‌ব। বল মা রাজমহিষী, তোমার প্রার্থনাটী কি?

রাণী। প্রভু! আপনাদের কৃপায আমরা আবার সকলকেই পেয়েছি। কিন্তু প্রভু, সেই পাগল বালকটিকে ত আর দেখ্‌তে পেলেম না। আপনারা দয়া ক'রে তাকে একবার যদি দেখিয়ে দেন, তবে আর একবার তাকে কোলে ক'রে পৃথিবীতে থেকেই স্বর্গসুখ ভোগ ক'রে ধন্য হই।

ইন্দ্র। [সহাস্যে] মা! সে বালককে এখানে এনে দিতে পারে, এমন শক্তি আমাদের মধ্যে কারও নাই। সেজন্য বল্‌ছি, ভগবানের নিকট তাঁকে দেখ্‌বার জন্য কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা কর, এবং জননীর মত স্নেহমাখা স্বরে তাঁকে ডাক, তা' হ'লেই তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে, মা!

রাজপুত্রের হাত ধরিয়া উন্মাদ বালকবেশে
কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ।—

গান।

বাগানে ফুল ফুটেছে দেখ্‌তে এলাম তায়।
ফুলের বাসে, জগৎ হাসে, প্রাণ জুড়িয়ে যায়॥
অকূল সাগর-জলে, ভেসে ভেসে বহুকালে,
এতদিনে সাধের তরী এল কিনারায়॥
হাস—নাচ—গাও সবে, কে আছ কোথায়,
আমিও হাসি সবার সনে নেচে নেচে তায়,
হরির চরণ, যে লয় শরণ সে বল কিসে ভয় পায়॥

রাণী। মহারাজ! দেখ দেখ, আমাদের সেই মৃতপুত্রটি ঐ পাগল ছেলেটির সঙ্গে এসেছে। মহারাজ, কি অদ্ভুত ব্যাপার!

শিবি। মহিষি! এ ভগবানের দয়া ভিন্ন আর কিছুই নয়, দেবি! যাঁর ইচ্ছামাত্রে সূক্ষ্মতম অণু-পরমাণু থেকে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড যাঁর লোমকূপে বিরাজমান্, সেই বিরাট্ পুরুষেব ইচ্ছা হ'লে আমাদের মৃতপুত্র জীবিত হবে, তার আর বিস্ময়ের কথা কি ?

কৃষ্ণ। [রাণীর প্রতি] কি মা, কোন্‌টী তোমার ছেলে, এইবার ঠিক কথা বল ?

রাণী। [কৃষ্ণকে কোলে লইয়া] এই যে বাবা, যে আমার কোলে আছে। বল, বাবা! আব তু ম আমাদের ছেড়ে কোথাও যাবে না? এম্‌নি ক'রে আমার বুকে থাক্‌বে ?

শিবি। নারায়ণ! মধুসূদন! গোলোকনাথ! তুমি এতদিন পাগল-বালকবেশে আমাদের কোলে উঠ্‌তে চেয়েছিলে। কিন্তু হরি, এত দয়াই যখন করেছিলে, তবে নয়নজলে ভাসালে কেন? কিন্তু আর পাগলবেশে ছলনা কর্‌লে ছাড়্‌ছি না। ঐ পাগলবেশ পরিত্যাগ ক'রে, মা নারায়ণীকে বামভাগে রেখে আমার মনোবাসনা চরিতার্থ করুন।

[যুগলবেশে লক্ষ্মী-নারায়ণের সিংহাসনে উপবেশন]

সকলে। [সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া] হরিবোল! হরিবোল!! হরিবোল!!!

বৈষ্ণববালকগণ ও অপ্সরাগণের প্রবেশ।

হর-পার্ব্বতীর প্রবেশ ও যুগল মিলন।

ভৈরব ও যোগিনীগণের প্রবেশ।

সকলে।—

গান।

যুগল মূরতি আঁখি, হের রে।
রাধাকৃষ্ণরূপ, হর-গৌরী সনে
ভুবনে অতুল সাজে সাজে রে ॥
কুঞ্চিত আধ কেশে দলিত মোহনচূড়া,
আধ কপালে কিবা হেমে হের উজ্জলা,
ভৃগুপদ-শোভিত আধ হৃদে বনমালা
আধ মোহনমালা দোলে রে ॥

[যবনিকা।

ঐক্যতান বাদন।

প্রহসন সপ্তরত্ন

এই ৭ খানি প্রহসন রত্ন-বিশেষ। বহুদিন হইতে বহু থিয়েটার ও যাত্রার দলে বহুবার অভিনীত হইয়াও যাহা অদ্যাপি নিত্য নূতন, এখনও যাহার অভিনয়ে থিয়েটার ও যাত্রায় লোকে-লোকারণ্য, আসরে চারিদিকে হাসির রোল উঠে, এমন প্রহসনগুলি ছাপা না থাকায় অনেকে অনেক দিন হইতে পুস্তকাভাবে ইহার অভিনয়ে বঞ্চিত, সেই অভাব মোচনের জন্য বহুকাল পরে পুনরায় ছাপা হইল।

(এই প্রহসনগুলি অতি অল্প সময়ে, অল্প লোকে, অতি সুন্দর অভিনয় হয়)

চক্ষুদান বারমুখো বেশ্যাসক্ত স্বামী, সতী স্ত্রীর কৌশলে পড়িয়া কিরূপ সমুচিত শিক্ষালাভ করিল, দেখিয়া হাস্য সংবরণ দুঃসাধ্য হইবে। মনোমোহন ও বহু থিয়েটারে অভিনীত। মূল্য ।• মাত্র।

উভয় সঙ্কট দুইবিবাহ করিয়া দুই দিক্ হইতে স্বামী বেচারার মদন-মোহনের দোল খাওয়া দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হউন, ন্যাশনাল, বেঙ্গল প্রভৃতি বহু থিয়েটারে অভিনীত। মূল্য ।• মাত্র।

যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল কুলস্ত্রীর প্রতি কুদৃষ্টি—সতীর হাতে জবর সাজা। মুন্সেফ, পেস্কার প্রেমের দায়ে গাধা সাজা, ভাবি মজা। ন্যাশন্যাল, বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত; মূল্য ।৵• আনা।

জেনানা-যুদ্ধ দুই সতীনে ঝগড়া করে, চোর বেচারা মার খেয়ে মরে। শেষে প্রাণ নিয়ে টানাটানি, মূল্য মাত্র চার-আনি। নানা থিয়েটারে অভিনীত, গ্রামোফোন রেকর্ডে প্রচলিত।

বুঝ্‌লে কিনা বা ভণ্ড দলপতি দণ্ড, দলপতির মহা কেলেঙ্কারী, মেথরাণীর প্রেমে আত্মহারা, শেষে ধরা পড়া, পাপের প্রায়শ্চিত্ত হাসিতে হাসিতে বত্রিশ নাড়ীতে টান্ ধরিবে। মূল্য ।৵• আনা মাত্র।

হিতে বিপরীত বিয়ে পাগ্‌লা বুড়োর বিয়ে। গাধার টোপর মাথায় দিয়ে। ঘোম্‌টার ভিতরে গুঁফো ক'নে। হাঃ হাঃ হাঃ হেসে বাঁচিনে। বাসর-ঘরে রসের গান—দুশো মজা। মূল্য ।• মাত্র।

দায়ে প'ড়ে দারগ্রহ হাস্য-কৌতুকে পূর্ণ, সেই জগমোহন, সতীশ, কমলমণি ও বেদিনীদের নৃত্যগীত সব আছে। মূল্য ।৵• আনা।

এই প্রহসনগুলি ষ্টার, বেঙ্গল, ন্যাশন্যাল, মনোমোহন, মিনার্ভা প্রভৃতি নানা থিয়েটার ও বহু যাত্রাদলে অভিনীত। আমরা বহু প্রহসন হইতে বাছিয়া এই ৭ খানি অতি উৎকৃষ্ট প্রহসন প্রকাশ করিলাম। আমাদের অভিপ্রায় এই ফার্সগুলি পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বত্র যাত্রা থিয়েটারে অভিনীত হইয়া দর্শকমণ্ডলীকে বিমল আনন্দ দান করুক।

'পাল ব্রাদার্স'—৭নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।